হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প
(বাপাউবো অংশ) (প্রথম সংশোধিত)

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা প্রতিবেদন

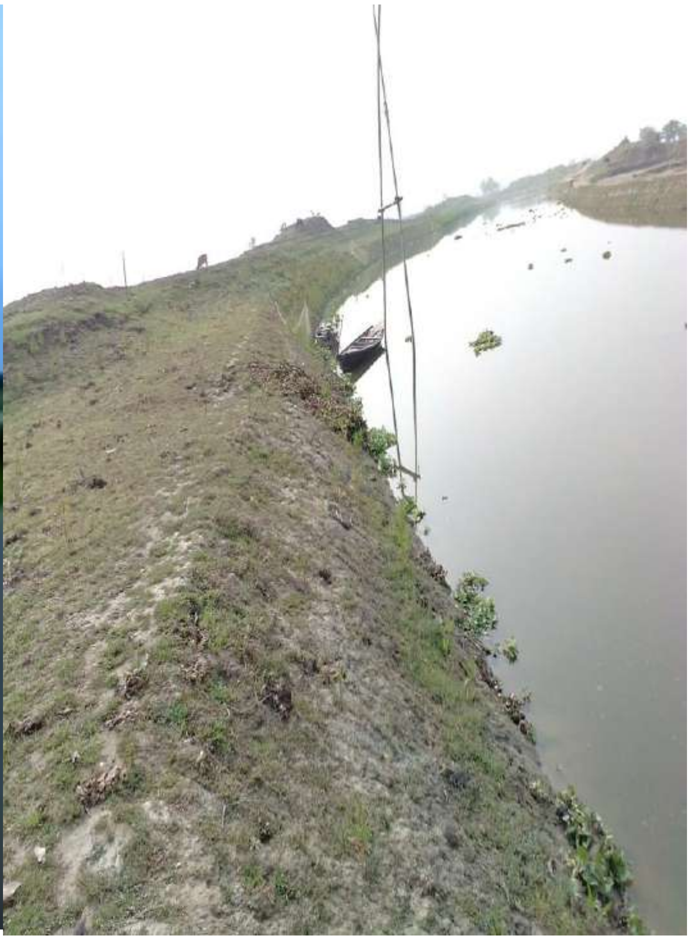

জুন ২০২০

সূচিপত্র

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	i
ACRONYMS	iii
প্রথম অধ্যায় - প্রকল্পের বর্ণনা	**১**
১.১ প্রকল্পের পটভূমি	১
১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য (বাপাউবো অংশের জন্য)	৬
১.৩ প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন	**৬**
১.৪ প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা	৭
১.৫ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজসমূহ	৭
১.৬ প্রকল্পের প্রধান প্রধান (বাস্তব) কাজের লক্ষ্যমাত্রা	৯
১.৭ প্রকল্পের পণ্য ক্রয় পরিকল্পনা	৯
১.৮ প্রকল্পের কার্য ক্রয় পরিকল্পনা	১০
১.৯ প্রকল্পের সেবা ক্রয় পরিকল্পনা	১৩
১.১০ লগ্ ফ্রেইম	১৪
১.১১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	১৫
১.১২ প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের কারণ	১৬
১.১৩ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	১৭
দ্বিতীয় অধ্যায়- নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময় ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা	১৮
২.১ ভূমিকা	১৮
২.২ এলাকা নির্বাচন	১৯
২.৩ জরিপে অংশগ্রণকারীগণের নমুনা পদ্ধত্তি ও আকার নির্ধারণ	২০
২.৩.১ জরিপে অংশগ্রণকারীগণের নমুনা পদ্ধত্তি	২০
২.৩.২ জরিপে অংশগ্রণকারীগণের নমুনা আকার নির্ধারণ	২১
২.৩.২.১ জরিপে অংশগ্রণকারীগণের এলাকাওয়ারী নমুনা সংখ্যা	২৩
২.৪ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধত্তি	২৪
২.৪.১ জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধত্তি	২৪
২.৪.২ জরিপের মাধ্যমে সংগৃহিত তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধত্তি	২৬
২.৫ সময় ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	২৯
২.৬ অন্যান্য	৩০
২.৬.১ নিবিড় পরিবীক্ষণের নির্দেশক নির্বাচন	৩০
২.৬.২ সমীক্ষা পদ্ধতি	**৩১**
২.৬.৩ সেকেন্ডারি উপাত্তগুলির বিশ্লেষণ মূল্যায়ন	৩১
২.৬.৪ নিবিড় পরিবীক্ষণে SWOT বিশ্লেষণ	৩১
২.৬.৫ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কার্যক্রমের উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ	৩২
২.৬.৬ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ	**৩২**
তৃতীয় অধ্যায় - ফলাফল পর্যালোচনা	৩৩
৩.১ প্রকল্পের বছর ভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়	৩৩
৩.২ প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি	৩৩
৩.৩ সার্বিক এবং বিস্তারিত অঙ্গ-ভিত্তিক বাস্তবায়ন	৩৪

৩.৪ অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশ ও বিশ্লেষণ	৩৬
৩.৪.১ নতুন ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ কাজ সম্বন্ধে উপকারভোগীগণের মতামত বিশ্লেষণ	৩৬
৩.৪.২ ডুবন্ত বাঁধ পুনর্বাসন কাজ সম্বন্ধে উপকারভোগীগণের মতামত বিশ্লেষণ	৩৭
৩.৪.৩ রেগুলেটর নির্মাণ কাজ সম্বন্ধে উপকারভোগীগণের মতামত বিশ্লেষণ	৩৮
৩.৪.৪ রেগুলেটর পুনর্বাসন কাজ সম্বন্ধে উপকারভোগীগণের মতামত বিশ্লেষণ	৪০
৩.৪.৫ খাল পুনঃখনন সংক্রান্ত জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ	৪১
৩.৪.৬ প্রকল্পের সুফল সম্বন্ধে জরিপে অংশগ্রহণকারীগণের মতামত বিশ্লেষণ	৪২
৩.৪.৭ প্রকল্পের সুফল অংশগ্রহণকারীগণের মতামত বিশ্লেষণ ও উপসংহার	৪৫
৩.৫ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিশ্লেষণ	৪৬
৩.৫.১ লগ্-ফ্রেমের পর্যালোচনা	৪৬
৩.৫.২ ডিপিপি-এর অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনা	৪৯
৩.৫.৩ সংশোধিত ডিপিপি সূত্রবদ্ধকরণ (Formulation)	৫১
৩.৫.৪ প্রকল্প বাস্তবায়নে বাপাউবো-এর সক্ষমতা	৫২
৩.৫.৫ প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও স্টিয়ারিং কমিটি	৫৩
৩.৫.৬ প্রকল্পের মূল্যায়ন কমিটি	৫৪
৩.৫.৭ প্রকল্পের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কমিটি	৫৪
৩.৫.৮ পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠন	৫৫
৩.৫.৯ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	৫৬
৩.৫.১০ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ	৫৬
৩.৫.১১ প্রকল্পের প্রধান অঙ্গের নির্মাণ কাজের গুণগত মান পরিবীক্ষণ	৫৭
৩.৫.১১.১ পুরাতন হাওরের ডুবন্ত বাঁধ পুনর্বাসন	৫৭
৩.৫.১১.২ নতুন ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ	৫৭
৩.৫.১১.৩ নতুন রেগুলেটর নির্মাণ	৫৮
৩.৫.১১.৪ কজওয়ে নির্মাণ	৫৯
৩.৫.১১.৪.১ কারপাশা 'কজওয়ে'	৫৯
৩.৫.১১.৪.২ বিবিয়ানা 'কজওয়ে'	৫৯
৩.৫.১১.৫ খাল/নদী পুনঃখনন	৬০
৩.৫.১১.৬ পানি ব্যবস্থাপনা দলের অফিস নির্মাণ	৬০
৩.৫.১২ কজওয়ের ডিজাইন ও 'পরিচালন'	৬১
৩.৫.১৩ নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান	৬৩
৩.৫.১৪ যানবাহন ও যন্ত্রপাতির গুণগত মান	৬৩
৩.৫.১৫ সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ	৬৩
৩.৫.১৬ সক্ষমতা বৃদ্ধির বিদেশ প্রশিক্ষণ	৬৩
৩.৫.১৭ কৃষি প্রবর্ধন সহায়ক উপ-প্রকল্প	৬৩
৩.৫.১৮ ক্ষুদ্র আয় সংঘটন উপ-প্রকল্প	৬৪
৩.৫.১৯ পরিবেশ দূষণ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম	৬৪
৩.৫.২০ উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদান	৬৪
৩.৫.২১ প্রকল্প বাস্তবায়নে ঠিকাদারগণের সক্ষমতা	৬৫
৩.৫.২২ প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	৬৬

৩.৫.২৩ দরপত্র আহবান ও নিষ্পত্তির অগ্রগতি (ক্রয় কাজের অগ্রগতি)	৬৭
৩.৫.২৪ দরপত্র আহবান ও নিষ্পত্তির অগ্রগতি	৬৮
৩.৫.২৪.১ অর্থ বছর ২০১৬-১৭-এর কেরিড ওভার কাজের বর্তমান অগ্রগতি	৬৮
৩.৫.২৪.২ অর্থ বছর ২০১৭-১৮-এর কেরিড ওভার কাজের বর্তমান অগ্রগতি	৬৯
৩.৫.২৪.৩ অর্থ বছর ২০১৮-১৯-এর কেরিড ওভার কাজের বর্তমান অগ্রগতি	৬৯
৩.৫.২৪.৪ অর্থ বছর ২০১৯-২০-এ কার্যাদেশ প্রদান করা কাজের বর্তমান অগ্রগতি	৭০
৩.৫.২৫ প্রকল্পের 'এক্সিট প্ল্যান (Exit Plan)	৭১
৩.৫.২৬ নিবিড় পরিবীক্ষণের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার-ভিত্তিতে অনুচ্ছেদ-ওয়ারী উপসংহার	৭২
৩.৬ ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা	৭৩
৩.৬.১ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	৭৩
৩.৬.২ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	৭৭
৩.৭ ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	৭৮
৩.৮ কেস্ স্টাডি	৭৮
চতুর্থ অধ্যায় - প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ (SWOT Analysis)	৮৩
৪.১ সবলদিক	৮৩
৪.২ দুর্বলদিক	৮৩
৪.৩ সুযোগ	৮৪
৪.৪ ঝুঁকি	৮৪
পঞ্চম অধ্যায়- পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ	৮৫
ষষ্ঠ অধ্যায় - উপসংহার ও সুপারিশমালা	৮৮

সংযুক্তি-১: কন্ট্রাক্ট প্যাকেজ-ওয়ারী বাস্তব কাজের অগ্রগতি

পরিশিষ্টসমূহ:

পরিশিষ্ট-১: উপকারভোগীদের জন্য সমীক্ষার প্রশ্নমালা
পরিশিষ্ট-২: কেআইআই (পরিকল্পনা কমিশন এবং আইএমইডি)-এর জন্য চেকলিস্ট-১
পরিশিষ্ট-৩: কেআইআই (প্রকল্প সাইটে কর্মরত বাপাউবো কর্মকর্তা)-এর জন্য চেকলিস্ট-২
পরিশিষ্ট-৪: কেআইআই (প্রকল্প পরিচালকের সাক্ষাৎকার)-এর জন্য চেকলিস্ট-৩
পরিশিষ্ট-৫: উপকারভোগীদের জন্য কেস স্টাডির প্রশ্নমালা
পরিশিষ্ট-৬: ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট-৪
পরিশিষ্ট-৭: সরেজমিন পরিদর্শন চেকলিস্ট-৫
পরিশিষ্ট-৮: উপকারভোগীদের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) গাইডলাইন

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

হাওর এলাকার বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বাপাউবো অংশ) (প্রথম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি ১৬/১০/২০১৪ তারিখে একনেক (ECNEC) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ২০১৪-১৫ হতে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা হয়। প্রকল্প সমাপ্তির মেয়াদ ছিল ২০২১-২২ অর্থ বছর; মোট ৮ বছর। মেঘনা নদীর উজানের অববাহিকার বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জনগণের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকল্পের 'জাইকা' (JICA) কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক সমীক্ষা প্রতিবেদন পূর্ণাঙ্গ ছিল না। সেই সমীক্ষায় পরে একটি পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার সুপারিশ করা হয়েছিল। এর ধারাবাহিকতায় আইডব্লিওএম (IWM) সমীক্ষা পরিচালনা করে। সেপ্টেম্বর ২০১৭ সালে দ্বিতীয় সমীক্ষা সমাপ্ত হয়। সেই সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে প্রকল্পের পরিকল্পনায় ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়। আইডব্লিওএম (IWM)-এর সমীক্ষার ভিত্তিতে নিরূপিত ভৌত কাজগুলো সংশোধিত ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়। পরিবর্তিত পরিকল্পনা অনুসারে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি ২৭/০২/২০১৮ তারিখে একনেক (ECNEC) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি-তে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় টঃ ৯৭,৮৬৫.০০ লক্ষ টাকা (JICA-এর ঋণ টঃ ৫৯,৪৪৬.১০ লক্ষ টাকা; বাংলদেশ সরকারের অনুদান টঃ ৩৮,৪১৮.০০ লক্ষ টাকা) এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ অপরিবর্তিত রাখা হয়।

প্রকল্পের মুখ্য লক্ষ্য হাওর এলাকার বোবো ধান আগাম বন্যা হতে রক্ষা করা এবং (সীমিত আকারে) জনগণের জীবন মান উন্নয়ন করা। মেঘনা নদীর উজানের ২৯টি হাওর এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। হাওরগুলোর ১৫টি পুরাতন এবং ১৪টি নতুন। সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাম্মনবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহ জেলায় হাওরগুলো অবস্থিত। পুরাতন হাওরগুলোতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পূর্বে নির্মিত 'ডুবন্ত বাঁধ' এবং কয়েকটি রেগুলেটর বিদ্যমান ছিল; কিন্তু দুর্বল পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণজনিত কারণে সেগুলোর উপযোগিতা হ্রাস পেয়েছিল। নতুন হাওরগুলোতে বন্যা ব্যবস্থাপনার কোনো অবকাঠামো বিদ্যমান ছিল না।

প্রকল্পে বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য 'ডুবন্ত বাঁধ' নির্মাণ/পুনর্বাসন, রেগুলেটর নির্মাণ/পুনর্বাসন, পূর্ণ বন্যা বাঁধ পুনর্বাসন, খাল/নদী পুনঃখনন, হাওরে বর্ষা মৌসুমে নৌকা প্রবেশ করানোর জন্য 'কজওয়ে' (causeway), সেচ ইনলেট, পাইপ স্লুইস, পানি ব্যবস্থাপনা দলের জন্য অফিস ভবন এবং একটি ব্রীজ নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। পরিকল্পনা অনুসারে প্রকল্পটির গ্রস এলাকা ১৮৫,৪৭৫ হেক্টর এবং আবাদি এলাকা ১৫৬,৩৯২ হেঃ (৮৪%)। প্রাক্কলন অনুসারে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে প্রতি বছর ৮৭৮,২৫০ টন অধিক ধান উৎপন্ন হবে। প্রকল্পটির ইআইআরআর (EIRR) ৩৪.১৫%; প্রকল্পের অর্থনৈতিক জীবন ৩০ বছর। ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত টঃ ৪৬২৩০.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে; বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ৬০.৩০%। উল্লেখ্য যে, মার্চ ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের অর্জিত সার্বিক অগ্রগতি ৬৪.৮০%। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এ সমীক্ষা পরিচালনা করার সময় (এপ্রিল ২০২০) পর্যন্ত অর্থ সরবরাহ যথাযথ ছিল।

প্রকল্পের কর্মসূচীতে জনগণের জন্য কৃষি আয় বর্ধক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। দুস্থদের ক্ষদ্র আয় বর্ধনের জন্য প্রকল্পে কয়েকটি কর্মসূচী রয়েছে; হাঁস প্রতিপালন, ছাগল প্রতিপালন ও সেলাই প্রশিক্ষণ এ কর্মসূচীগুলোর অন্যতম।

জানুয়ারি ২০২০ মাস হতে প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কাজ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমইডি-এর পোষকতায় 'প্রজেক্ট প্রমোশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্টস' কর্তৃক শুরু করা হয়। সমীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের পথে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা এবং প্রকল্প ফলপ্রসূ করার জন্য গৃহিত কার্যাবলি প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করা।

সমীক্ষার প্রয়োজনে প্রকল্প এলাকার উপকারভোগী জনগণের প্রকল্প সম্বন্ধে উপলব্দির (perception) ব্যাপারে সরেজমিনে জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বাস্তবায়নকৃত ও চলমান বাস্তব কাজ, সংগৃহিত যানবাহন ও যন্ত্রপাতি/মেশিন ইত্যাদির গুণগত মান নিরূপন করা হয়েছে। বাস্তবায়নকৃত বাস্তব কাজের গুণগত মান সম্বন্ধে সংখ্যা গরিষ্ট উপকারভোগির উপলব্দি ইতিবাচক, প্রকল্প বাস্তাবায়ন সম্পন্ন হলে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, তাঁদের আয় বৃদ্ধি পাবে। পুরানো হাওরের 'পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ' যথাযথ নয় মর্মে সংখ্যা গরিষ্ট জনগণ মত প্রকাশ করেছেন।

গৃহিত কার্যাবলি প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রকল্পটির প্রথম সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পূর্ণাঙ্গ ছিল না, সুতরাং দ্বিতীয় দফায় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়েছে। প্রকল্পের জন্য মূল পরিকল্পনায় বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল

প্রথম তিন অর্থ-বছরে তা পূর্ণ অর্জন করা সম্ভব হয়নি যার আংশিক পরবর্তিতে পোষানো হয়েছে। প্রথম সংশোধিত ডিপিপি-তে ৮ বছর প্রকল্প মেয়াদে বাস্তব কাজগুলো সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সমীক্ষায় অনিশ্চিত প্রতীয়মান হচ্ছে। এর কারণগুলো এরূপ: (ক) জমি অধিগ্রহণে ধীর অগ্রগতি; (খ) হাইড্রোলিক স্ট্রাকসার (hydraulic structure) নির্মাণ কাজে ঠিকাদারগণের অপ্রতুল সক্ষমতা; (গ) একাধিক কনট্রাক্ট প্যাকেজে (contract package) অনেকগুলো হাইড্রোলিক স্ট্রাকসার অন্তর্ভুক্তকরণ; এবং (ঘ) কোভিড-১৯ ব্যাধির সংক্রমণজনিত কারণে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হওয়া।

ইতোমধ্যে সমাপ্ত বাস্তব কাজের গুণগত মান সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে; নির্মান কাজের তদারকি সন্তোষজনক। নির্মাণ সম্পন্ন করা বাঁধের কিছু কিছু স্থানের স্লোপ (slope) বর্ষার পানির ঢেউয়ের আঘাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। বাঁধের এ ধরনের ক্ষয়-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ব্লক দিয়ে প্রতিরক্ষা কাজ করানোর প্রয়োজন। প্রকল্পটির অন্য অনুরূপ উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে দ্বৈততা নেই।

প্রকল্পের বাস্তব কাজ সম্বন্ধে পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য/জনগণকে অধিকতর অবহিত করার জন্য জনসংযোগমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রকল্পের আওতায় হাঁসের বাচ্চা এবং ছাগল বিতরণ করার পূর্বে এগুলো বেঁচে থাকার জন্য স্থানীয় পরিবেশ ও আবহাওয়া অনুকূল কিনা তা বিবেচনা করে দেখা আবশ্যক। প্রকল্পের ভৌত কাজের স্থানীয় কতিপয় সমস্যা পরীক্ষা করে নিরসনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

প্রকল্পটি sustainable রাখার উদ্দেশ্যে প্রকল্প-উত্তর 'পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ' এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। 'কজওয়ে'-এর উপর দিয়ে জনগণের পারাপারের ব্যবস্থা রাখার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। 'কজওয়ে'-এর জন্য উন্নত ডিজাইন/প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রকল্পের বর্তমান সময় পর্যন্ত্ম অর্জন লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এ সমীক্ষা প্রতিবেদনের সাথে প্রদত্ত 'এক্সিট প্ল্যান (Exit Plan)' অনুমোদন করে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

ACRONYMS

ADP	- Annual Development Programme
BWDB	-Bangladesh Water Development Board
CPTU	- Central Procurement Technical Unit
DG	-Director General
DPP	-Development Project Proposal
ECNEC	-Executive Committee of National Economic Council
FGD	-Focus Group Discussion
GOB	-Government of Bangladesh
IMED	-Implementation Monitoring and Evaluation Division
IWFM	-Institute of Water and Flood Management
IWM	-Institute of Water Modeling
JICA	-Japan International Cooperation Agency
KII	-Key Informant Interview
LGD	-Local Government Division
LGED	-Local Government Engineering Department
MOWR	-Ministry of Water Resources
NCT	-National Competitive Tender
NGO	-Non-Governmental Organization
OTM	-Open Tendering Method
PEC	-Project Evaluation Committee
PPMC	-Project Promotion and Management Consultants
PPR	-Public Procurement Rule
RDPP	-Revised Development Project Proposal
RFQM	-Request for Quotation Method
SPSS	-Statistical Package for Social Science
SWOT	-Strength, Weakness, Opportunity and Threat
ToR	-Terms of Reference
WMG	-Water Management Group

প্রথম অধ্যায়
প্রকল্পের বর্ণনা

১.১ পটভূমি
মেঘনার উজান অববাহিকায় ৬টি জেলার প্রায় ৫০% মানুষ হাওর এলাকায় কৃষি কাজ করে জীবনধারণ করে। জেলাগু লো হলো (১) সুনামগঞ্জ; (২) হবিগঞ্জ; (৩) মৌলভীবাজার; (৪) নেত্রকোনা; (৫) কিশোরগঞ্জ এবং (৬) ব্রাহ্মণবাড়িয়া। এ এলাকায় কৃষকগণ হাওরে ডিসেম্বরের শেষ দিক হতে বোরো আবাদ শুরু করে। আগাম বৃষ্টি এবং পার্শ্ববর্তী ভারতের পাহাড়ি এলাকার ভারী বর্ষণের ফলে হাওর এলাকা পানিতে ডুবে যাওয়ার ফলে কৃষকের ফসল আহরণ অনেকক্ষেত্রে

"Master Plan of Haor Area (2002)" সমীক্ষায় হাওর এলাকার কৃষির সমস্যা নিরূপণ এবং তা নি রসনের জন্য সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। এর পূর্বের ইতিবৃত্ত হলো এপ্রিল ২০০৪ এর বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ছিল মারাত্মক এবং বিপুল। তখন বাপাউবো কর্তৃক সমাপ্তকৃত ৩৭টি হাওরের জন্য পুনর্বাসন এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সমীক্ষা প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু ২০১০ সালের আকস্মিক বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পর্যবেক্ষণে ফসল রক্ষার কার্যক্রম নতুন হাওরে বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

"Japan International Cooperation Agency (JICA)" কথিত ৭টি জেলায় "Preparatory Survey on Upper Meghna River Basin Water Shade Management Improvement Project, February 2014" পরিচালনা করে। এ সমীক্ষার সুপারিশের ভিত্তিতে সমাপ্তকৃত ১৫টি হাওরের পুনর্বাসন এবং নতুন ১৪টি হাওরের বন্যা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের ব্যাপারে সরকার সম্মত হয়। JICA এ প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য ¥ ১৫.২৭ বিলিয়ন (বিডব্লিউডিবি) = ৭.৬৩২ বিলিয়ন; এলজিইডি=৭.৬৩৮ বিলিয়ন) ঋণ প্রদানে সম্মতি জ্ঞাপন করে।

"Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part)" শীর্ষক ডিপিপি অক্টোবর ২০১৪ সালে ডিপিপি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৮ বছর। পরিকল্পনা কমিশন ১৯-১২-২০১৭ তারিখে সংশোধিত ডিপিপি প্রস্তুত ও দাখি লের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মাসে ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদ অপরিবর্তিত রাখা হয়।

ডিপিপি-তে প্রকল্পের জন্য তিনটি অঙ্গ (Component) সুপারিশ করা হয়। যথাঃ
(ক) কম্পোনেন্ট-১: বন্যা নিয়ন্ত্রণ।
(খ) কম্পোনেন্ট-২: গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন।
(গ) কম্পোনেন্ট-৩: কৃষি প্রবর্ধন ও মৎস্য প্রবর্ধন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক কম্পোনেন্ট-১ এবং কম্পোনেন্ট-৩-১ এর কৃষি প্রবর্ধন অংশ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক কম্পোনেন্ট-২ এবং কম্পোনেন্ট-৩-২ এর মৎস্য প্রবর্ধন অংশ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পটির বিবরণী নিম্নে উলেস্নখ করা হলো।

প্রকল্পের বিবরণী
প্রকল্পের বিবরণী নিম্নে সারণি-১.১ প্রদান করা হলো।

সারণি-১.১: প্রকল্পের বিবরণী

১	প্রকল্পের নাম	:	হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বিডব্লিউডিবি অংশ) (১ম সংশোধিত)
২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৪	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের	:	কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লি প্রতিষ্ঠান বিভাগ

	সংশ্লিষ্ট বিভাগ				
৫	প্রকল্পের অবস্থান	:	বিভাগ	জেলা	উপজেলা
			১	২	৩
			ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ সদর, কটিয়াদি, পাকুন্দিয়া, কুলিয়ারচর, করিমগঞ্জ, নিকলি, ইটনা, মিঠামইন, তারাইল, বাজিতপুর এবং অষ্টগ্রাম। = ১২টি
			ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	নান্দাইল = ১টি
				নেত্রকোনা	পূর্বধলা, নেত্রকোনা সদর, বারহাট্টা, কালিয়াজুরি, কলমাকান্দা, মোহনগঞ্জ, মদন, কেন্দুয়া এবং আটপারা। = ৯টি
			সিলেট	সুনামগঞ্জ	ছাতক, ধর্মপাশা, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, জামালগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ সদর। = ৫টি
				হবিগঞ্জ	আজমিরিগঞ্জ, বানিয়াচং, বাহুবল এবং হবিগঞ্জ সদর। = ৪টি
			চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বাঞ্ছারামপুর। = ১টি
৬	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই, ২০১৪ থেকে জুন, ২০২২ (১ম সংশোধিত)		

[তথ্যসূত্র: আরডিপিপি (১ম সংশোধিত) জানুয়ারি ২০১৮]

প্রকল্পের অবস্থান চিত্র-১ (Figure- ১) এ প্রদর্শন করা হলো।

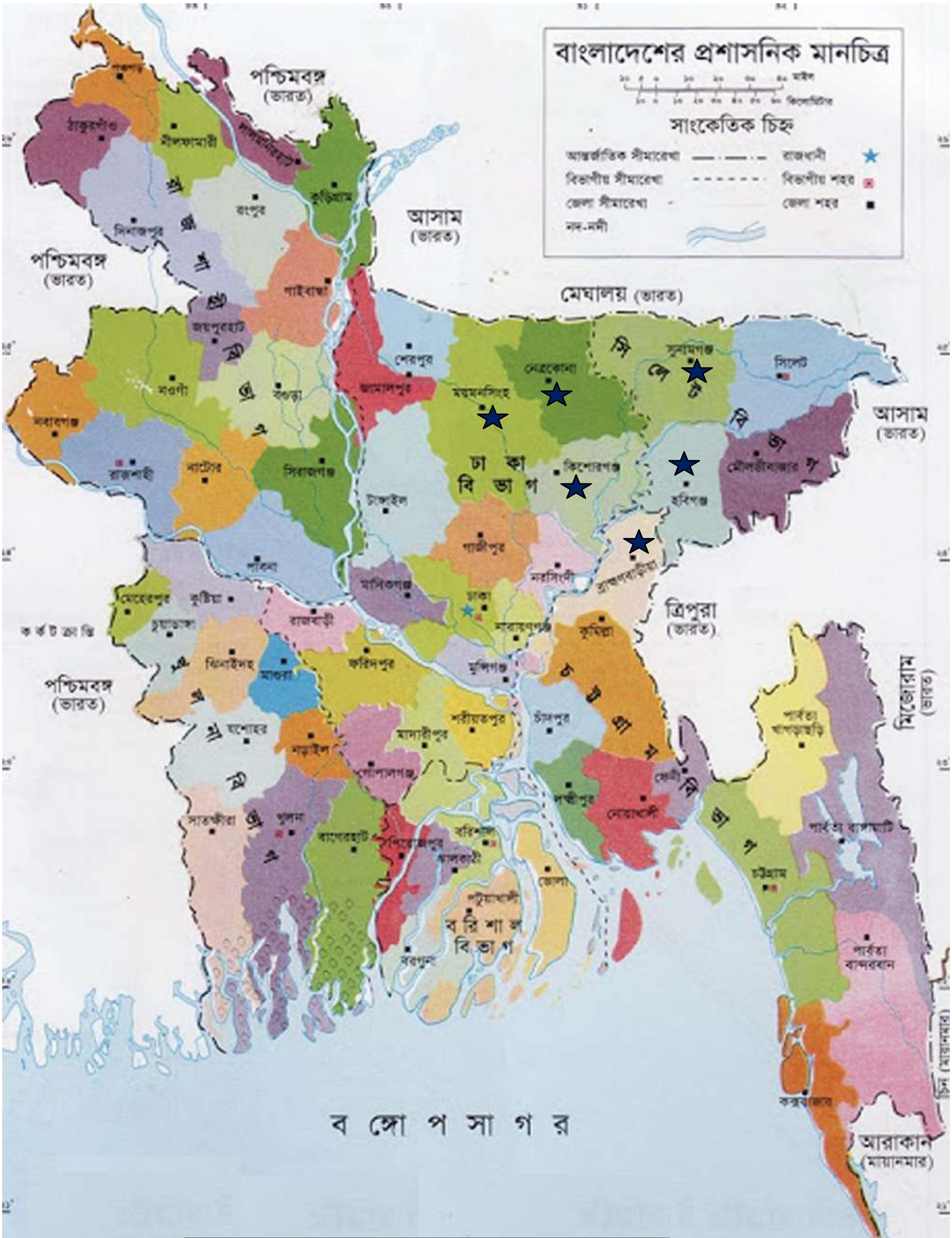

বাংলাদেশের মানচিত্রে প্রকল্প এলাকা (তারকা চিহ্নিত জেলাসমূহ)

প্রকল্পের অবস্থান চিত্র-২ (Figure- ২) এ প্রদর্শন করা হলো।

Figure 1 Location Map of 29 sub-projects

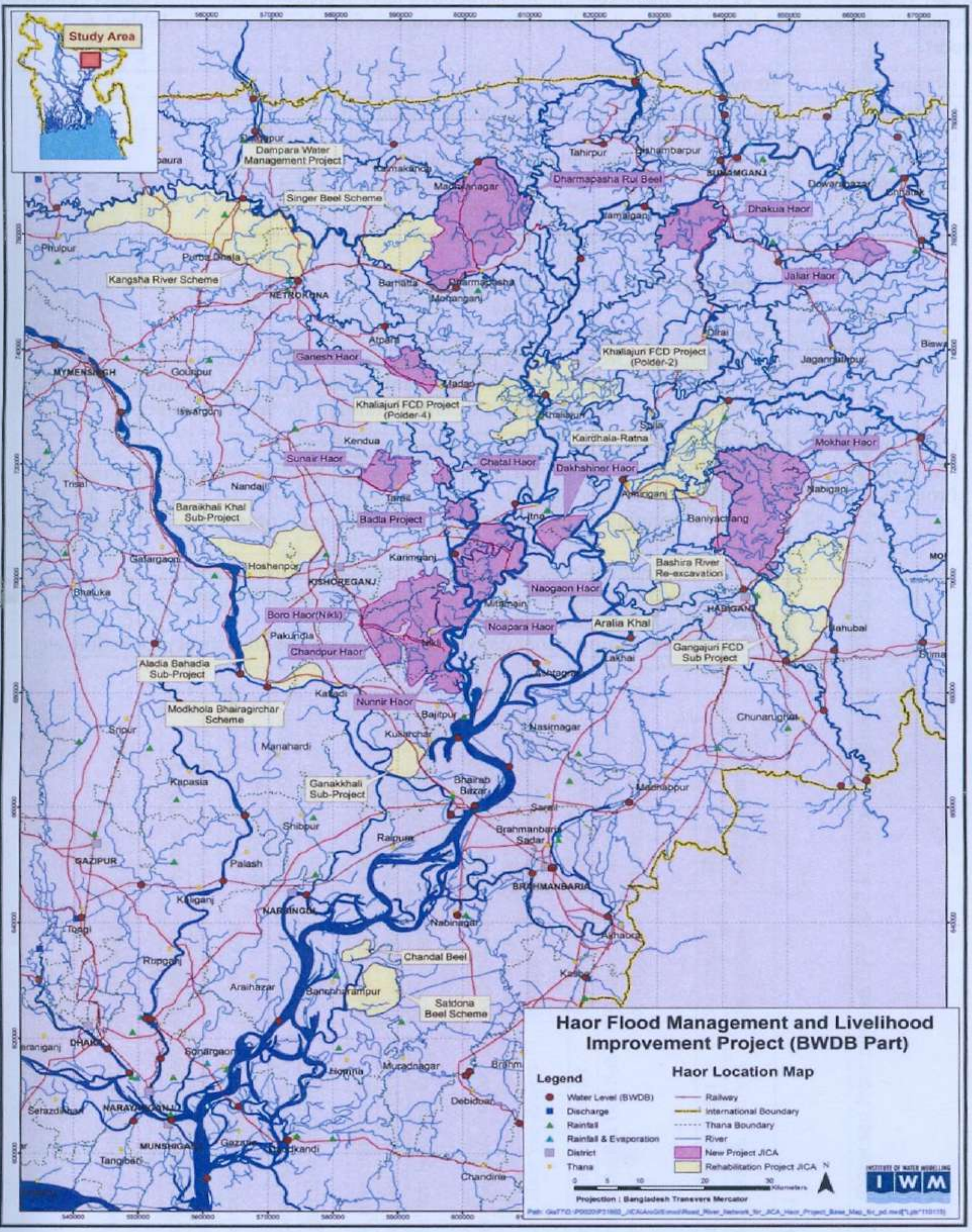

Source IWM May 2015

চিত্র-২

প্রকল্পটিতে নিম্ন বর্ণিত (ক) পুরাতন ১৫টি হাওর বন্যা ব্যবস্থা পুনর্বাসনের জন্য এবং (খ) নতুন ১৪টি হাওর বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হাওরগুলোর তথ্যাদি নিম্নে সারণি-১.২ এ প্রদান করা হলো।

সারণি-১.২: পুরাতন ও নতুন হাওরের তথ্যাদি

(ক) পুরাতন ১৫টি হাওর				
ক্রঃ নং	হাওরের নাম	আইডি নং	গ্রস এলাকা (হেঃ)	জেলা
১	২	৩	৪	৫
১	কৈয়েরডাল-রত্না	আর-৮	১১,৯০০.১৮	হবিগঞ্জ
২	বাসিরা নদী পুনঃখনন	আর-৯	৪৫২০.৯১	-ঐ-
৩	আরালিয়া খাল	আর-১০	১৫০০.৯২	-ঐ-
৪	গঙ্গাইজুরি এফসিডি উপপ্রকল্প	আর-১৩	২০৪৪১.০৩	-ঐ-
৫	ডামপাড়া পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	আর-১	১৫০০৪.১০	নেত্রকোনা
৬	কংস নদী স্কীম	আর-২	১১৩৩৭.৪১	-ঐ-
৭	সিঙ্গার বিল স্কীম	আর-৩	৭২০০.৩৬	-ঐ-
৮	খালিয়াজুরী এফসিডি প্রকল্প (পোল্ডার-২)	আর-১৪	৬৬১০.৬৩	-ঐ-
৯	খালিয়াজুরী এফসিডি প্রকল্প (পোল্ডার-৪)	আর-১৫	৭২০০.৮৪	-ঐ-
১০	বরইখালী খাল উপ-প্রকল্প	আর-৪	৮৬৬৭.৪৫	কিশোরগঞ্জ
১১	আলাদিয়া-বাহাদিয়া উপ-প্রকল্প	আর-৫	২৪৬৩.৯৮	-ঐ-
১২	মদখোলা বৈরাঙ্গিরচর স্কীম	আর-৬	২০৬০.২৫	-ঐ-
১৩	গনকখালী উপ-প্রকল্প	আর-৭	২৬৫২.০১	-ঐ-
১৪	চন্দনা বিল (হাওর)	আর-১১	১০১২.১৯	ব্রাম্মনবাড়িয়া
১৫	সাতডোনা বিল স্কীম	আর-১২	৫০৪৮.৫৫	-ঐ-
		মোট	১০৭,৬২০.৮১	

(খ) নতুন ১৪টি হাওর				
ক্রঃ নং	হাওরের নাম	আইডি নং	গ্রস এলাকা (হেঃ)	জেলা
১	২	৩	৪	৫
১	জালিয়ার হাওর	এন-৩	২৪৬৫.৫১	সুনামগঞ্জ
২	ধর্মপাশা রন্নই বিল (হওর)	এন-৪	২১৫৬৩.১৭	-ঐ-
৩	চাঁদপুর হাওর	এন-৫	২৩১০.৫২	-ঐ-
৪	ডাকুয়া হাওর	এন-১২	৪৪২৫.৩৭	-ঐ-
৫	মোখার হাওর	এন-১৩	৮০৬৩.৯৪	হবিগঞ্জ
৬	গনেশ হাওর	এন-১১	৩০৮৯.৬৫	নেত্রকোনা
৭	বড় হাওর (নিকলি)	এন-১	৯১৪৫.৮২	কিশোরগঞ্জ
৮	নাওগাঁও হাওর	এন-২	৯১০৪.২৭	-ঐ-
৯	সুনিয়ার হাওর	এন-৬	৩৮৯৪.৩৮	-ঐ-
১০	বাদলা প্রকল্প	এন-৭	১৫০৪.১৮	-ঐ-
১১	নুন্নির হাওর	এন-৮	৫৮১০.০১	-ঐ-
১২	ডাখসিনের হাওর	এন-৯	২৪৮২.৩৫	-ঐ-
১৩	চাতাল হাওর	এন-১০	৮১৬.৪৬	-ঐ-
১৪	নোয়াপড়া হাওর	এন-১৪	৩১৭৯.৭৯	-ঐ-
		মোট	৭৭,৮৫৫.৪২	

১.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য (বাপাউবো অংশের জন্য)**

ডিপিপি-তে প্রকল্পটির তিনটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

(ক) বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণ;
(খ) কৃষি প্রবর্ধনের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন;
(গ) ক্ষদ্র আয় বর্ধণের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন।

উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে নিম্নরূপ ভৌতকাজ বাস্তবায়ন:

(ক) বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনর্বাসন ও নির্মাণ ব্যবস্থাপনা;
(খ) কৃষি প্রবর্ধন কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

প্রসঙ্গক্রমে উলেস্নখ করা যাচেছ যে, প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য 'বন্যা ব্যবস্থাপনা'; শস্যের ফলন অথবা উৎপাদন বদ্ধির জন্য সেচ প্রদান করার কার্যক্রম এ প্রকল্পে অর্ন্তভুক্ত নেই।

১.৩ **প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন**

"হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বিডব্লিউডিবি অংশ)" শীর্ষক প্রকল্পটি অক্টোবর ২০১৪ সালে অনুমোদিত হয়েছিল। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৮ (আট) বছর।

প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মাসে অনুমোদিত হয়েছে; সংশোধিত ডিপিপি-তে বাস্তবায়ন মেয়াদ মূল ডিপিপিতে অনুমোদিত মেয়াদের অনুরূপ আট বছর রাখা হয়। এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি-১.৩ এ প্রদান করা হলো।

সারণি-১.৩: প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনের তথ্যাদি

ডিপিপি	অনুমোদন	বাস্তবায়নকাল
(ক) মূল	অক্টোবর ২০১৪	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২২
(খ) ১ম সংশোধিত	ফেব্রুয়ারি ২০১৮	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২২

১.৪ **প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা**

প্রকল্পের পরিকল্পিত প্রাক্কলিত মূল ও সংশোধিত আর্থিক যোগান ও অগ্রগতি তথ্য নিম্নে সারণি-১.৪ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি-১.৪: প্রকল্পের অর্থায়নের তথ্যাদি

ক্রঃ নংঃ	আর্থিক বছর	মূল পরিকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংশোধিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	২০১৪-১৫	৪১৪৭.৮৬	১৪৫৬.২৯	মূল পরিকল্পনার তুলনায় প্রকৃত ব্যয় ৩৫%।
২	২০১৫-১৬	১২১৫৬.৬২	২৬৮২.৯৩	মূল পরিকল্পনার তুলনায় প্রকৃত ব্যয় ২২%।
৩	২০১৬-১৭	৩২৪৮১.৬৭	৭৯১৩.৪৬	মূল পরিকল্পনার তুলনায় প্রকৃত ব্যয় ২৪%।
৪	২০১৭-১৮	২৩০৪৭.৪৯	২৪৮৫০.০০	
৫	২০১৮-১৯	১১৬৯৪.৮৫	৩১৫০০.০০	
৬	২০১৯-২০	৭০৫২.৯৪	১৮২০০.০০	
৭	২০২০-২১	৪৪৩১.৭৫	৮২৫০.০০	

৮	২০২১-২২	৪৩২৪.৫৪	৩০১২.৩২	
মোট		৯৯৩৩৭.৭২	৯৭৮৬৫.০০	-

১.৫ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজসমূহ

মূল ডিপিপি-টি প্রণয়ন করা হয়েছিল জাইকা (JICA) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ভিত্তিতে। কিন্তু পরে আইডব্লিওএম (IWM) কর্তৃক "Review Planning of New & Rehabilitation Haor" শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।

প্রকল্পের 'জাইকা' (JICA) কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক সমীক্ষা প্রতিবেদন পূর্ণাঙ্গ ছিল না। সেই সমীক্ষায় পরে একটি পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার সুপারিশ করা হয়েছিল। এর ধারাবাহিকতায় আইডব্লিওএম (IWM) সমীক্ষা পরিচালনা করে। সেপ্টেম্বর ২০১৭ সালে দ্বিতীয় সমীক্ষা সমাপ্ত হয়। সেই সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে প্রকল্পের পরিকল্পনায় ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়। আইডব্লিওএম (IWM)-এর সমীক্ষার ভিত্তিতে নিরূপিত ভৌত কাজগুলো সংশোধিত ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়। পরিবর্তিত পরিকল্পনা অনুসারে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি ২৭/০২/২০১৮ তারিখে একনেক (ECNEC) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

নিম্নের সারণি-১.৫ এ প্রকল্পটির ভৌত কাজের মূল ও সংশোধিত পরিমাণ/সংখ্যা এবং হ্রাস/বৃদ্ধি উল্লেখ করা হলো।

সারণি-১.৫: মোট ২৯টি হাওরের বাস্তব কাজের মূল এবং সংশোধিত পরিমাণ/সংখ্যার তুলনামূলক বিবরণী

ক্রঃ নংঃ	বাস্তব কাজের নাম	মূল পরিমাণ/ সংখ্যা	সংশোধিত পরিমাণ/সংখ্যা	হ্রাস-বৃদ্ধি (পরিমাণ/ সংখ্যা)	হ্রাস-বৃদ্ধি (% হার)
১	২	৩	৪	৫	৬
নতুন ১৪টি হাওর বন্যা ব্যবস্থাপনা এবং পুরাতন ১৫টি হাওর পুনর্বাসন = মোট ২৯টি হাওর বন্যা ব্যবস্থাপনা					
১	রেগুলেটর পুনর্বাসন/রেগুলেটরের গেইট মেরামত/প্রতিস্থাপন ও অন্যান্য মেরামত কাজ	৯৮টি	১১২টি	বৃদ্ধি ১৪টি	বৃদ্ধি ১৪%
২	কজওয়ে নির্মাণ	৫টি	৪০টি	বৃদ্ধি ৩৫টি	বৃদ্ধি ৭০০%
৩	রেগুলেটর নির্মাণ	৪২টি	৬০টি	বৃদ্ধি ১৮টি	বৃদ্ধি ৪৩%
৪	খাল/নদী পুনঃখনন	৩১৪.১৪ কিঃমিঃ	৪৩২ কিঃমিঃ	বৃদ্ধি ১১৭.৮৬ কিঃমিঃ	বৃদ্ধি ৩৮%
৫	পূর্ণ বন্যা বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ	১.৫৫ কিঃমিঃ	৮০.৬০ কিঃমিঃ	বৃদ্ধি ৭৯.০৫ কিঃমিঃ	বৃদ্ধি ৫১০০%
৬	ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ	৩৫০.৩৬ কিঃমিঃ	৩৯৭.০০ কিঃমিঃ	বৃদ্ধি ৪৬.৬৪ কিঃমিঃ	বৃদ্ধি ৩৩%
৭	ব্রীজ নির্মাণ	-	১টি	বৃদ্ধি ১টি	বৃদ্ধি ১০০%
৮	সেচ ইনলেট নির্মাণ	-	১৩১টি	বৃদ্ধি ১৩১টি	বৃদ্ধি ১০০%
৯	পাইপ স্লুইস/কালভার্ট নির্মাণ	-	৪৪টি	বৃদ্ধি ৪৪টি	বৃদ্ধি ১০০%
১০	WMG-এর অফিস ভবন নির্মাণ	-	৬০টি	বৃদ্ধি ৬০টি	বৃদ্ধি ১০০%

প্রকল্পের মূল এবং সংশোধিত কাজের উপরোক্ত তুলনামূলক বিবরণী হতে দেখা যায় যে, মূল পরিকল্পনার ৭ (সাত) দফা কাজের প্রত্যেকটির পরিমাণ সংশোধিত পরিকল্পনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়াও সংশোধিত পরিকল্পনায় চার দফা নতুন কাজ অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন হয়েছে। এ সব তথ্যাদি পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, প্রকল্পের প্রণয়ন ডিজাইন পর্যায়ে দুর্বলতা ছিল যাহা পরে সংশোধন করা হয়েছে।

১.৬ প্রকল্পের প্রধান প্রধান (বাস্তব) কাজের লক্ষ্যমাত্রা

প্রকল্পের প্রধান প্রধান (বাস্তব) কাজের লক্ষ্যমাত্রা নিম্নের সারণি-১.৬ এ উল্লেখ করা হলো।

সারণি-১.৬ঃ মোট ২৯টি হাওরের বাস্তব কাজের লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে)

ক্রঃ নংঃ	প্রধান প্রধান (বাস্তব) কাজের নাম	মূল ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ/সংখ্যা)	১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ/সংখ্যা)
১	২	৩	৪
১	রেগুলেটর পুনর্বাসন/রেগুলেটরের গেইট মেরামত/প্রতিস্থাপন ও অন্যান্য মেরামত কাজ	৯৮টি	১১২টি
২	কজওয়ে নির্মাণ	৫টি	৪০টি
৩	রেগুলেটর নির্মাণ	৪২টি	৬০টি
৪	খাল/নদী পুনঃখনন	৩১৪.১৪ কিঃমিঃ	৪৩২ কিঃমিঃ
৫	পূর্ণ বন্যা বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ	১.৫৫ কিঃমিঃ	৮০.৬০ কিঃমিঃ
৬	ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ	৩৫০.৩৬ কিঃমিঃ	৩৯৭.০০ কিঃমিঃ
৭	ব্রীজ নির্মাণ	-	১টি
৮	সেচ ইনলেট নির্মাণ	-	১৩১টি
৯	পাইপ স্লুইস/কালভার্ট নির্মাণ	-	৪৪টি
১০	WMG-এর অফিস ভবন নির্মাণ	-	৬০টি

১.৭ প্রকল্পের পণ্য ক্রয় পরিকল্পনার তথ্যাদি

প্রকল্পের পণ্য ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নে সারণি-১.৭ এ প্রদান করা হলো।

সারণি-১.৭ঃ প্রকল্পের পণ্য ক্রয় পরিকল্পনার তথ্যাদি

ক্রঃ নংঃ	প্যাকেজ নম্বর	পণ্যের নাম	সংখ্যা/ পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	দরপত্র আহবানের তারিখ	ক্রয় সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	জি-১	জীপ গাড়ি	৩	ডিপিএম*	০১/০৮/২০১৪	৩০/১২/২০১৫
২	জি-২	জীপ গাড়ি	৪	-ঐ-	০১/১০/২০১৪	৩১/১২/২০১৫
৩	জি-৩	মটর সাইকেল	৩৫	আরএফকিউ*	০১/০৮/২০১৪	৩০/১০/২০১৮
৪	জি-৪	স্পীড বোট	৬	ওটিএম*	০১/০৮/২০১৫	৩০/১০/২০১৮
৫	জি-৫	ফটোকপিয়ার (৭টি), ফেক্স মেশিন (৭টি) এবং সার্ভে মেশিন (১৭টি)	৩১	আরএফকিউ	০১/০৮/২০১৪	৩০/১০/২০১৮
৬	জি-৬	নেট ওয়ার্কিং মেশিন	৬	-ঐ-	০১/০৮/২০১৪	৩০/১০/২০১৮
৭	জি-৭	কমপিউটর, লেপটপ, এ-৩ কম্বো প্রিন্টার	৫০	-ঐ-	০১/০৮/২০১৪	৩০/১২/২০১৮
৮	জি-৮	আসবাবপত্র	থোক	-ঐ-	০১/০৮/২০১৪	৩০/১০/২০১৯
৯	জি-৯	জিপ গাড়ি (২টি); পিকআপ (১টি)	৩	ডিপিএম	০১/০১/২০১৮	৩০/১০/২০১৮
১০	জি-১০	ইঞ্জিনিয়ারিং লেবোরেটরীর যন্ত্রপাতি	থোক	আরএফকিউ	০১/০১/২০১৮	৩০/১০/২০১৮

দ্রষ্টব্যঃ ওটিএম (OTM) = ওপেন টেন্ডারিং মেথোড, ডিপিএম (DPM) = ডাইরেক্ট প্রকিউরমেন্ট মেথোড, আরএফকিউ (RFQ) = রিকোয়েষ্ট ফর কোটেশন মেথোড।

১.৮ প্রকল্পের কার্য ক্রয় পরিকল্পনার তথ্যাদি

প্রকল্পের কার্য ক্রয় পরিকল্পনার তথ্যাদি নিম্নে সারণি-১.৮ এ প্রদান করা হলো।

সারণি-১.৮: প্রকল্পের কার্য ক্রয় পরিকল্পনার তথ্যাদি

ক্রঃ নংঃ	প্যাকেজ নম্বর	কার্যের নাম	সংখ্যা/পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	দরপত্র আহবানের তারিখ	ক্রয় সমাপ্তির তারিখ
১	২	২	৩	৪		৫
অর্থ বছর ২০১৬-২০১৭ হতে ২০১৮-২০১৯						
১	পিডব্লিও-০১	বাঁধ পুনর্বাসন	৫ কিমি	ওটিএম*	০১/০৮/২০১৮	৩০/০৪/২০১৯
		গেইট প্রতিস্থাপন	১৩টি			
		খাল পুনঃখনন	২৫ কিমি			
২	পিডব্লিও-০২	বাঁধ পুনর্বাসন	০.৩১ কিমি	ওটিএম	০১/১০/২০১৬	৩০/০৪/২০১৮
		রেগুলেটর নির্মাণ	১টি			
		খাল পুনঃখনন	১৩.৩০ কিমি			
৩	পিডব্লিও-০৩	ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ	১০.৩৮ কিমি	ওটিএম	০১/১০/২০১৬	৩০/০৪/২০১৮
		রেগুলেটর নির্মাণ	১টি			
৪	পিডব্লিও-০৪	ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ	৬.৪৭ কিমি	ওটিএম	০১/১০/২০১৬	৩০/০৪/২০১৮
		রেগুলেটর নির্মাণ	৩টি			
৫	পিডব্লিও-০৫	ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ	১২.২১ কিমি	ওটিএম	০১/১০/২০১৬	৩০/০৪/২০১৮
		রেগুলেটর নির্মাণ	১টি			
৬	পিডব্লিও-০৬	খাল পুনঃখনন	২০ কিমি	ওটিএম	০১/১০/২০১৬	৩০/০৪/২০১৮
		রেগুলেটর নির্মাণ	১টি			
৭	পিডব্লিও-০৭	ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ	৩.৮৮ কিমি	ওটিএম	০১/১০/২০১৬	৩০/০৪/২০১৮
		খাল পুনঃখনন	৩২.৪১ কিমি			
৮	পিডব্লিও-০৮	নতুন কজওয়ে নির্মাণ	২টি	ওটিএম	০১/০৮/২০১৮	৩০/০৪/২০২০
৯	পিডব্লিও-০৯	নতুন রেগুলেটর নির্মাণ	৪টি	ওটিএম	১৮/০৯/২০১৭	৩০/০৪/২০১৯
১০	পিডব্লিও-১০	ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ	১১.৯৮ কিমি	ওটিএম	৩০/০৮/২০১৭	৩০/০৪/২০১৯
		রেগুলেটর নির্মাণ	২টি			
১১	পিডব্লিও-১১	ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ	১০.৮৬ কিমি	ওটিএম	৩০/০৮/২০১৭	৩০/০৪/২০১৯
		রেগুলেটর নির্মাণ	১টি			
১২	পিডব্লিও-১২	খাল পুনঃখনন	১০.৭৬ কিমি	ওটিএম	৩০/০৮/২০১৭	৩০/০৪/২০১৯
		রেগুলেটর নির্মাণ	২টি			
১৩	পিডব্লিও-১৩	ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ	১০ কিমি	ওটিএম	০১/১০/২০১৬	৩০/০৪/২০১৮
		রেগুলেটর নির্মাণ	২ট			
১৪	পিডব্লিও-১৪	ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ	১৬.৯ কিমি	ওটিএম	০১/১০/২০১৬	৩০/০৪/২০১৮
		রেগুলেটর নির্মাণ	১টি			
১৫	পিডব্লিও-১৫	ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ	৯ কিমি	ওটিএম	০১/১০/২০১৬	৩০/০৪/২০১৮
		রেগুলেটর নির্মাণ	১টি			
১৬	পিডব্লিও-১৬	ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ	১৪.১২ কিমি	ওটিএম	৩০/০৮/২০১৭	৩০/০৪/২০১৯
		রেগুলেটর নির্মাণ	১টি			
১৭	পিডব্লিও-১৭	ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ	১৪.১২ কিমি	ওটিএম	২৪/০৯/২০১৭	৩০/০৪/২০১৯
		রেগুলেটর নির্মাণ	২টি			
		বক্স ড্রেনেজ আউটলেট	৫টি			

ক্রঃ নংঃ	প্যাকেজ নম্বর	কার্যের নাম	সংখ্যা/পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	দরপত্র আহবানের তারিখ	ক্রয় সমাপ্তির তারিখ
		ইরিগেশন উনলেট	২৫টি			
১৮	পিডব্লিও-১৮	খাল পুনঃখনন	২৬.০৪ কিমি	ওটিএম	২৪/০৯/২০১৭	৩০/০৪/২০১৯
		কজওয়ে নির্মাণ	৪টি			
১৯	পিডব্লিও-১৯	নদী পুনঃখনন (ড্রেজার দ্বারা)	২২.৯৩ কিমি	ওটিএম	৩০/০৯/২০১৭	৩০/০৪/২০১৯
২০	পিডব্লিও-২০	কজওয়ে নির্মাণ	৪টি	ওটিএম	২৪/০৯/২০১৭	৩০/০৪/২০১৯
		ব্রীজ নির্মাণ	১টি			
		বক্স ড্রেনেজ আউটলেট	৪টি			
		ইরিগেশন উনলেট	৩৬টি			
২১	পিডব্লিও-২১	ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ	১০ কিমি	ওটিএম	০১/০৮/২০১৮	৩০/০৪/২০২০
		রেগুলেটর নির্মাণ	২টি			
		রেগুলেটর পুনর্বাসন	৫			
২২	পিডব্লিও-২২	বাঁধ নির্মাণ	১১ কিমি	ওটিএম	০১/০৮/২০১৮	৩০/০৪/২০২০
		খাল পুনঃখনন	১০ কিমি			
		কজওয়ে নির্মাণ	১টি			
		বক্স ড্রেনেজ আউটলেট	৩টি			
		ইরিগেশন ইনলেট	৬টি			
২৩	পিডব্লিও-২৩	বাঁধ নির্মাণ	৪.৫১ কিমি	ওটিএম	০১/০৮/২০১৮	৩০/০৪/২০২০
		খাল পুনঃখনন	২ কিমি			
		রেগুলেটর নির্মাণ	২টি			
		বক্স ড্রেনেজ আউটলেট	১টি			
		ইরিগেশন ইনলেট	৪টি			
২৪	পিডব্লিও-২৪	বাঁধ নির্মাণ	১৯.৮৪ কিমি	ওটিএম	০১/০৮/২০১৭	৩০/০৪/২০১৯
২৫	পিডব্লিও-২৫	রেগুলেটর নির্মাণ	১টি	ওটিএম	২০/০৯/২০১৭	৩০/০৪/২০১৯
		খাল পুনঃখনন	১১ কিমি			
		কজওয়ে নির্মাণ	৩টি			
		বক্স ড্রেনেজ আউটলেট	১টি			
		ইরিগেশন ইনলেট	১৫টি			
২৬	পিডব্লিও-২৬	বাঁধ নির্মাণ	০.৫৪ কিমি	ওটিএম	১০/১০/২০১৭	৩০/০৪/২০১৯
		খাল পুনঃখনন	২২.৭০ কিমি			
২৭	পিডব্লিও-২৭	রেগুলেটর নির্মাণ	৪টি	ওটিএম	১০/১০/২০১৮	৩০/০৪/২০২০
		কজওয়ে নির্মাণ	২টি			
২৮	পিডব্লিও-২৮	পানি ব্যবস্থাপনা দলের অফিস ভবন নির্মাণ	৬০টি	ওটিএম	০১/০৮/২০১৮	৩০/০৪/২০২০
২৯	পিডব্লিও-২৯	'পওর' কাজ	থোক	ওটিএম	১৫/১০/২০১৭	৩০/০৪/২০২০
অর্থ বছর ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০						
৩০	পিডব্লিও-০১	বাঁধ নির্মাণ	১৪.২০ কিমি	ওটিএম	১৫/১০/২০১৮	৩০/০৪/২০২০
		খাল পুনঃখনন	২১.৩৬ কিমি			
		রেগুলেটর পুনঃস্থাপন	১টি			
		কজওয়ে নির্মাণ	১টি			
৩১	পিডব্লিও-০২	বাঁধ পুনঃনির্মাণ	৩৬.৩৩ কিমি	ওটিএম	১৫/১০/২০১৭	৩০/০৪/২০১৯
		খাল পুনঃখনন	১৪ কিমি			
		রেগুলেটরের গেইট পুনঃস্থাপন	১৪টি			

ক্রঃ নংঃ	প্যাকেজ নম্বর	কার্যের নাম	সংখ্যা/পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	দরপত্র আহবানের তারিখ	ক্রয় সমাপ্তির তারিখ
		কজওয়ে নির্মাণ	২টি			
৩২	পিডব্লিও-০৩	বাঁধ পুনঃনির্মাণ	১৮.১০ কিমি	ওটিএম	১৫/১০/২০১৮	৩০/০৪/২০২০
		ডুবন্ত পুনঃনির্মাণ	১৬.৯০ কিমি			
		খাল পুনঃখনন	২.০০ কিমি			
		রেগুলেটরের গেইট পুনঃস্থাপন	১৭টি			
		কজওয়ে পুনঃস্থাপন	২টি			
৩৩	পিডব্লিও-০৪	ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ	২৩.৮২ কিমি	ওটিএম	২০/০৯/২০১৭	৩০/০৪/২০১৯
৩৪	পিডব্লিও-০৫	রেগুলেটর নির্মাণ	৭টি	ওটিএম	২০/০৯/২০১৭	৩০/০৪/২০১৯
৩৫	পিডব্লিও-০৬	কজওয়ে নির্মাণ	৪টি	ওটিএম	২০/০৯/২০১৭	৩০/০৪/২০১৯
		বক্স ড্রেনেজ আউটলেট	৯টি			
		ইরিগেশন ইনলেট	১৫টি			
৩৬	পিডব্লিও-০৭	খাল পুনঃখনন	২৪.৬২ কিমি	ওটিএম	২০/০৯/২০১৭	৩০/০৪/২০১৯
		নদী পুনঃখনন	১৫.৫৪ কিমি			
		রেগুলেটরের পুনঃস্থাপন	১টি			
৩৭	পিডব্লিও-০৮	'পওর' কাজ, হবিগঞ্জ পওর বিভাগ	থোক	ওটিএম	১৫/১০/২০১৭	৩০/০৪/২০২০
		অর্থ বছর ২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০				
৩৮	পিডব্লিও-০১	বাঁধ পুনঃনির্মাণ	৪৬.২১ কিমি	ওটিএম	২৪/০৯/২০১৭	৩০/০৪/২০১৯
৩৯	পিডব্লিও-০২	খাল পুনঃখনন	৫৪.৫৪ কিমি	ওটিএম	১০/১০/২০১৭	৩০/০৪/২০১৯
৪০	পিডব্লিও-০৩	বাঁধ পুনঃনির্মাণ	১৫ কিমি	ওটিএম	১০/১০/২০১৭	৩০/০৪/২০১৯
		ডুবন্ত পুনঃনির্মাণ	৩.৬০ কিমি			
		রেগুলেটরের গেইট পুনঃস্থাপন	৩২টি			
		রেগুলেটর পুনঃস্থাপন	১টি			
৪১	পিডব্লিও-০৪	ডুবন্ত বাঁধ পুনঃনির্মাণ	১৬ কিমি	ওটিএম	০১/০৮/২০১৭	৩০/০৪/২০১৯
		রেগুলেটরের গেইট পুনঃস্থাপন	২৪টি			
		খাল/নদী পুনঃখনন	২৬.১০ কিঃমিঃ			
৪২	পিডব্লিও-০৫	ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ	১.৮০ কিমি	ওটিএম	৩০/০৯/২০১৮	৩০/০৪/২০২০
		রেগুলেটর নির্মাণ	৪টি			
৪৩	পিডব্লিও-০৬	খাল পুনঃখনন	১২ কিমি	ওটিএম	৩০/০৯/২০১৮	৩০/০৪/২০২০
		বক্স ড্রেনেজ আউটলেট	২টি			
		ইরিগেশন ইনলেট	২টি			
		রেগুলেটর পুনর্বাসন	১			
৪৪	পিডব্লিও-০৭	নদী পুনঃখনন	২৪ কিমি	ওটিএম	০১/০৮/২০১৭	৩০/০৪/২০১৯
৪৫	পিডব্লিও-০৮	ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ	১.০ কিমি	ওটিএম	৩০/০৯/২০১৮	৩০/০৪/২০২০
		বক্স ড্রেনেজ আউটলেট	৫টি			
		ইরিগেশন ইনলেট	৩টি			
		রেগুলেটর নির্মাণ	২টি			
		অর্থ বছর ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০				
৪৬	পিডব্লিও-০১	ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ	২৩.১৭ কিমি	ওটিএম	০১/০৮/২০১৮	৩০/০৪/২০২০
		খাল পুনঃখনন	১৩.০ কিমি			

ক্রঃ নংঃ	প্যাকেজ নম্বর	কার্যের নাম	সংখ্যা/পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	দরপত্র আহবানের তারিখ	ক্রয় সমাপ্তির তারিখ
		বক্স ড্রেনেজ আউটলেট	৭টি			
		ইরিগেশন ইনলেট	৯টি			
৪৭	পিডব্লিও-০২	নদী পুনঃখনন	২১.৪৪ কিমি	ওটিএম	০১/০৮/২০১৮	৩০/০৪/২০২০
৪৮	পিডব্লিও-০৩	কজওয়ে নির্মাণ	৩টি	ওটিএম	০১/০৮/২০১৮	৩০/০৪/২০২০
		রেগুলেটর নির্মাণ	৬টি			
৪৯	পিডব্লিও-০৪	ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ	৪১.০৫ কিমি	ওটিএম	০১/০৮/২০১৮	৩০/০৪/২০২০
৫০	পিডব্লিও-০৫	কজওয়ে নির্মাণ	৬টি	ওটিএম	০১/০৮/২০১৮	৩০/০৪/২০২০
		রেগুলেটর নির্মাণ	২টি			
৫১	পিডব্লিও-০৬	খাল পুনঃখনন	৩০.৩৮ কিমি	ওটিএম	০১/০৮/২০১৮	৩০/০৪/২০২০
		বক্স ড্রেনেজ আউটলেট	১টি			
		ইরিগেশন ইনলেট	১২টি			
৫২	পিডব্লিও-০৭	ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ	৭.২২ কিমি	ওটিএম	০১/০৮/২০১৮	৩০/০৪/২০২০
		রেগুলেটর নির্মাণ	৩টি			
		রেগুলেটর পুনর্বাসন	১টি			
		বক্স নিস্কাশন আউটলেট নির্মাণ	৬টি			
৫৩	পিডব্লিও-০৮	খাল পুনঃখনন	৬.১০ কিমি	ওটিএম	২০/০৯/২০১৮	৩০/০৪/২০২০
		কজওয়ে নির্মাণ	৭টি			
		ইরিগেশন ইনলেট	৪টি			
৫৪	পিডব্লিও-০৯	রেগুলেটরের গেইট পুনঃস্থাপন	৪টি	ওটিএম	০১/০৮/২০১৮	৩০/০৪/২০১৯
মোট	৫৪টি প্যাকেজ	-	-	-	-	-

দ্রষ্টব্য: ওটিএম = ওপেন টেন্ডারিং মেথোড।

১.৯ প্রকল্পের সেবা ক্রয় পরিকল্পনার তথ্যাদি

প্রকল্পের সেবা ক্রয় পরিকল্পনার তথ্যাদি নিম্নে সারণি-১.৯ এ প্রদান কর হলো।

সারণি-১.৯: প্রকল্পের সেবা ক্রয় পরিকল্পনার তথ্যাদি

ক্রঃ নংঃ	প্যাকেজ নম্বর	সেবার নাম	সংখ্যা/ পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	দরপত্র আহবানের তারিখ	ক্রয় সমাপ্তির তারিখ
১	২	২	৩	৪		৫
১	এস-০১	Consulting Services for “Management, Design & Supervision and other related Services for Haor Flood Management & Livelihood Improvement Project (BWDB Part)”	১ আইটেম	কিউসিবিএস*	১৫/০৯/২০১৪	৩০/০৬/২০২২

দ্রষ্টব্য: আরএফকিউ* = রিকোয়েষ্ট ফর কোটেশন মেথোড।

১.১০ প্রকল্পের লগ ফ্রেম

প্রকল্পের লগ-ফ্রেইম ডিপিপি-তে সন্নিবেশন করা হয়েছে। লগ-ফ্রেম একটি ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ টুল (Tool) যা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপযোগী। লগ-ফ্রেইমে ইনপুট (Input), আউটপুট (Output), উদ্দেশ্য (Purpose) ও অভিষ্ট লক্ষ্যের (Goal) আন্তঃসংশ্লিষ্টতা বর্ণিত হয়েছে। প্রকল্পটির ইনপুট ৯৯৩৩৭.৭২ লক্ষ টাকা, ডিপিপি-তে এ পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা আছে।

প্রকল্পের লগ ফ্রেম-এর তথ্যাদি নিম্নে সারণি-১.১০ এ প্রদান কর হলো।

সারণি-১.১০: প্রকল্পের লগ ফ্রেম-এর তথ্যাদি

বর্ণনামূলক সারাংশ (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য পরীক্ষার সূচক (Objective Verifiable Indicator)	পরীক্ষার পদ্ধতি (Means of Verification)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)
১	২	৩	৪
গোল (Goal) -হাওর এলাকার বোরো ধান আগাম বন্যা হতে রক্ষাকরণ; -ডুবন্ত বাঁধ নষ্ট না করে নৌকা চলাচল সুবিধা প্রদান; -পরিবেশ উন্নয়ন; -বৃহৎ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ত্বরান্বিত করা।	-হাওর এলাকায় আগাম বন্যা হ্রাস করে বর্ধিত হাওরসমূহের ব্যবস্থাপনা; -প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করা; -বাণিজ্যিক কর্মকান্ড বৃদ্ধিকরণ।	-জাতীয় পরিকল্পনার মূল্যায়ন প্রতিবেদন; -জাতীয় পরিবেশ প্রতিবেদন; -আঞ্চলিক/জাতীয় বাণিজ্য প্রতিবেদনসমূহ।	
পারপাস (Purpose) -বোরো ধান রক্ষা করা; -খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন; -প্রান্তিক গোষ্ঠির উন্নয়ন ও টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন; -নৌ-চলাচল উন্নয়ন; -জীবনমানের উন্নয়ন;	-সরকারী এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও মানবিক দুর্যোগ নিরসন; -আর্থিক (এফআইআরআর) =৩০.১৫% -ইআইআরআর (EIRR) ৩৪.১৫%	-বাপাউবো-এর নির্বাহী প্রকৌশলীর প্রতিবেদন ও প্রকল্প পরিচালকের প্রতিবেদন। -প্রভাব মূল্যায়ন ও মান নিয়ন্ত্রণ।	-সরকারের হাওর ব্যবস্থাপনা নীতি (Policy); -জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা।
আউটপুটস্ (Outputs) -নতুন বাঁধ নির্মাণ; -ডুবন্ত ও পূর্ণ বাঁধ পুনর্বাসন (৮৭.০৩ + ৮৪.৩১ কিঃমিঃ); -রেগুলেটর/কজওয়ে ও রেগুলেটরের গেইট পুনর্বাসন (৭+১০৪টি); -নতুন রেগুলেটর/কজওয়ে/ব্রিজ/পাইপ/বক্স/স্লুইস/ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ (৫৭+৩৫+১+৪৪টি); -অভ্যন্তরীণ খাল/নদী পুনঃখনন (৭৫.৪০ কিঃমিঃ); -অন্তরীণ খাল পুনঃখনন	-জুন ২০২২ এর মধ্যে ১০০% অগ্রগতি; -২৬৩.২৪ কিঃমিঃ বাঁধ; -১৭১.৩৪ কিঃমিঃ পূর্ণ বাঁধ; -১১১টি রেগুলেটর গেইট; -১৩৭টি নতুন রেগুলেটর; -১৪৩.০০ কিঃমিঃ অভ্যন্তরীণ খাল; -৩১৮.২০ কিঃমিঃ অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন	-বাপাউবো-এর পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন -স্ব স্ব পওর বিভাগের প্রতিবেদন।	-জাইকার ইপ্সিত ঋণ, এবং যথাসময়ে অর্থের যোগান; -ডিজাইন অনুমোদন।

বর্ণনামূলক সারাংশ (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য পরীক্ষার সূচক (Objective Verifiable Indicator)	পরীক্ষার পদ্ধতি (Means of Verification)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)
১	২	৩	৪
(নতুন), ২৬৬ কিঃমিঃ। -ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণ (নতুন হাওর) -রেগুলেটর পুনর্বাসন (নতুন হাওর) -WMG অফিস নির্মাণ	(নতুন)। ১৩১টি ৮ টি ৬০ টি		
ইনপুটস্ (Inputs) -বাঁধের জন্য মাটির কাজ; -খাল/নদী পুনঃখননের জন্য মাটির কাজ; -৮৯টি রেগুলেটর/কজওয়ে/ব্রিজের জন্য নির্মাণ সামগ্রী; -দক্ষ জনবল; -প্রাক-নির্মাণ কার্যক্রম।	মোট ব্যয়: ৯৭,৮৬৫.০০ লক্ষ টাকা। -বাঁধ-এর জন্য মাটি ৪৭.০৫ লক্ষ ঘনমিটার; -খাল পুনঃখননের মাটি ৯৬.৫৪ লক্ষ ঘনমিটার।	-প্রকল্পের ডিপিপি; -বাস্তব পরিদর্শন; -উপবিভাগীয় প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীর প্রতিবেদন; -কাজের পরিমাপ বই।	-প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদন; -দক্ষ জনবল প্রাপ্তি; -বিদ্যমান নিয়ম-নীতি।

প্রকল্পের ডিপিপি-তে প্রদত্ত লগ্-ফ্রেইমের ব্যাপারে পর্যালোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদান করা হয়েছে।

১.১১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের তথ্যাদি

প্রকল্পের লগ ফ্রেম-এর তথ্যাদি নিম্নে সারণি-১.১১ এ প্রদান কর হলো।

সারণি-১.১১: প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়-এর তথ্যাদি

(লক্ষ টাকায়)

উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)		পার্থক্য	
	মূল ডিপিপি	১ম সংশোধিত ডিপিপি	লক্ষ টাকা	%
জিওবি	৩৯,৮৯১.৬২	৩৮,৪১৮.৯০	১,৪৭২.৭২	৩.৭০% হ্রাস
পিএ	৫৯,৪৪৬.১০	৫৯,৪৪৬.১০	০	০
মোট	৯৯,৩৩৭.৭২	৯৭,৮৬৫.০০	১,৪৭২.৭২	১.৪০% হ্রাস

তথ্যসূত্রঃ ডিপিপি ও আরডিপিপি (জানুয়ারি, ২০১৮)

উল্লেখ্য যে, প্রকল্প সাহায্য ৫৯,৪৪৬.১০ লক্ষ টাকা JICA ঋণ প্রদান করেছে। এ ব্যাপারে জাইকা ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে একটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির ব্যাপারে জাইকা এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে কোন সমস্যা নেই। ঋণের “Trade of Investment” বার্ষিক ০.০১%। দশ বছর গ্রেইস পিরিয়ডসহ ৪০ বছর মেয়াদে ঋণ পরিশোধনীয়।

১.১২ প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের কারণ

প্রকল্পটি শুরু হয়েছে জুলাই ২০১৪ সালে এবং সমাপ্ত হবে জুন ২০২২ সালে। সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদ মূল ডিপিপি-এর অনুরূপ অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্প ব্যয় ১,৪৭২.৭২ লক্ষ টাকা (১.৪৮%) হ্রাস করা হয়েছে। সুতরাং সংশোধিত ডিপিপিতে মূল ডিপিপির তুলনায় ব্যয় অথবা বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি পায়নি।

প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের বেশ কয়েকটি কারণ ছিল। সংশোধিত ডিপিপি হতে প্রতীয়মান হয় যে, মূল ডিপিপি-এর ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছিল ২০১২-১৩ সালের একক দর (Rate) অনুসরণ করে। কিন্তু ২০১৭-১৮ সালে পূর্বের তুলনায় নির্মাণ কাজের একক দর বৃদ্ধি পাওয়ায় ডিপিপি ২০১৬-১৭ সালের সিডিউল অনুসরণ করে সংশোধন করার প্রয়োজন হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, মূল ডিপিপি উন্নয়ন সহযোগী JICA এর সম্পাদন করা সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রণয়ন এবং অনুমোদন করা হয়েছিল। কথিত সমীক্ষায় "প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন প্রকল্পের Hydraulic Studies, Topography and Hydrological Informations" হালনাগাদ করতে হবে মর্মে সুপারিশ করা হয়েছিল। এর ধারাবাহিকতায় প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২০১৭ সালে বিস্তারিত সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়। প্রকল্পটির প্রথম সমীক্ষা প্রতিবেদন পরিপূর্ণ ছিল না। মূল ডিপিপি ছিল অসম্পূর্ণ। ফলে, পরবর্তী বিস্তারিত সমীক্ষায় ভৌত কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ধিত কাজগুলো বাস্তবায়ন করার প্রয়োজনে ডিপিপি সংশোধন করা অপরিহার্য ছিল।

ডিপিপি সংশোধন করার অন্য একটি প্রধান কারণ ছিল-ভৌত কাজের জন্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি। মূল ডিপিপি-তে জমি অধিগ্রহণের পরিমাণ ছিল ৪০৮ হেক্টর, কিন্তু সংশোধিত ডিপিপি-তে ৪৭০ হেক্টর জমির সংস্থান করা হয়েছে। এ খাতে মূল ডিপিপি-তে জমির মূল্য ধরা ছিল ১০.০৩ লক্ষ টাকা/বিঘা, সংশোধিত ডিপিপি-তে তা হ্রাস করে ৬.৮৯ লক্ষ টাকা/বিঘা করা হয়েছে।

মূল ডিপিপি-তে স্থানীয় প্রশিক্ষণ খাতে ২১.৯২ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছিল, কিন্তু সংশোধিত ডিপিপি-তে এখাতে ৪২.৫৩ কোটি টাকার সংস্থান করা হয়েছে।

এছাড়াও প্রকল্পের নির্মাণকালীন সময়ে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ কোন অর্থের সংস্থান মূল ডিপিপি-তে ছিল না। সংশোধিত ডিপিপি-তে এ বাবদ ২.০০ কোটি টাকার সংস্থান করা হয়েছে।

প্রকল্পটির মূল ডিপিপি-তে ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের জন্য অফিস ভবন নির্মাণের সংস্থান ছিল না। সংশোধিত ডিপিপি-তে ৬০টি অফিস ভবন নির্মাণ করার সংস্থান করা হয়।

প্রকল্পের মূল ডিপিপি-তে শ্রমিক দ্বারা নদী/খাল পুনঃখননের সংস্থান রাখা হয়েছিল। তাতে ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছিল ২০১২-১৩ সালের সিডিউল দর অনুসারে (১৪৩.২১ টাকা/ঘন মিটার)। কিন্তু সংশোধিত ডিপিপি-তে এক্সকাভেটর ও ড্রেজিং মেশিন দ্বারা নদী/খাল পুনঃখননের সংস্থান করা হয়েছে (১২৭.০০ টাকা/ঘন মিটার)|

ডিপিপি সংশোধনের ভৌত কাজের ওপর অভিঘাত

ডিপিপি সংশোধনের কারণে প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি বাধাগ্রস্থ হয়েছিল কিনা সে ব্যাপারে বাস্তবতা হলো অগ্রগতি বাধাগ্রস্থ হয়েছিল। মুল পরিকল্পনায় ডিপিপিতে প্রথম তিন বছরে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল ভৌত কাজের পরিমাণ চুড়ান্তভাবে নিরূপিত না থাকায় পরিকল্পনার তুলনায় অর্থ ব্যয় হয়েছে অনেক কম। এ কারণে প্রথম সংশোধিত ডিপিপি-তে ৪র্থ হতে ৭ম অর্থ বছরে বরাদ্দ অনেক বেশী বৃদ্ধি করতে হয়েছে (অনুচ্ছেদ ১.৪ দেখা যেতে পারে) এর ফলে প্রকল্পের প্রথম তিন বছরের মুল ক্রয় পরিকল্পনার অনেকটুকু বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১.১৩ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের লক্ষ্যমাত্রা ফেব্রুয়ারী ২০২০ পর্যন্ত পুঞ্জিভুত অগ্রগতি নিয়ে সারণি-১.১২ এ উলেস্নখ করা হলো।

সারণি-১.১২: প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের লক্ষ্যমাত্রা ও ফেব্রুয়ারী ২০২০ পর্যন্ত পুঞ্জিভুত অগ্রগতি

ক্রঃ নংঃ	প্রধান প্রধান কাজের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি		মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	পূর্ণ সমাপ্ত	আংশিক সমাপ্ত	
			(৪)	(৫)	(৬)
নতুন হাওর = ১৪টি					উল্লেখ্য যে, মে ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের অর্জিত সার্বিক অগ্রগতি
১	ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ	২৬৩.২৪ কিমি	১৩০ কিমি	৮০ কিমি	
২	খাল/নদী পুনঃখনন	৩১৮.২০ কিমি	১৬০ কিমি	১০০ কিমি	
৩	রেগুলেটর/কজওয়ে/নিস্কাশন	১৩৭টি	৩৫টি	৪৫টি	

	স্লুইস নির্মাণ				৬৪.৮০%; বাস্তব কাজের অগ্রগতি ৪৭.৫০%।
৪	সেচ ইনলেট নির্মাণ	১৩১টি	৬০টি	৪৫টি	
৫	রেগুলেটর পুনর্বাসন	৮টি	৩টি	২টি	
পুরাতন হাওর পুনর্বাসন = ১৫টি					
১	ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ	৮৭.০৩ কিমি	৪০ কিমি	১৫ কিমি	
২	পূর্ণ বাঁধ নির্মাণ	৮৪.৩১ কিমি	৪০ কিমি	২৫ কিমি	
৩	খাল/নদী পুনঃখনন	১৪৩.০০ কিমি	৫০ কিমি	৩০ কিমি	
৪	রেগুলেটর/কজওয়ে পুনঃস্থাপন	৭টি	২টি	৩টি	
৫	রেগুলেটরের গেইট প্রতিস্থাপন	১০৪টি	৪৩টি	-	
৬	পানি ব্যবস্থাপনা দলের অফিস ভবন নির্মাণ	৬০টি	৩টি	৩টি	

১.১৪ প্রকল্পের ডিপিপি দ্বিতীয়বার সংশোধনের প্রস্তাব

প্রকল্পটির আওতাধীন হাওরগুলোর মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার জালিয়ার হাওরটি বাপাউবো-এর "হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের" আওতায় (জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৯) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। চলমান প্রকল্পের সাথে দ্বৈততার কারণে এ হাওরটি বর্তমান প্রকল্প হতে বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে।

হবিগঞ্জ জেলার হবিগঞ্জ সদর উপজেলার গুঙ্গিয়াজুড়ি হাওরে LGED ও BADC কর্তৃক বিভিন্ন অবকাঠামো বাস্তবায়ন করার কারণে এই হাওরের পুনর্বাসন কাজ বর্তমান প্রকল্প হতে বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে।

কিশোরগঞ্জ জেলার বড় হাওরে একটি ১৪-ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ কারিগরি বিবেচনায় অপ্রয়োজনীয় বিধায় বাদ দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান প্রকল্পের আওতায় নির্মিত/নির্মাণাধীন ৫টি হাওরে বর্ষার পানির ঢেউয়ের আঘাতে বাঁধের স্লোপ/ক্রেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বাঁধ টেকসই করার জন্য বাঁধের স্লোপ/ক্রেষ্ট সিসি বস্নক দ্বারা সংরক্ষণ করার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে।
হাওরে বোরো ধান মাড়াই ও শুকানোর জন্য বড় আকারের Threshing & Drying Floor নির্মাণের আবশ্যকতা রয়েছে।
উপরোক্ত বিষয়গুলো গত ২১/০৮/২০১৯ তারিখে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভায় আলোচনা করে ডিপিপি দ্বিতীয়বার সংশোধন করার অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা আছে। দ্বিতীয় সংশোধিত ডিপিপি ব্যয় ধরা হয়েছে ৳ ১০০৭.৮০ কোটি টাকা যা ১ম সংশোধিত ডিপিপি ব্যয়ের তুলনায় ২.৯৮% বেশী।

উন্নয়ন প্রকল্পের দ্বৈততা পরিহার করা প্রয়োজন। প্রকল্প টেকসই করার জন্য ঢেউয়ের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ বস্নক দ্বারা সংরক্ষণ করা আবশ্যক। বোরো ধান মাড়াই ও শুকানোর জন্য হাওরে বড় আকারের Threshing & Drying Floor নির্মাণের আবশ্যকতা রয়েছে। এ সব কারণে ডিপিপি ২য়বার সংশোধন করার যৌক্তিকতা রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা

২.১ ভূমিকা

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালের সাড়ে পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়েছে। প্রকল্পটি যাতে যথাসময়ে সম্পন্ন হয় সেজন্য এই নিবিড় পরিবীক্ষণের গুরুত্ব রয়েছে। বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় রেখে পরামর্শকের সুষ্ঠু দায়িত্ব পালন, কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন ও পরামর্শ প্রদানের গুরুত্ব অপরিসীম।

২.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমেপরামর্শকের দায়িত্ব(TOR)

ক) প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল, ডিপিপি অনুযায়ী বছর-ভিত্তিক বরাদ্দ, বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয়সহ প্রাসঙ্গিক সকল তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

খ) প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির বাস্তব ও আর্থিক তথ্য সংগ্রহ, সারণি/রেখাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ;

গ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের পথে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং ফলপ্রসূ করার জন্য গৃহীত কার্যাবলি প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান;

ঘ) প্রকেল্পর আওতায় সম্পা দিত বিভিন্ন পণ্য , কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

ঙ) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

চ) প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যাবলি যেমন: অর্থায়ন এবং পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ (বাস্তবায়নে অস্বাভাবিক বিলম্ব) ও ব্যয় বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

ছ) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ এবং বিশেষ সফলতা (Success Stories, যদি থাকে) বিষয়ে আলোকপাত;

জ) উল্লিখিত প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা;

ঝ) প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ এবং দুর্বলতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান;

ঞ) প্রকেল্পর সম্ভাব্য Exit Plan সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান;

ট) এ প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের জন্য প্রণীত ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ভৌত কাজের গুণগত মান ও পরিমাণ ঠিক আছে কি না তাহা যাচাইকরণ;

ঠ) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত স্টাডি পর্যালোচনা;

ড) পর্যবেক্ষণের আলোকে সুপারিশ প্রণয়ন এব

ঢ) ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক নির্ধারিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি।

২.৩ এলাকা নির্বাচন

তিনটি বিভাগের ৬টি জেলার ৩২টি উপজেলায় প্রকল্পটি অবস্থিত। প্রকল্পের বিভিন্ন ব্যাপারে উপকারভোগী জনগণের মতামত জরিপের জন্য নমুনা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে প্রতিটি উপজেলার নমুনা নির্ধারণ করা হয়েছে যা সারণি-২.১ এ উলেস্নখ করা হলো।

সারণি-২.১: জপিরে অংশগ্রহণকারী প্রকল্পের উপকারভোগীগণের এলাকা নির্বাচন

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১	ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	হোসেনপুর
			কিশোরগঞ্জ সদর
			কটিয়াদি
			পাকুন্দিয়া
			কুলিয়ারচর
			করিমগঞ্জ
			নিকলি
			ইটনা
			মিঠামইন
			তারাইল
			বাজিতপুর
			অষ্টগ্রাম
	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	নান্দাইল
		নেত্রকোনা	পূর্বধলা
			নেত্রকোনা সদর
			বারহাট্টা
			কালিয়াজুরি
			কলমাকান্দা
			মোহনগঞ্জ
			মদন
			কেন্দুয়া
			আটপারা
২	সিলেট	সুনামগঞ্জ	ছাতক
			ধর্মপাশা
			দক্ষিণ সুনামগঞ্ঞ্জ
			জামালগঞ্জ
			সুনামগঞ্জ সদর
		হবিগঞ্জ	আজমিরিগঞ্জ
			বানিয়াচং
			বাহুবল
			হবিগঞ্জ সদর
৩	চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বাঞ্ছারামপুর।

২.৪ জরিপে অংশগ্রহণকারীগণের নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ

২.৪.১ জরিপে অংশগ্রহণকারীগণের নমুনা পদ্ধতি

(ক) এফজিডি

প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে সুফলভোগীগণ কতটুকু উপকৃত হয়েছেন এবং প্রকল্পের কাজগুলো সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা ও মতামত নিরূপণ করার জন্য FGD প্রয়োজন হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন জেলাগুলোর প্রত্যেকটিতে ২ (দুইটি) করে মোট ১২ (বারটি) এফজিডি করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি এফজিডি-তে প্রায় ১০ জন করে উপকারভোগী ছিলেন। প্রত্যেক এফজিডি-তে প্রকল্প এলাকার গ্রামের বিভিন্ন স্তরের লোকজন-তথা কৃষক, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সমাজের গণ্যমান্য লোকজন, শিক্ষক, ছাত্র, সাংবাদিক, সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন। এদের নিকট থেকে এফজিডি গাইডলাইনস-এর মাধ্যমে

প্রকল্পের কর্মকান্ড এবং এর গুণগতমান সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি এফজিডি প্রকল্প এলাকার এমন স্থানে আয়োজন করা হয়েছে যাতে সকল ধরনের অংশগ্রহণকারী সেস্থানে সহজে আসতে পারেন এবং অবাধে মতামত প্রদান করতে পারেন।

FGD হতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ তুলে ধরে তা সমীক্ষা প্রতিবেদনে আলোচনা করা হয়েছে।

(খ) মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (KII) -এর নমুনা

প্রকল্পের কার্যকারিতা, প্রকল্পের অবস্থা, সমস্যা, অন্তরায়, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ইত্যাদি জানার উদ্দেশ্য প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত মুখ্য ব্যক্তিবর্গ তথা প্রকল্প পরিচালক, বাপাউবো প্রকৌশলী, কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাগণ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত বিভিন্ন পর্যায়ের পূর্ণ বা আংশিক দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তা ও উপজেলা/ সাইট বাপাউবোর প্রকল্প কর্মকর্তা/স্টাফদের সঙ্গে মোট ২০টি নিবিড় আলাপচারিতা বা KII (Key Informant Interview) করা হয়েছে এবং তথ্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

নিম্নের সারণি-২.২ এ নমুনা পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো।

সারণি-২.২: জরিপের নমুনা পদ্ধতি

কার্যক্রম	অংশগ্রহণকারী/উত্তরদাতা	উত্তরদাতার সংখ্যা	উত্তরদাতার ধরন
ক) সংখ্যাগত সমীক্ষা (প্রশ্নাবলি ব্যবহার করে সরাসরি সাক্ষাৎকার)			
ক-১. প্রোগ্রাম গ্রুপ	প্রকল্প উপকারভোগী উত্তরদাতা	১৫০০	প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী সকল ধরনের উপকারভোগী জনগণ যারা প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উপকার পাচ্ছে।
মোট		**১৫০০**	
খ) গুণগত সমীক্ষা			
খ-১. এফজিডি	প্রকল্প এলাকার গ্রামের বিভিন্ন স্তরের লোকজন- তথা কৃষক, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সমাজের গণ্যমান্য লোকজন, শিক্ষক, ছাত্র, সাংবাদিক, সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি	১২টি	প্রকল্প এলাকার গ্রামের বিভিন্ন স্তরের লোকজন- তথা কৃষক, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সমাজের গণ্যমান্য লোকজন, শিক্ষক, ছাত্র, সাংবাদিক, সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি
মোট		**(১২ + ১০) = ১২০**	
খ-২. মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (কেআইআই)	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এবং বাপাউবো কমকর্তা	১০	প্রকল্প পরিচালক, ডিপিডি, প্রকৌশলী, পরামর্শদাতা এবং বাপাউবো প্রধান কার্যালয় ও জেলা পর্যায়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কমকর্তা
	প্রকল্পের সাইটে সাইট বাপাউবোর প্রকল্প কর্মকর্তা/স্টাফদের	০৬	কর্মকর্তাগণ যারা প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট
	আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	০৪	কর্মকর্তাগণ যারা প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট
মোট কেআইআই		**২০**	
খ-৩: কেস স্টাডি (সাফল্য ও ব্যর্থতা)	উপকারভোগী সংশ্লিষ্টরা	০৬	৬টি জেলায় একটি করে মোট ৬ টি কেস স্টডি করা হবে। পুরুষ ও মহিলা উপকারভোগীদের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রকল্পের সার্বিক দিকসমূহের চিত্র তুলে আনা হয়েছে।
সমীক্ষার মোট নমুনা		১৬৪৬	

২.৪.২ জরিপে অংশগ্রহণকারীগণের নমুনা আকার নির্ধারণ

যে কোন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম কতটুকু সফলভাবে চলছে বা শেষ হয়েছে এবং উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কতটুকু সফল হয়েছে তা নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে নিরূপণের কৌশল হচ্ছে বাস্তব পরিদর্শন ও সুবিধাভোগীদের প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে তাঁদের মতামত গ্রহণ। এই প্রকল্পটি মোট ৬টি জেলার ৩২টি উপজেলায় অবস্থিত। প্রকল্প এলাকায় মোট ২৫৯টি WMG গঠিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ১৭২টি ইতোমধ্যে (নভেম্বর ২০১৯) নিবন্ধন করা হয়েছে। ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এর মাধ্যমে WMG সদস্যগণের/উপকারভোগীগণের নিকট হতে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে। বিভিন্ন জেলায়/উপজেলায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়েছে।

প্রকল্প এলাকার জনসংখ্যার তথ্য, আদর্শ ও বিচ্যুতি সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি পরামর্শকগণের নিকট রয়েছে। প্রয়োজনীয় নমুনা সংখ্যা নির্ধারণের জন্য বহুলভাবে ব্যবহৃত ড্যানিয়েল (১৯৯৯) কর্তৃক প্রস্তাবিত Finite Population Correction (FPC) Formula-এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। নমুনার আকার গণনার জন্য ফরমুলা নিম্নরূপ ব্যবহার করা হয়েছে:

$$n = \frac{Z^2 \times pq}{e^2} \times D\ eff$$

এখানে,

n = নমুনার আকার (একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যার আলোকে নমুনা সংখ্যা)।
p = দ্বৈত ঘটনার সম্ভাবনা; ধরা হউক প্রকল্প এলাকার ৪০% জনগণ ইতোমধ্যে উপকৃত হয়েছেন, যার মান ০.৪০।
q = ১ - p অর্থাৎ ১ - ০.৪০ = ০.৬০।
Z = প্রমিত নরমাল ভেরিয়েট, যার মান ৫% সিগনিফিকেন্ট লেভেল ও ৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেলে ১.৯৬
e = ভুলের সীমারেখা, যার মান এই নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় ৪% ধরা হয়েছে; অর্থাৎ *e* = ০.০৪।
D eff *= ডিজাইন ইফেক্ট = ২.৫*

অতএব, নমুনার পরিমাণ,

$$n = \frac{Z^2 \times pq}{e^2} \times D\ eff$$

$$n = \frac{1.96^2 \times 0.40 \times 0.60}{0.04^2} \times 2.5$$

= ১৪৪১।

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য নমুনার পরিমাণ ১,৫০০ ধরা হয়েছে|

ডিজাইন ইফেক্ট প্রচলিত নিয়মে ১ হতে ৩ এর মধ্যে সীমিত রাখা হয়। আলোচ্য নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য ডিজাইন ইফেক্ট ২.৫ ধরা হয়েছে।

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার প্রস্তাবনায় নমুনার পরিমাণ ১,৫০০ জন উল্লেখ করা হয়েছিল। অতএব, সমীক্ষার জন্য নমুনার পরিমাণ ১,৫০০ ধরা হলো। নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহের জন্য ৩২টি উপজেলা হতে Systematic Random Sampling এর মাধ্যমে উপকারভোগীদের নির্বাচন করা হয়েছে। প্রকল্পটি ৬টি জেলার মোট ৩২টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে এবং উপকারভোগীগণ একই শ্রেণিভুক্ত বিধায় উপরি-উক্ত নির্ধারিত নমুনা সংখ্যা প্রকল্প এলাকার মোট উপকারভোগী জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্বশীল।

২.৪.৩ জরিপে অংশগ্রহণকারীগণের এলাকাওয়ারী নমুনা সংখ্যা

এলাকা-ওয়ারী জরিপে অংশগ্রহণকারীগণের নমুনার পরিমাণ সারণি-২.৩ এ প্রদান করা হলো।

সারণি-২.৩: এলাকা-ওয়ারী জরিপে অংশগ্রহণকারীগণের নমুনার পরিমাণ

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সাক্ষাৎকার প্রদানকারী এর সংখ্যা (সুবিধাভোগী/সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১	ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	হোসেনপুর	৪০
			কিশোরগঞ্জ সদর	৮০
			কটিয়াদি	৬০
			পাকুন্দিয়া	৫০
			কুলিয়ারচর	৩৫
			করিমগঞ্জ	৬০
			নিকলি	২৫
			ইটনা	৩০
			মিঠামইন	২৫
			তারাইল	৩৫
			বাজিতপুর	৫০
			অষ্টগ্রাম	৩০
	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	নান্দাইল	৮০
		নেত্রকোনা	পূর্বধলা	৬০
			নেত্রকোনা সদর	৭৫
			বারহাট্টা	৩৫
			কালিয়াজুরি	২০
			কলমাকান্দা	৫৫
			মোহনগঞ্জ	৩৫
			মদন	৩০
			কেন্দুয়া	৬০
			আটপারা	৩০
২	সিলেট	সুনামগঞ্জ	ছাতক	৮০
			ধর্মপাশা	৪৫
			দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	৩৫
			জামালগঞ্জ	৩৫
			সুনামগঞ্জ সদর	৫৫
		হবিগঞ্জ	আজমিরিগঞ্জ	২৫
			বানিয়াচং	৬৫
			বাহুবল	৪০
			হবিগঞ্জ সদর	৬০
৩	চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বাঞ্ছারামপুর।	৬০
মোট নমুনার সংখ্যা				**১৫০০**

২.৫ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

২.৫.১ জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহের কৌশল করণীয় (পদক্ষেপ ও কর্মকান্ড) পাঁচটি ধাপে সম্পন্ন করা হয়েছে যা সংড়্গিপ্তভাবে নিম্নে উলেস্নখ করা হলো।

ধাপ	পদ্ধতিগত কৌশল ও তথ্য/উপাত্ত আহরণ উপকরণ/যন্ত্র (Strategy and Data Instrument)	করণীয় (পদক্ষেপ ও কর্মকান্ড) (Activities)	সমীক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্ভাব্য প্রাপ্তি/ফলাফল (Probable Results)
ধাপ-১: পরোক্ষ গবেষণা বা ডেস্ক রিভিউ করা।	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা তথা বাপাউবো-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সঙ্গে আলোচনা ও সংশিস্নষ্ট দলিল, প্রতিবেদন ইত্যাদি সংগ্রহ ও অধ্যয়ন।	-প্রকল্পের ডিপিপি, আরডিপিপি, ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ডকুমেন্টস, সংশ্লিষ্ট নির্বাহী আদেশ/নির্দেশ, সার্কুলার, রিপোর্ট/নিবন্ধ ইত্যাদি সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা। -প্রকল্পটির সুফলভোগীদের তালিকা, ঠিকানা, ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা।	প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বাজেট ও ব্যয়, যন্ত্রপাতি, অন্যান্য উপকরণ, বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও সময়, সুবিধাভোগীদের সুফল প্রাপ্তির ফলাফল ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা।
ধাপ-২: নমুনার আকার নির্ণয়	যৌক্তিক পরিসংখ্যানিক নিয়মাবলি ও ব্যবহৃত সূত্র অনুসরণ করা হয়েছে।	নমুনার আকার নির্ণয় পদ্ধতি তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করা।	নমুনা আকার ও নমুনা ফ্রেম প্রণয়ন করা হয়েছে।
ধাপ-৩: উপাত্ত সংগ্রহ, উপাত্ত ইন্সট্রুমেন্ট/ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মাঠ পর্যায়ে যাচাই ও চূড়ান্তকরণ।	কাঠামোগত প্রশ্নপত্র (Structured Questionnaire) ব্যবহার করা হয়েছে।	সাক্ষাৎকার প্রদানকারীগণের ধরন অনুসারে খসড়া প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা এবং আইএমইডি-র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সঙ্গে আলোচনা করে প্রশ্নপত্রগুলোকে চূড়ান্ত করা।	-খসড়া প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট প্রণীত; -সমীক্ষার প্রশ্নপত্র চূড়ান্তকরণ (Finalized) সমাপ্ত করা হয়েছে।
ধাপ-৪: প্রত্যক্ষ গবেষণা: সরজমিনে সমীক্ষাস্থান পরিদর্শন ও মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করা।	ডিপিপিতে বর্ণিত মালামাল, যন্ত্রপাতি, ভৌতকাঠামো, ও সেবা সংক্রান্ত নির্দেশক সম্বলিত উন্মুক্ত সারণি বিশিষ্ট চেকলিস্ট ব্যবহার করে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।	প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ, প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন যাচাই, সঠিক যন্ত্রপাতি ও মালামাল ক্রয় হয়েছে কি না এবং যন্ত্রপাতিগুলোর যথাযথ প্রতিস্থাপন সুসম্পন্ন হয়েছে কি না তা যাচাইকরণ।	-আরডিপিপিতেতে বর্ণিত কার্যসমূহ সঠিকভাবে সম্পন্ন না হলে বা বিলম্ব বা কৌশলগত কারণ নির্ধারণ করা হয়েছে।
	পিপিএ-২০০৬/পিপিআর ২০০৮-এ বর্ণিত নিয়মাবলি সম্পর্কিত নির্দেশক সম্বলিত উন্মুক্ত সারণি বিশিষ্ট চেকলিস্ট।	(খ) ডিপিপি অনুসারে পণ্য, কার্যাদি ও সেবা সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় পিপিআর '০৮ এ বর্ণিত নিয়মাবলি প্রতিপালন করা হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করা।	-ক্রয় বা সংগ্রহ সংক্রান্ত নিয়মাবলির বাস্তবায়ন পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।
	প্রকল্পের অগ্রগতি ও অবস্থা, সমস্যা, বাধা, দুর্বলতা ও সম্ভাবনা ইত্যাদি জানার জন্য উন্মুক্ত সারণি বিশিষ্ট চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে।	(গ) প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সঙ্গে নিবিড় আলাপচারিতা।	-প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতির উপর তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে; -প্রকল্পের দুর্বল ও সবল দিক, সুযোগ, সাফল্য বা অভিনবত্ব ইত্যাদি চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে; -প্রকল্প বাস্তবায়নে ঝুঁকি ও বাধা চিহ্নিতকরণ ও তাদের পরামর্শ গ্রহণ

ধাপ	পদ্ধতিগত কৌশল ও তথ্য/উপাত্ত আহরণ উপকরণ/যন্ত্র (Strategy and Data Instrument)	করণীয় (পদক্ষেপ ও কর্মকান্ড) (Activities)	সমীক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্ভাব্য প্রাপ্তি/ফলাফল (Probable Results)
			করা হয়েছে।
	গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে।	SWOT Analysis, প্রকল্প অফিসের কর্মকর্তাগণের সাথে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে SWOT Analysis করা।	প্রকল্পের সবলতা, দুর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুঁকি ইত্যাদি বের করা হয়েছে।
ধাপ-৫: স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন।	উন্মুক্ত আলোচনা করা হয়েছে।	প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পের সাথে একটি কর্মশালার আয়োজন।	প্রকল্পের ভূমিকা ও প্রভাব বিষয়ে ভবিষ্যৎ নির্দেশনা লাভ করা হয়েছে।

২.৫.২ জরিপের মাধ্যমে সংগৃহিত তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি

প্রকল্পের উপকারভোগীগণের নির্ধারণকৃত এলাকা হতে সংগৃহিত তথ্য নিম্ন-বর্ণিত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ধাপ	করণীয় (পদক্ষেপ ও কর্মকান্ড) (Activities)	পদ্ধতিগত কৌশল ও তথ্য/উপাত্ত আহরণ উপকরণ/যন্ত্র (Strategy and Data Instrument)	সমীক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্ভাব্য প্রাপ্তি/ফলাফল (Probable Results)
ধাপ-১: উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ।	তথ্য/উপাত্ত এর এন্ট্রি প্রদান, নিরীক্ষণ, সংশোধন ও প্রক্রিয়াকরণ।	SPSS Version-20 ব্যবহার করে উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।	নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়নে সহায়ক হয়েছে।
ধাপ-২: খসড়া প্রতিবেদন।	নিবিড় পরিবীক্ষণের প্রক্রিয়াকৃত তথ্যের আলোকে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনের খসড়া প্রণয়ন করা।	ব্রেইনস্টর্মিং ও যৌথ আলোচনা করা হয়েছে।	প্রাথমিকভাবে পূর্ণাঙ্গ নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
ধাপ-৩: জাতীয় সেমিনার আয়োজন।	নিবিড় পরিবীক্ষণের খসড়া প্রতিবেদনে বর্ণিত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত সার সংক্ষেপ জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে উপস্থাপন করা।	পর্যবেক্ষণ, অনুসিদ্ধান্ত ও সুপারিশ সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট (Powerpoint) উপস্থাপনা, প্রশ্ন-উত্তর ও আলোচনাপর্ব এবং মন্তব্য গ্রহণ করা হয়েছে।	জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালায় মতামত গ্রহণ এবং তা খসড়া প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে অধিকতর সমৃদ্ধ ও কার্যকরী রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.৬ সময় ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

নিবিড় পরিবীকষণ সমীক্ষার জন্য মোট সময়-ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা নিম্নের চাটে প্রদর্শন করা হলো।

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ছক

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	কার্যক্রমের সময় (মাসভিত্তিক) ২০২০																
		জানুয়ারি				ফেব্রুয়ারি				মার্চ				এপ্রিল				মে
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	সমীক্ষা পরিকল্পনা ও দলের সদস্যগণের জন্য দায়িত্ব বণ্টন	■	■															
২	মাঠ পর্যায়ে প্রশ্নমালা প্রাক-যাচাই		■															
৩	প্রশ্নমালা চূড়ান্তকরণ ও ইনসেপশন রিপোর্ট প্রণয়ন		■	■														
৪	টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক ইনসেপশন রিপোর্টের উপর সুপারিশ প্রদান		■	■														
৫	স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক ইনসেপশন রিপোর্ট অনুমোদন			■	■													
৬	প্রশিক্ষণ,সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহ					■	■	■	■									
৭	উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রমের তদারকি						■	■	■									
৮	KII & FGD পরিচালনা করা						■	■										
৯	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা পরিচালনা করা								■									
১০	সংগৃহীত উপাত্ত সম্পাদনা									■	■							
১১	ডাটা এন্ট্রি ও যাচাইকরণ									■	■							
১২	টেবুলেসন সম্পন্ন										■							
১৩	ডাটা বিশ্লেষণ										■							
১৪	১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল										■	■						
১৫	খসড়া প্রতিবেদন টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা												■					
১৬	টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশের আলোকে খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন দাখিল												■	■				
১৭	জাতীয় পর্যায়ের সেমিনারে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন ও মতামত সংগ্রহ														■			
১৮	সেমিনারের মতামতের ভিত্তিতে খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল																	■

২.৭ অন্যান্য

২.৭.১ সমীক্ষা পদ্ধতি

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দুইটি মূল গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে|

যথা- (ক) সংখ্যাগত সমীক্ষা ও (খ) গুণগত সমীক্ষা।

মাঠ পর্যায়ের সুবিধাভোগীদের মতামত গ্রহণের ভিত্তিতে সংখ্যাগত সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাগণের উত্তরসমূহের গুণগতমান মূল্যায়ন করা হয়েছে। অধিকন্তু বাস্তব অগ্রগতির মূল্যায়নের জন্য সরেজমিনে প্রকল্প স্থান, ভৌতকাঠামো ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সকল গুণগত ও পরিমাণগত সংশ্লিষ্ট বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

২.৭.২ সেকেন্ডারি উপাত্তের মূল্যায়ন

সেকেন্ডারি উপাত্ত থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরামর্শদাতা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা যেমন বাপাউবো, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি'র বিভিন্ন কর্মকর্তার সহায়তায় এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

২.৭.৩ SWOT বিশ্লেষণ

আধুনিক মূল্যায়ন পদ্ধতিতে SWOT একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি যা নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রকল্পের সবলদিক (Strength), দুর্বলতা (Weakness), সুযোগ (Opportunity) ও ঝুঁকি বা নাজুকতা (Threat) চিহ্নিত করতে এবং বিশ্লেষণে সাহায্য করে। এটি মূল্যায়নকে অধিকতর অর্থবহ করে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। বর্তমান সমীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত কৌশলে SWOT বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সবলতা (Strength)	প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যজনিত ইতিবাচক দিক যা উপকার/সুবিধা প্রদানে সক্ষম এবং যার বাস্তবভিত্তিক প্রয়োজনীয়তা বা চাহিদা আছে এবং স্থায়িত্ব সম্ভাবনা রয়েছে সেই দিকগুলো চিহ্নিতকরণ।
দুর্বলতা (Weakness)	প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ যা ঈপ্সিত ফলাফল/সুবিধা প্রদানে বাধা বা সংকট সৃষ্টি করে এমন দিকগুলো সনাক্তকরণ।
সুযোগ (Opportunity)	প্রকল্পের সম্ভাবনাময় দিক/বিষয় যা সঠিক ভাবে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বা চালনা করতে পারলে ঈপ্সিত ফলাফল থেকেও বেশি সুবিধা বা উপকার পাওয়া যাবে সেই সমস্ত বিষয়গুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণকরণ।
ঝুঁকি (Threat)	প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ বা বহিঃস্থ কোন উপাদান অথবা ফ্যাক্টর যা প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য/ উদ্দেশ্য অথবা প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সার্বিকভাবে হুমকি সৃষ্টি করতে পারে এমন দিকগুলো চিহ্নিত করা এবং সেইগুলো উত্তরণের উপায় খুজে বের করে মতামত প্রদানকরণ।

২.৭.৪ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ

সংগৃহীত তথ্য/উপাত্ত প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যাসমূহ দূরীকরণে যথোপযুক্ত সুপারিশ উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। নিবিড় পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রারম্ভিক প্রতিবেদনে বর্ণিত সমীক্ষার রূপরেখা ও প্রশ্নপত্র সংযুক্ত করে টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ এবং স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদনের পর মাঠ পর্যায়ের তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহের কাজ শুরু করা হয়েছে। খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত সকল তথ্য/উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের পর প্রথমে টেকনিক্যাল কমিটিতে পেশ করা হয়েছে। ১ম খসড়া প্রতিবেদনের ওপর দেয়া সংশ্লিষ্ট কমিটির মন্তব্যের আলোকে ১ম খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন করে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন জাতীয় সেমিনারে উপস্থাপন করা হয়েছে। অতপর হবিগঞ্জ জেলায় একটি স্থানীয় ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় সেমিনার এবং স্থানীয় ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীগণের মতামত ও সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে IMED-এর মনিটরিং সেক্টরের সাথে আলোচনা করে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়
ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের সার্বিক এবং বিস্তারিত অঙ্গ-ভিত্তিক বাস্তবায়ন

প্রকল্পের সার্বিক ও বিস্তারিত অঙ্গ-ভিত্তিক বাস্তবায়ন (আর্থিক ও বাস্তব) অগ্রগতির তথ্যাদি নিম্নে সারণি-৩.১ এ উপস্থাপন করা হলো।

ছক ৩.১: প্রকল্পের সার্বিক এবং বিস্তারিত অঙ্গ-ভিত্তিক বাস্তবায়ন (আর্থিক ও বাস্তব) অগ্রগতির তথ্যাদি

ক্রঃ নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে প্রধান অঙ্গাসমূহ	প্রাক্কল্লিত ব্যয়	গত জুন/২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি		সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		মে ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
(ক) রাজস্ব অংশ								
১	ভাতা	১৬০.০০	৩৭.৬২	-	১৪.৫০	-	১০.৫০	-
২	ভ্রমণ ব্যয়	১০০.০০	৫৮.৫৪	-	১৫.০০	-	৮.৪৪	-
৩	অফিস ভাড়া	২৪৫.০০	১১৬.৬৭	-	৩৪.২৫	-	২৬.৫২	-
৪	বিবিধ কর	২৫৯৬.২৭	১৬০৩.১৮	১.২০	৩৫৯.০৮	০.৪০	১০০.৬০	০.৩৫
৫	ডাক, ফোন, ইন্টারনেট ইত্যাদি	৭৫.০০	২.১৮	-	০.৯০	-	০.৩৪	-
৬	রেজিঃ ফি (যান)	১৫.০০	১১.৯২	-	১.০০	-	০.১৪	-
৭	পানি ও বিদ্যুৎ	২৫.০০	৯.৮৫	-	৩.৯৫	-	২.৪৯	-
৮	গ্যাস, জ্বালানি, পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	৩৫০.০০	৮২.১১	-	২৬.০০	-	১৯.৭২	-
৯	বীমা/ব্যাংক ফি	৩.০০	১.১৬	-	০.১৫	-	০.৪১	-
১০	মুদ্রণ ও বাঁধাই	৩৫.০০	৩৪.১৬	-	০.৫০	-	০.৪২	-
১১	মনোহরি	১৫০.০০	৪৯.৯১	-	২০.০০	-	১৪.৪০	-
১২	পুস্তক ও পত্রিকা	২.০০	০.২৮	-	০.২০	-	০.০৩	-
১৩	বিদেশ প্রশিক্ষণ	২৩৮.৫৪	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-
১৪	স্থানীয় প্রশিক্ষণ	৪২৫৩.৪৩	২২২৬.৩৩		১১১৯.৯৭		৩৮৭.৫২	০.৯০
১৫	অনিয়মিত শ্রমিক	১৫.০০	১০.৯৬	-	৩.৫০	-	২.৪৬	-
১৬	কনজিয়ুমেবল স্টোর	২৫.০০	৩.৭৪	-	৩.০০	-	২.৪৬	-
১৭	পরামর্শক	৭৯০১.৪০	৫১৬৮.০১		৫০০.০০		৩৯৫.৩৮	০.৭৫
১৮	সম্মানী/ফি/মজুরী	৪৫.০০	১৫.৩২	-	৭.০০	-	২.৮৮	-
১৯	জরিপ	১৬২.০০	৮৫.০২	-	৫০.০০	-	৬.০২	-
২০	কম্পিউটারের ব্যবহারি দ্রব্য	৫০.০০	২০.৪৭	-	১০.০০	-	৬.২১	-
২১	অন্যান্য ব্যয়, জনবল আউটসোর্সিং	১৭০০.০০	৮৭৫.৪৬		৩০০.০০		২৪৪.১০	০.৫০
২২	যানবাহনের	৬২৭.৫০	২১১.৯৬	-	৯১.০০	-	৪৪.০৮	-

ক্রঃ নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে প্রধান অঙ্গসমূহ	প্রাক্কল্লিত ব্যয়	গত জুন/২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি		সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		মে ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি							
	উপ-মোট (ক)	১৮৭৭৪.১৪	১০৬২৪.৮৫		২৯৬০.০০		১২৮৫.৩৯	২.৫০
(খ) মূলধন অংশ								
১	মটর গাড়ি	৭৭০.৭৫	৬৫৭.১২	১০০%	৯৫.৬০	১০০	0.00	-
২	নৌযান (স্পিড বোট)	১০০.০০	৬১.২৯	-	০.০০	-	0.00	-
৩	মেশিন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি	১৩.৯৭	৯.৭৪	-	০.০০	-	0.00	-
৪	প্রকৌশল যন্ত্রপাতি	৭৬.৫০	৩১.৮০	-	৫.০০	-	0.00	-
৫	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি	৪০.০০	৩৩.৬৩	-	০.০০	-	0.00	-
৬	আসবাবপত্র, এয়ারকুলার	৬৫.০০	৫৫.০৫	-	৪.০০	-	0.00	-
৭	জমি অধিগ্রহণ	২৪০০০.০০	১৪৩২৩.৬০	৮.০০	২০৪৯.৪২	৩.০০	0.00	-
৮	নির্মাণ কাজ	৫৩৩৬৪.৫০	১৯৭৬৩.৬২	৩৬.০০	২০২৯৫.৯৮	১৯.০০	৭২৬১.৭৪	১১.৫০
	উপ-মোট (খ)	৭৮৪৩০.৭২	৩৪৯৩৫.৮৫	৪৫.০০	২২৪৪০.০০	২৩.০০	৭২৬১.৭৪	১১.৫০
	মোট	৯৭২০৪.৮৬	৪৫৫৬০.৭০	৫৪.০০	২৫০০০.০০	২৬.০০	৮৫৪৭.১৩	১৪.০০
(গ)	ভৌত কনটিনজেন্সি	২৫৮.০০	০.০০	-	০.০০	-	0.00	-
(ঘ)	প্রাইস কনটিনজেন্সি	৪০২.১৪	০.০০	-	০.০০	-	0.00	-
	সর্বমোট	৯৭৮৬৫.০০	৪৫৫৬০.৭০	৫৪.০০	২৫০০০.০০	২৬.০০	৮৫৪৭.১৩	১৪.০০

তথ্যসূত্র: আইএমইডি-০৫। মে ২০২০।

উল্লেখ্য যে, মে ২০২০ পর্যন্ত বাস্তব কাজের অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ৪৭.৫০%। এ সময় পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি হয়েছে ৬৮%। উপরের ছকে বর্ণিত বাস্তব কাজ ছাড়াও প্রকল্পে (ক) কৃষি আয় বর্ধক ও (খ) ক্ষুদ্র আয় বর্ধক দুটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচি দুটি সন্তোষজনকভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো হলো: (ক) বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণ; (খ) কৃষি প্রবর্ধনের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন; (গ) ক্ষুদ্র আয় বর্ধনের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন। প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো অর্জনে কোনো বিচ্যুতি সমীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়নি।

৩.২ অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশ ও বিশ্লেষণ

জরিপের মাধ্যমে প্রকল্পের ব্যাপারে উপকারভোগীদের নিকট হতে সংগ্রহ করা তথ্য নিচে সন্নিবেশ করা হলো; এবং তথ্যসমূহের বিশেস্নষণ উল্লেখ করা হলো। প্রযোজ্যক্ষেত্রে বিশ্লেষণকৃত তথ্যাদি লেখচিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩.২.১ নতুন ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ কাজ সম্বন্ধে উপকারভোগীগণের মতামত বিশ্লেষণ

জরিপে অংশগ্রহণকারী উপকারভোগীগণের ৬১% প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে মর্মে অবহিত আছেন। অবশিষ্টদের প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্বন্ধে ধারণা নেই।

পরিলক্ষিত হয়েছে, ডুবন্ত বাঁধ হতে যাঁদের বাসস্থান দূরে এবং যে সকল হাওরে পূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ (full flood embankment) আছে তাঁদের 'ডুবন্ত বাঁধ' ধারণা নেই।

জরিপে অংশগ্রহণকারীগণের ২৩% মনে করেন ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ কাজ প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত হবে; ৩৮% এ ব্যাপারে নেতিবাচক মত প্রদান করেছেন; এবং ৩৯% বলেছেন এ ব্যাপারে তাঁরা 'জানেন না'।

নতুন ডুবন্ত বাঁধের ডিজাইন সম্বন্ধে ৩৯% উত্তরদাতা কিছু 'জানেন না'। অবশিষ্টদের ৩১% বলেছেন তারা বাঁধের কাজের ব্যাপারে সন্তুষ্ট; এবং বাকী ৩০% বলেছেন তাঁরা সন্তুষ্ট নন। এ সব তথ্যাদি লেখচিত্র-৩.১ এ প্রদর্শন করা হলো।

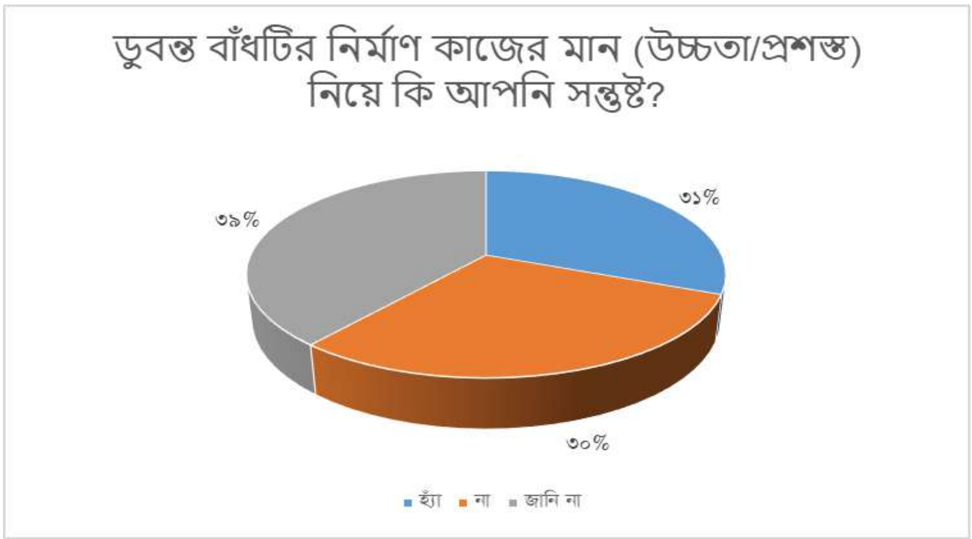

লেখচিত্র-৩.১।

বাঁধ মজবুতভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে কিনা-এ ব্যাপারে প্রকল্প অবহিত উত্তরদাতাদের ৩৫% ইতিবাচক জবাব দিয়েছেন এবং ২৬% নেতিবাচক জবাব দিয়েছে। এ সম্বন্ধে ৩৯% উত্তরদাতার এ ব্যাপারে ধারণা নেই বলে জানিয়েছেন। এ সব তথ্যাদি লেখচিত্র-৩.২ এ প্রদর্শন করা হলো।

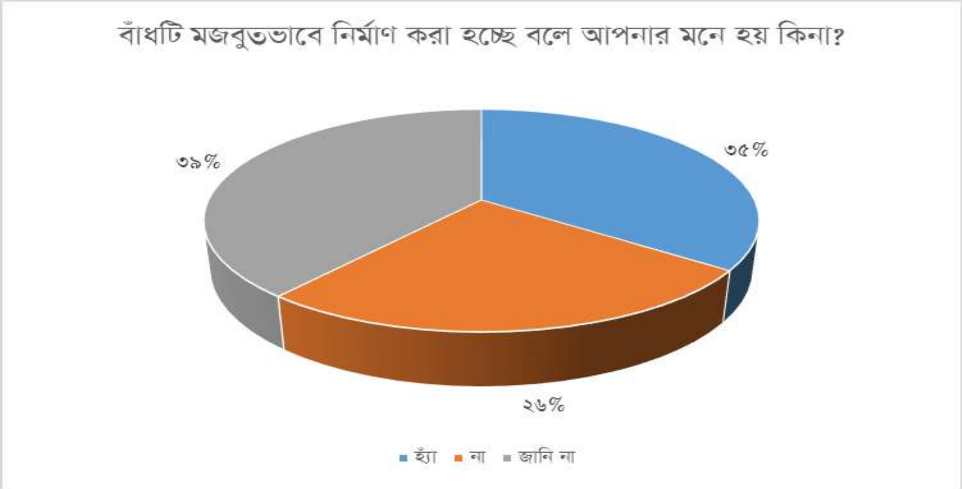

লেখচিত্র-৩.২।

হাওর এলাকায় ২০১০ এবং ২০১৭ সালে মারাত্মক পরিমাপের আগাম বন্যায় বোরো ধানের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল। বর্তমান প্রকল্পটি ১০-বছর 'রিটার্ণ পিরিয়ড' বিবেচনা করে ডিজাইন করা হয়েছিল। উপকারভোগীগণের ৩৩% জানিয়েছেন, ২০১০ এবং ২০১৭ সালের অনুরূপ মাত্রার আগাম বন্যা না হলে বাঁধ টেকসই থাকবে; ২৮% এব্যাপারে 'না'সূচক জবাব দিয়েছেন। উত্তরদাতাগণের ৩৯%-এর এ ব্যাপারে ধারণা নেই। এ সব তথ্যাদি লেখচিত্র-৩.৩ এ প্রদর্শন করা হলো।

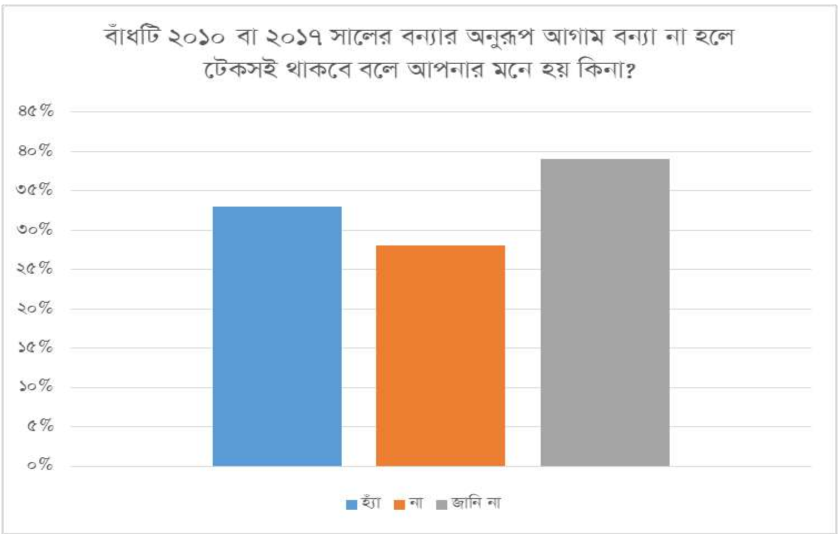

লেখচিত্র-৩.৩।

উপরোক্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, 'ডুবন্ত বাঁধ' নির্মাণ, বাঁধের ডিজাইন ও স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে সংখ্যা গরিষ্ঠ উপকারভোগীর ধারণা ইতিবাচক। ফলে অনুমিত হচ্ছে প্রকল্পটি উপকারভোগীগণের নিকট গ্রহণীয়। এটা প্রকল্পের সবল দিক।

৩.২.২ ডুবন্ত বাঁধ পুনর্বাসন কাজ সম্বন্ধে উপকারভোগীগণের মতামত বিশ্লেষণ

জরিপে অংশগ্রহণকারী উপকারভোগীগণের ৫২% ডুবন্ত বাঁধ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে মর্মে অবহিত আছেন। অবশিষ্টদের ডুবন্ত বাঁধ পুনর্বাসন বাস্তবায়ন সম্বন্ধে ধারণা নেই।

জরিপে অংশগ্রহণকারীগণের ২৩% মনে করেন ডুবন্ত বাঁধ পুনর্বাসন কাজ প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত হবে; ২৯% এব্যাপারে নেতিবাচক মত প্রদান করেছেন; এবং ৪৮% বলেছেন ব্যাপারে তাঁরা 'জানেন না'।

পুনর্বাসন চলমান ডুবন্ত বাঁধের ডিজাইন সম্বন্ধে ৪৮% উত্তরদাতা কিছু 'জানেন না'। অবশিষ্টদের ৩৩% বলেছেন তাঁরা বাঁধের কাজের ব্যাপারে সন্তুষ্ট; এবং বাঁকী ১৯% বলেছেন তাঁরা সন্তুষ্ট নন। এ সব তথ্যাদি লেখচিত্র-৩.৪ এ প্রদর্শন করা হলো।

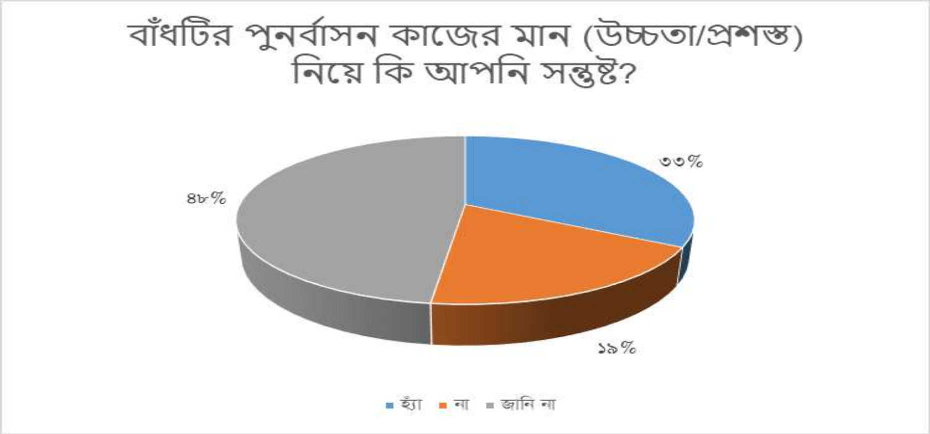

লেখচিত্র-৩.৪।

বাঁধ মজবুতভাবে পুনঃনির্মাণ করা হচ্ছে কিনা–এব্যাপরে প্রকল্প সম্বন্ধে অবহিত সংখ্যা গরিষ্ট সংখ্যক উত্তরদাতা (৩৩%) ইতিবাচক জবাব দিয়েছেন এবং ১৯% নেতিবাচক জবাব দিয়েছে। এ সম্বন্ধে ৪৮% উত্তরদাতার ধারণা নেই বলে জানিয়েছেন। এ সব তথ্যাদি লেখচিত্র-৩.৫ এ প্রদর্শন করা হলো।

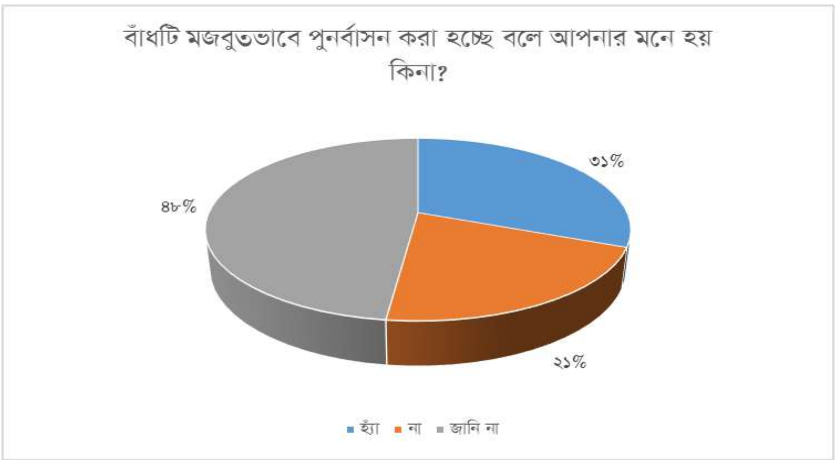

লেখচিত্র-৩.৫।

হাওর এলাকায় ২০১০ এবং ২০১৭ সালে মারাত্মক পরিমাপের আগাম বন্যায় বোরো ধানের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল। বর্তমান প্রকল্পটি ১০-বছর 'রিটার্ণ পিরিয়ড' বিবেচনা করে ডিজাইন করা হয়েছিল। উপকারভোগীগণের ২৭% জানিয়েছেন, ২০১০ এবং ২০১৭ সালের অনুরূপ মাত্রার আগাম বন্যা না হলে পুনর্বাসনকৃত বাঁধ টেকসই থাকবে; ২৫% এব্যাপারে 'না'-সূচক জবাব দিয়েছেন। উত্তরদাতাগণের ৪৮%-এর এব্যাপারে ধারণা নেই। এ সব তথ্যাদি লেখচিত্র-৩.৬ এ প্রদর্শন করা হলো।

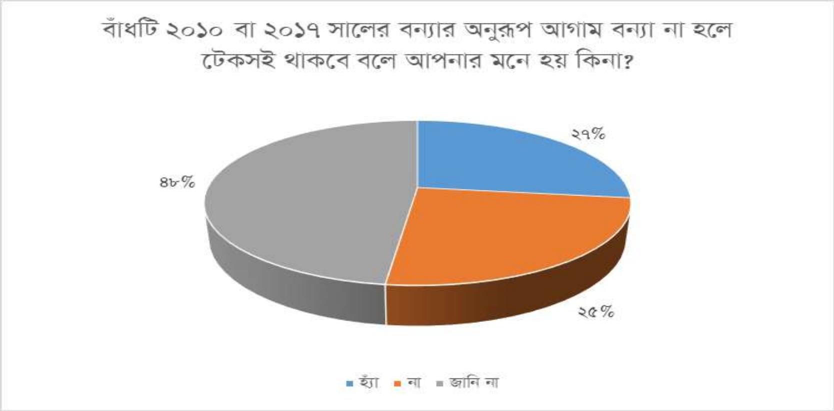

লেখচিত্র-৩.৬।

উপরোক্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, পুনর্বাসনকৃত 'ডুবন্ত বাঁধ' নির্মান, এর ডিজাইন ও স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে সংখ্যা গরিষ্ট উপকারভোগীর ধারণা ইতিবাচক। ফলে অনুমিত হচ্ছে প্রকল্পটি উপকারভোগীগণের নিকট গ্রহণীয়। এটা প্রকল্পের সবল দিক।

৩.২.৩ রেগুলেটর নির্মাণ কাজ সম্বন্ধে উপকারভোগীগণের মতামত বিশ্লেষণ

রেগুলেটর নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে তাঁরা সন্তুষ্ট কিনা এ প্রশ্নের জবাবে সংখ্যা গরিষ্ট সংখ্যক উত্তরদাতা (৪৫%) ইতিবাচক জবাব দিয়েছেন এবং ২৭% নেতিবাচক জবাব দিয়েছে। এ সম্বন্ধে ২৮% উত্তরদাতার ধারণা নেই বলে জানিয়েছেন।

উত্তদাতাগণের ৩৫% মনে করেন প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদে রেগুলেটরগুলোর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে; ৪৩% উত্তরদাতা এ ব্যাপারে 'না'-সূচক জবাব দিয়েছেন; এবং ২২% বলেছেন এব্যাপারে তাঁদের ধারণা নেই।

রেগুলেটর নির্মাণ কাজে ব্যবহূরিত সামগ্রীর গুণগত মান 'ভাল' বলেছেন ৬৫% উত্তরদাতা; ৬% উত্তরদাতা নির্মাণ সামগ্রীর মান 'ভাল নয়' বলেছেন; এবং ২৯% বলেছেন ব্যাপারে তাঁদের ধারণা নেই। এ সব তথ্যাদি লেখচিত্র-৩.৭ এ প্রদর্শন করা হলো।

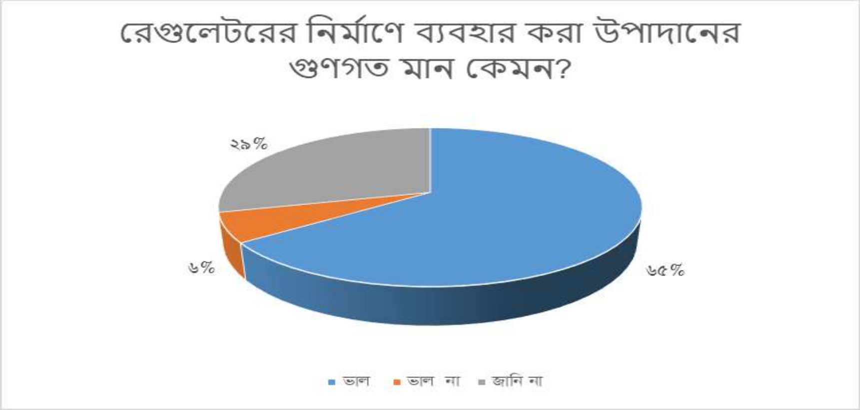

লেখচিত্র-৩.৭।

রেগুলেটর নির্মাণের ফলে পানি ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে করা সম্ভব হবে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে ১৫% উত্তরদাতা বলেছেন, এব্যাপারে তাঁদের ধারণা নেই; ৪৭% 'হ্যাঁ'-সূচক জবাব দিয়েছেন; এবং ৩৮% উত্তরদাতা 'না'-সূচক জবাব প্রদান করেছেন। এ সব তথ্যাদি লেখচিত্র-৩.৮ এ প্রদর্শন করা হলো।

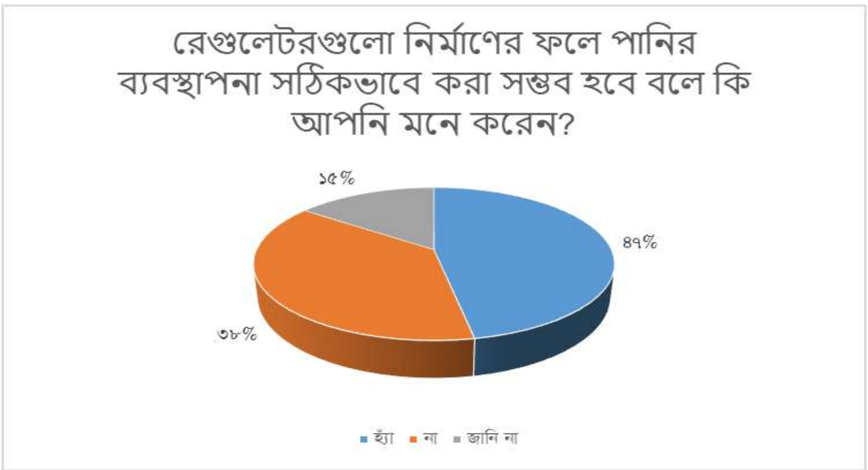

লেখচিত্র-৩.৮।

রেগুলেটর নির্মাণ কাজ বাপাউবো-এর কর্মকর্তাগণ কর্তৃক যথাযথভাবে তদারক করা হচ্ছে মর্মে ৪৫% উত্তরদাতা সন্তুষ্টি প্রকাশ করছেন; ২৭% উত্তরদাতা নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। উত্তরদাতাগণের ২২% এব্যাপারে মন্তব্য করেন নি।

রেগুলেটরগুলো টেকসইভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে মর্মে সংখ্যা গরিষ্ট ৫৬% মত প্রকাশ করেছেন; ২৯% উত্তরদাতা এব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। উত্তরদাতাগণের ১৫% এব্যাপারে তাঁদের ধারণা নেই বলে জানিয়েছেন। এ সব তথ্যাদি লেখচিত্র-৩.৯ এ প্রদর্শন করা হলো।

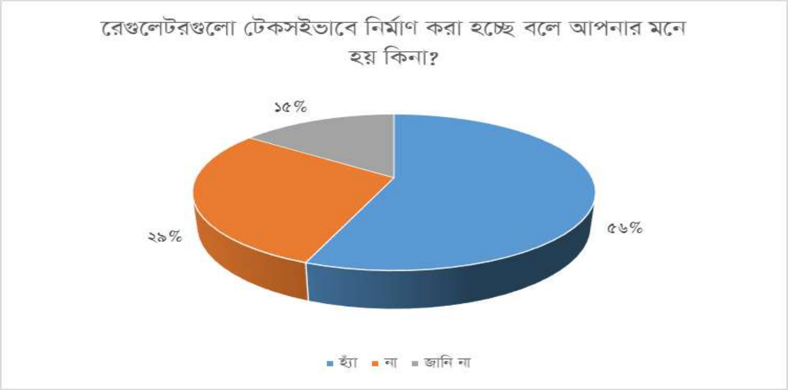

লেখচিত্র-৩.৯।

৩.২.৪ রেগুলেটর পুনর্বাসন কাজ সম্বন্ধে উপকারভোগীগণের মতামত বিশ্লেষণ

পুরাতন হাওরের প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরুর পূর্বে রেগুলেটরগুলোর অবস্থা সম্বন্ধে উত্তরদাতাগণের ৩৯%-এর কোনো ধারণা ছিল না। উত্তরদাতাগণের ২৮% বলেছেন প্রকল্প শুরুর পূর্বে রেগুলেটরগুলোর অবস্থা ভাল ছিল; কিন্তু ৩৩% বলেছেন রেগুলেটরগুলোর অবস্থা ভাল ছিল না।

উপকারভোগী উত্তরদাতাগণের ৪৭% মনে করেন রেগুলেটরগুলো পুনর্বাসনের কাজ প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদে সম্পন্ন হবে; ৩৮% উত্তরদাতা এব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন; এবং ১৫% বলেছেন এব্যাপারে তাঁদের ধারণা নেই।

রেগুলেটর পুনর্বাসন কাজে ব্যবহার করা নির্মাণ উপাদানের গুণগত মান ৪৫% উত্তরদাতা 'ভাল' বলেছেন; ২৭% উত্তরদাতা নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন; এবং ২৮% বলেছেন এব্যাপারে তাঁদের ধারণা নেই। এ সব তথ্যাদি লেখচিত্র-৩.১০ এ প্রদর্শন করা হলো।

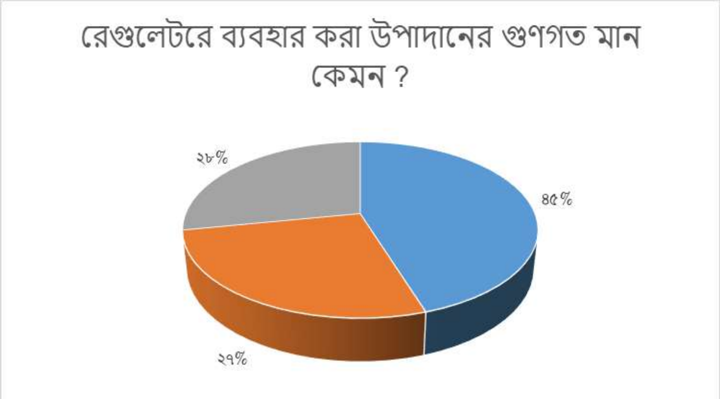

লেখচিত্র-৩.১০।

রেগুলেটরগুলোর পুনর্বাসন কাজের মান সম্বন্ধে ৩৪% উত্তরদাতা তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন; ২১% নেতিবাচক মতামত প্রদাশ করেছেন; এবং ৪৫% এ ব্যাপারে তাঁদের ধারণা নেই বলে জানিয়েছেন। এ সব তথ্যাদি লেখচিত্র-৩.১১ এ প্রদর্শন করা হলো।

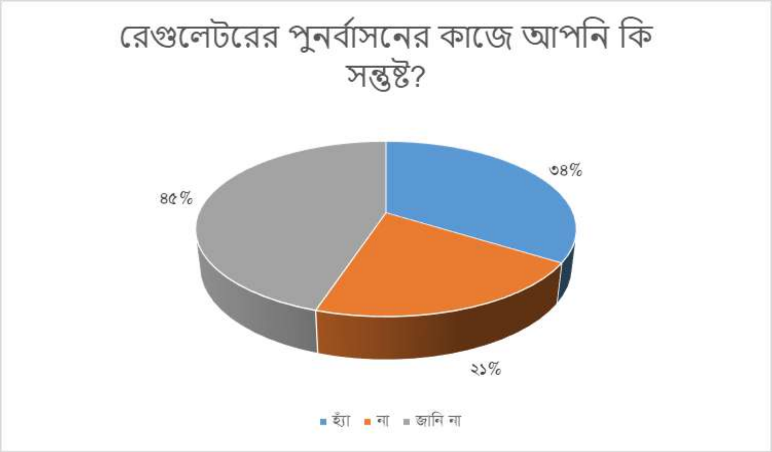

লেখচিত্র-৩.১১।

রেগুলেটরগুলো পুনর্বাসনের ফলে উপকার পাবেন, উত্তরদাতাগণের ৬৫% এব্যাপারে ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন; ৬% নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন; এবং ২৯% উত্তরদাতার এ ব্যাপারে কোনো ধারণা নেই। এ সব তথ্যাদি লেখচিত্র-৩.১২ এ প্রদর্শন করা হলো।

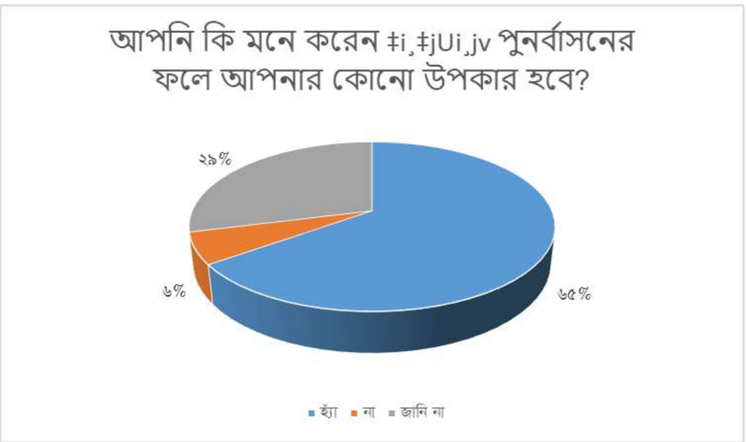

লেখচিত্র-৩.১২।

রেগুলেটর পুনর্বাসন কাজে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কাজের অগ্রগতির ব্যাপারে মাত্র ২২% উত্তরদাতা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন; ৩৫% তাঁদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন; এবং ৪৩% এব্রাপারে অবহিত নন জানিয়েছেন।

৩.২.৫ খাল পুনঃখনন সংক্রান্ত জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ

খাল/নদী পুনঃখনন কাজ সম্বন্ধে ৬৮% উত্তরদাতা জানিয়েছেন ঠিকাদারগণ পুনঃখনন কাজটি নিয়মিত চালিয়ে যাচ্ছেন; ২০% এব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন; এবং ১২% বলেছেন এব্যাপারে তাঁদের ধারণা নেই।

উত্তরদাতাগণের ৬৩% মনে করেন খাল/নদী পুনঃখনন সঠিকভাবে করা হচ্ছে; ২৬% উত্তরদাতা এব্যাপারে নেতিবাচক জবাব দিয়েছেন; এবং ১১% বলেছেন এব্যাপারে তাঁদের ধারণা নেই।

উত্তরদাতাগণের ৫৩% বলেছেন যে নদী/খাল পুনঃখননের উত্তোলিত মাটি সঠিক উপায়ে পাড়ে ফেলা হচ্ছে; ২২% এব্যাপারে নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন; এবং ২৫% বলেছেন এব্যাপারে তাঁদের ধারণা নেই।

খাল/নদী পুনঃখনন কাজের গুণগত মান সম্বন্ধে ৫৫% উত্তরদাতা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন; ১৯% নেতিবাচক জবাব দিয়েছেন; এবং ২৬% বলেছেন এব্যাপারে তাঁদের ধারণা নেই। এ সব তথ্যাদি লেখচিত্র-৩.১৩ এ প্রদর্শন করা হলো।

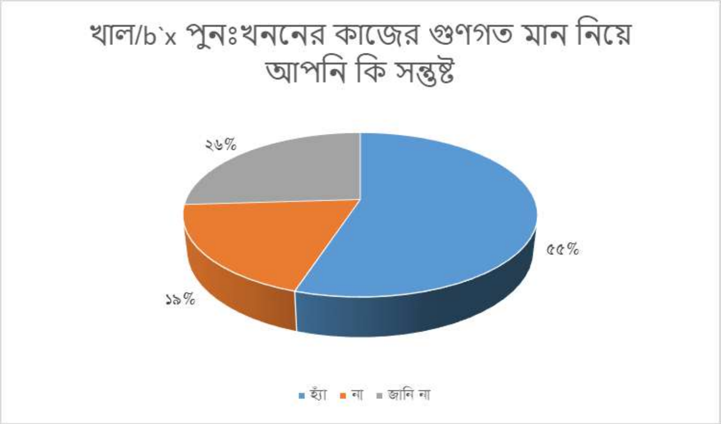

লেখচিত্র-৩.১৩।

উত্তরদাতাগণের ৬১% বলেছেন নদী/খাল পুনঃখনন কাজের তদারকি বাপাউবো-এর কর্মকর্তাগণ যথাযথভাবে করছেন; ১৬% এব্যাপারে নেতিবাচক জবাব দিয়েছেন এবং ২৩% বলেছেন এব্যাপারে তাঁদের ধারণা নেই। এ সব তথ্যাদি লেখচিত্র-৩.১৪ এ প্রদর্শন করা হলো।

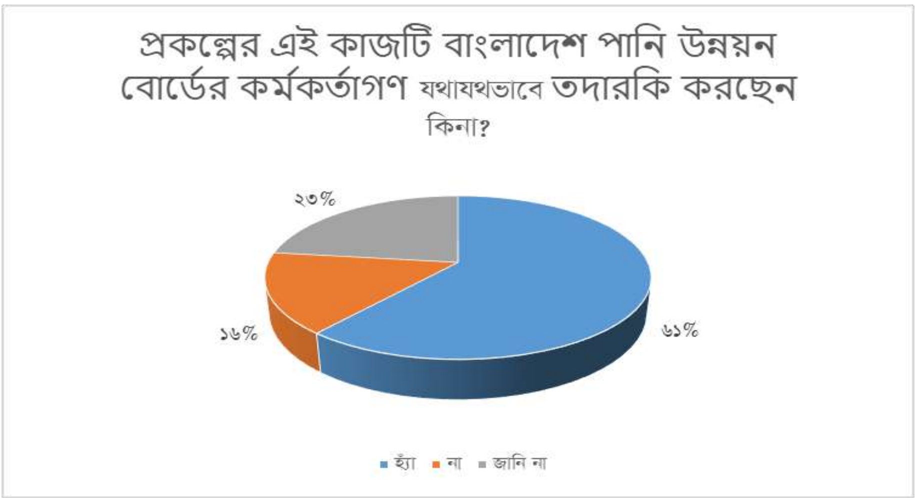

লেখচিত্র-৩.১৪।

৩.২.৬ প্রকল্পের সুফল সম্বন্ধে জরিপে অংশগ্রহণকারীগণের মতামত বিশ্লেষণ

উত্তরদাতাগণের ৫৮% বলেছেন প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে সেচের জন্য পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে; ২০% এব্যাপারে 'না'-সূচক জবাব প্রদান করেছেন; এবং ২২% বলেছেন এব্যাপারে তাঁদের ধারণা নেই। এ সব তথ্যাদি লেখচিত্র-৩.১৫ এ প্রদর্শন করা হলো।

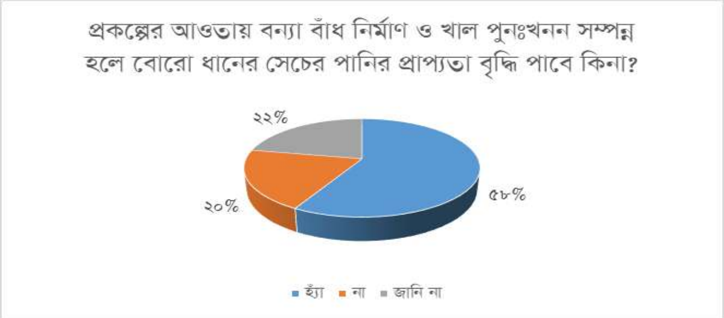

লেখচিত্র-৩.১৫।

উত্তরদাতাগণের ৭১% বলেছেন প্রকল্প সমাপ্তির পরে বোরো ধানের ফলন ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ১৩% উত্তরদাতা এব্যাপারে 'না'-সূচক জবাব দিয়েছেন; এবং ১৬% উত্তরদাতা বলেছেন এ ব্যাপারে তাঁদের ধারণা নেই। এ সব তথ্যাদি লেখচিত্র-৩.১৬ এ প্রদর্শন করা হলো।

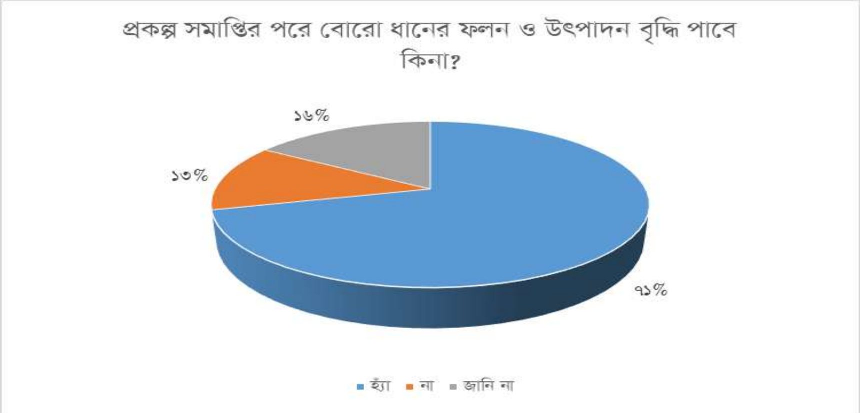

লেখচিত্র-৩.১৬।

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৫২% মনে করেন নদী/খাল পুনখননের কারণে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে; ৪১% এব্যাপারে নেতবিাচক উত্তর দিয়েছেন; এবং ৭% বলেছেন এব্যাপারে তাঁদের ধারণা নেই। এ সব তথ্যাদি লেখচিত্র-৩.১৭ এ প্রদর্শন করা হলো।

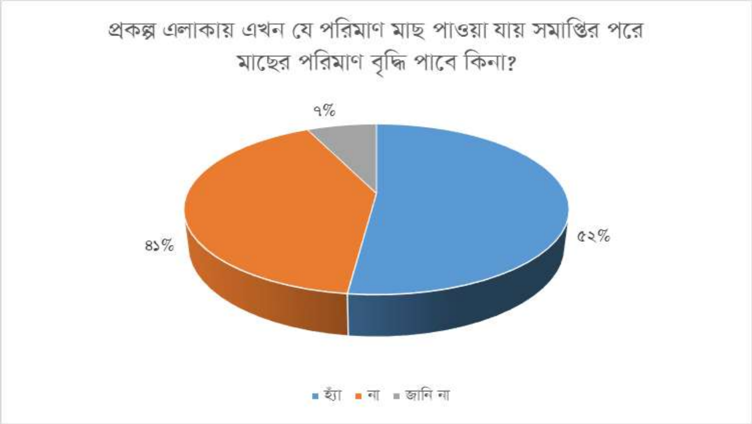

লেখচিত্র-৩.১৭।

উত্তরদাতাগণের ২৪% (৩৮৭ জন) প্রকল্পের কৃষি সহায়ক ক্ষুদ্র উপ-প্রকল্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। উত্তরদাতাগণের অবশিষ্ট ৭৬% প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন নি।

যাঁরা কৃষি সহায়ক ক্ষদ্র উপ-প্রকল্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন (৩৮৭ জন), তাঁদের ৬৭% মনে করেন যে সব বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো প্রতিপালন করা হলে কৃষি আয় বৃদ্ধি পাবে; অবশিষ্ট ৩৩% নেতিবাচক জবাব দিয়েছেন। এ সব তথ্যাদি লেখচিত্র-৩.১৮ এ প্রদর্শন করা হলো।

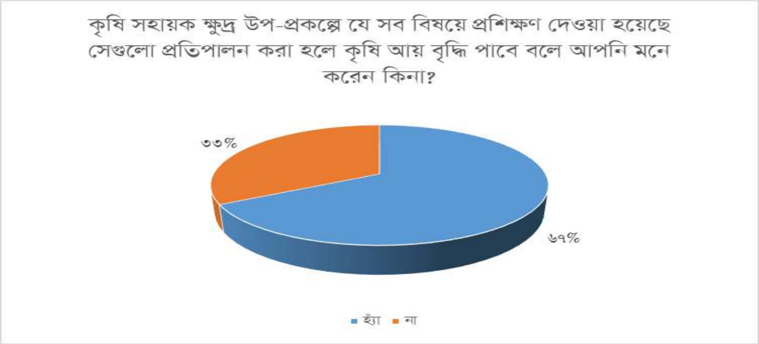

লেখচিত্র-৩.১৮।

উত্তরদাতাগণের ৮৭ জন অর্থাৎ ৫% ক্ষদ্রায়তন আয় বর্ধন উপ-প্রকল্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন; অবশিষ্টগণ এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন নি।

ক্ষদ্রায়তন আয় বর্ধন উপ-প্রকল্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীগণের ৬৮% মনে করেন প্রশিক্ষণ প্রদান করা বিষয়গুলো প্রতিপালন করা হলে নিজের ক্ষদ্র আয় বৃদ্ধি পাবে; কিন্তু ৩২% উত্তরদাতা এ ব্যাপারে নেতিবাচক জবাব প্রদান করেছেন। এ সব তথ্যাদি লেখচিত্র-৩.১৯ এ প্রদর্শন করা হলো।

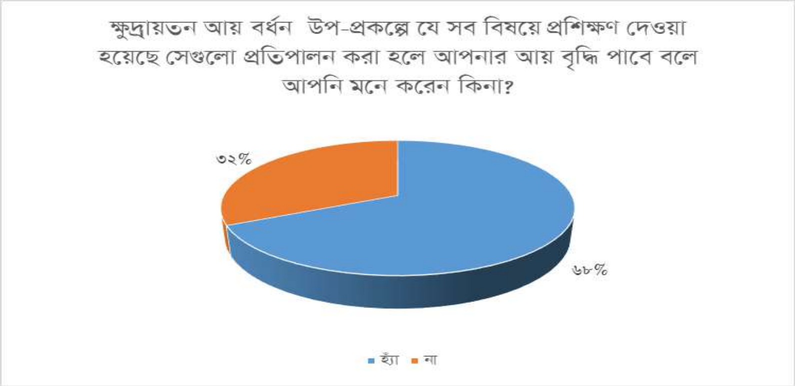

লেখচিত্র-৩.১৯।

উত্তরদাতাগণের ২১% পুনর্বাসন কর্মসূচীর আওতাধীন ১৫টি হাওরের 'পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ' কাজকর্ম সম্বন্ধে অবহিত আছেন; বাঁকীদের এব্যাপারে কোনো ধারণা নেই।

উত্তরদাতাগণের ৩৪০ জন বলেছেন তাঁরা পুরাতন ১৫টি হাওরের 'পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ' কাজকর্ম সম্বন্ধে অবহিত আছেন। তাঁদের মধ্যে ৩৯% মনে করেন হাওরগুলোর 'পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ' ভালোভাবে হচ্ছে; বাঁকীরা এব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন।

উত্তরদাতাগণের ৬৫% প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে আগাম বন্যা হতে বোরো ধান রক্ষা পাবে বলে মনে করেন; ২৪% এব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন; এবং ১১% উত্তরদাতার এ ব্যাপারে ধারণা নেই। এ সব তথ্যাদি লেখচিত্র-৩.২০ এ প্রদর্শন করা হলো।

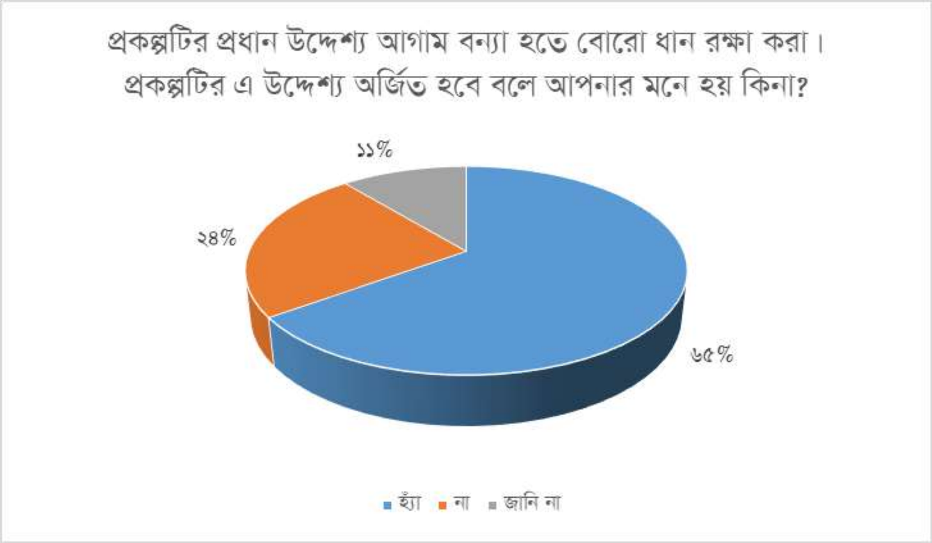

লেখচিত্র-৩.২০।

উত্তরদাতাগণের সংখ্যা গরিষ্ট অংশ (৫৩%) মনে করেন প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হলে তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে; ২২% এব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন; এবং ২৫% এ ব্যাপারে তাঁদের ধারণা নেই বলে জানিয়েছেন। এ সব তথ্যাদি লেখচিত্র-৩.২১ এ প্রদর্শন করা হলো।

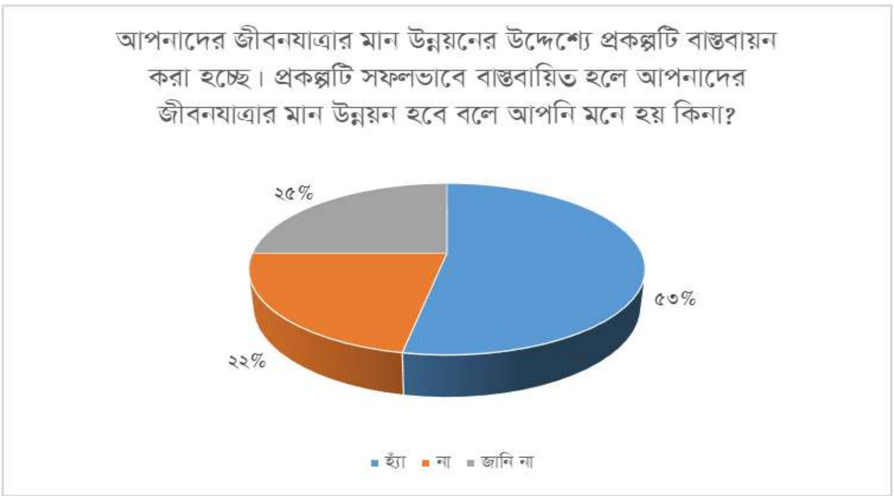

লেখচিত্র-৩.২১।

৩.২.৭ প্রকল্পের সুফল অংশগ্রহণকারীগণের মতামত বিশ্লেষণ ও উপসংহার

জরিপে অংশগ্রহণকারীগণের মতামত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নিম্নরূপ উপসংহার টানা যেতে পারে।

- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ব্যাপারে এলাকার সংখ্যা গরিষ্ট জনগণ অবহিত আছেন। এ বিষয়টি ইতিবাচক।
- নতুন 'ডুবন্ত বাঁধ' নির্মাণ, এর ডিজাইন ও স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে সংখ্যা গরিষ্ট উপকারভোগীর ধারণা ইতিবাচক।
- পুনর্বাসন কর্মসূচীভুক্ত 'ডুবন্ত বাঁধ' নির্মাণ, এর ডিজাইন ও স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে সংখ্যা গরিষ্ট উপকারভোগীর ধারণা ইতিবাচক।
- রেগুলেটরগুলো টেকসইভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে এবং নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান ভাল মর্মে সংখ্যা গরিষ্ট উপকারভোগী মতামত প্রদান করেছেন। এ বিষয়টি ইতিবাচক।
- পুরাতন রেগুলেটরগুলো টেকসইভাবে পুনর্বাসন করা হচ্ছে এবং নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান ভাল মর্মে সংখ্যা গরিষ্ট উপকারভোগী মতামত প্রদান করেছেন। এ বিষয়টি ইতিবাচক।
- খাল/নদী পুনঃখনন কাজের গুণগত মান সম্বন্ধে সংখ্যা গরিষ্ট উত্তরদাতা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়টি ইতিবাচক।

- উত্তরদাতাগণের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ মনে করছেন প্রকল্পের নির্মাণ/বাস্তবায়ন তদারকি কাজ বাপাউবো-এর কর্মকর্তাগণ যথাযথভাবে করছেন। এ বিষয়টি ইতিবাচক।
- কৃষি সহায়ক ক্ষুদ্র উপ-প্রকল্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের সংখ্যা গরিষ্ঠ উত্তরদাতা মনে করেন, যে সব বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো প্রতিপালন করা হলে কৃষি আয় বৃদ্ধি পাবে। এ বিষয়টি ইতিবাচক।
- ক্ষুদ্রায়তন আয় বর্ধন উপ-প্রকল্পে প্রশিক্ষণগ্রহণকারীগণের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ মনে করেন প্রশিক্ষণ প্রদান করা বিষয়গুলো প্রতিপালন করা হলে নিজের ক্ষুদ্র আয় বৃদ্ধি পাবে। এ বিষয়টি ইতিবাচক।
- উত্তরদাতাগণের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ (৫৮%) বলেছেন প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে সেচের জন্য পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে। এ বিষয়টি ইতিবাচক।
- উত্তরদাতাগণের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ (৬৫%) প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে আগাম বন্যা হতে বোরো ধান রক্ষা পাবে বলে মনে করেন। এ বিষয়টি ইতিবাচক।
- উত্তরদাতাগণের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ (৫৩%) মনে করেন প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হলে তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে। এ বিষয়টি ইতিবাচক।
- উত্তরদাতাগণের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ (৭১%) বলেছেন প্রকল্প সমাপ্তির পরে বোরো ধানের ফলন ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এ বিষয়টি ইতিবাচক।
- জরিপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ (৫২%) মনে করেন নদী/খাল পুনখননের কারণে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এ বিষয়টি ইতিবাচক।
- উত্তরদাতাগণের সংখ্যা গরিষ্টের (৭৯%) সমাপ্ত/পুরাতন হাওরের 'পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ' কাজকর্ম সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই।
- উত্তরদাতাগণের সংখ্যা লগিষ্ট অংশ (মাত্র ২১%) পুরাতন হাওরগুলোর 'পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ' কাজ সম্বন্ধে আছেন। এঁদের ৬১% মনে করেন হাওরগুলোর 'পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ' ভালোভাবে হচ্ছে না। এটি প্রকল্পের দুর্বল দিক।
- প্রকল্পটি উপকারভোগীগণের নিকট গ্রহণীয়। ইহা প্রকল্পের সবল দিক।
- প্রকল্পের হাইড্রোলিক স্ট্রাকসার ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুসারে বাস্তবায়ন হচ্ছে।
- প্রকল্পের অর্জন উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩.৩ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিশ্লেষণ

৩.৩.১ প্রকল্পের লগ-ফ্রেমের পর্যালোচনা

লগ-ফ্রেমের ইনপুট (Input) এবং আউটপুটে বাস্তব কাজগুলো উল্লেখ করা আছে। কিন্তু 'জীবনমান উন্নয়নকরণ' উল্লেখ করা হয়নি। লগ্-ফ্রেইমের বর্ণনামূলক সারাংশে পারপাস (Purpose) অংশে -বোরো ধান রক্ষা করা; খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন; প্রান্তিক গোষ্ঠির উন্নয়ন ও টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন; নৌ-চলাচল উন্নয়ন; এবং জীবনমানের উন্নয়ন উল্লেখ করা হয়েছে। নৌ-চলাচল প্রকল্পটির একটি পারপাস–তা ডিপিপি-এর প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়নি। প্রকল্পের ডিপিপি-তে অবজেকটিভ [(Objectives and Targets (of Beneficiaries)] অনুচ্ছেদে মৌলিক অবকাঠামোতে সংযোগ উন্নয়নের (improve acess to basic infrastructure) কথা বলা হয়েছে; কিন্তু সমীক্ষা প্রতিবেদনে প্রকল্পের পানি উন্নয়ন বোর্ড অংশে মৌলিক অবকাঠামোতে সংযোগ উন্নয়নের কোনো পরিকল্পনা বা বরাদ্দ অনুমোদন করা হয়নি। ডিপিপি-তে গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন ও নির্মাণ (Rahabilitating and constructing the rural infrastructure) প্রকল্পটির একটি উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইহা সমীক্ষা প্রতিবেদনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে।

ডিপিপি-তে উপকারভোগী জনগণের লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করা হয়নি। লগ্-ফ্রেইমের পারপাস-এর বিপরীতে "Ensure safety of public & private properties and reduction of human hazards." উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রকৃতি 'বন্যা ব্যবস্থাপনা ও নিস্কাশন প্রকল্প'; "Ensure safety of public & private properties and reduction of human hazards." নয়।

লগ্-ফ্রেইমে প্রকল্পের লক্ষ্য (Goal) হিসেবে চারটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে: (ক) আগাম বন্যা হতে হাওর এলাকার বোরো ধান রক্ষা করা; (খ) ডুবন্ত বাঁধের ক্ষতি না করে নৌকা পারাপার সুবিধা সৃষ্টি করা; (গ) পরিবেশ উন্নয়ন করা; এবং (ঘ) ক্ষুদ্র

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ত্বরান্বিত করা। মূল ডিপিপি-র লগ্-ফ্রেইমে এসব লক্ষ্য উল্লেখ করা আছে। ”(গ) পরিবেশ উন্নয়ন করা”–লগ্-ফ্রেইমে লক্ষ্য (Goal) হিসেবে উল্লেখ করা সঠিক হয়নি।

প্রকল্পটির লক্ষ্য (Goal)-এর Objectively Verifiable Indicators (OVI) অংশে বলা হয়েছেঃ (ক) Extended haor management with reducing of flash flood at haor area; (খ) Secured natural and human resources, এবং (গ) Accelerated business activities। এগুলো যাচাই করার পদ্ধতি হিসেবে (ক) Evaluation Report of the National Plan; (খ) National environmental Report এবং (গ) Regional/National Business Report উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, (খ) Secured natural and human resources, এবং (গ) Accelerated business activities-এ দুটি প্রকল্পটির লক্ষ্য নয়।

প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য বোরো ধান উৎপাদন প্রকল্প-পূর্ব ৬৬৪,৫০০ টন হতে প্রকল্প-উত্তোর ১৫৪২,৭৫০ টনে বৃদ্ধি করা; অর্থাৎ ধান উৎপাদন নীট ৮৭৮,২৫০ টন বৃদ্ধি করা। প্রকল্পের লক্ষ্য (Goal) অর্জিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য প্রকল্প-উত্তর সময়ে ধান উৎপাদনের পরিমাণ নিরূপন করতে হবে।

প্রকল্প সমাপ্তির পরে যথাযথ পদ্ধত্তিতে সমীক্ষা পরিচালনা করে দেখতে হবে ’জীবনমান উন্নয়ন’-এর লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে কিনা।

প্রকল্পের লক্ষ্য (Goal) অর্জিত হয়েছে কিনা তাহা যাচাই করার পদ্ধত্তি হিসেবে লগ্-ফ্রেইমে (ক) Evaluation Report of the National Plan; (খ) National environmental Report এবং (গ) Regional/National Business Report উল্লেখ করা হয়েছে যাহা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু,(ক) Evaluation Report of the National Plan; (খ) National environmental Report এবং (গ) Regional/National Business Report দ্বারা এই বিশেষ প্রকল্পটির লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে কিনা তা বিষদভাবে নিরূপন করা যাবে না। সুতরাং, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীয় উদ্যোগে তৃতীয় পক্ষ দ্বারা প্রকল্প সমাপ্তির পরে ’প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা’ পরিচালনা করে তা সরকারের সমীপে উপস্থাপন করা হবে বাঞ্চনীয়। প্রতীয়মান হচ্ছে যে, লগ-ফ্রেম সঠিকভাবে প্রণয়ন করা হয় নাই।

৩.৩.২ ডিপিপি-এর অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনা

প্রকল্পটি ভবিষ্যতে কীভাবে টেকসই হবে ডিপিপি-তে সেই ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়নি। একটি প্রকল্প টেকসই হয় যদি সফলভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করার পরে এর ’পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ’ টেকসই হয়। প্রকল্পটির ’পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ’-এর ব্যাপারে সমীক্ষা প্রতিবেদনের (Preparatory Survey on Upper Meghna River Basin Watershed Management Improvement Project, Nippon Koei Co., Ltd., Feb 2014) সপ্তম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সেই আলোচনা হতে অন্যান্য বিষয় ছাড়াও দেখা যায়, ২০০৬-২০১১ সালে আয়ারল্যান্ড-এর কনসার্ণ (CONCERN) হাওর এলাকায় ২১টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। সেই প্রকল্পে কনসার্ণ সমবায় সমিতি গঠন করেছে; উপকারভোগীগণ উপ-প্রকল্প বাস্থবায়নের আংশিক ব্যয় বহন করেছে; এবং উপ-প্রকল্পগুলো ’পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ’-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সমাপ্তির পর প্রথম পাঁচ বছরে ২১টির মধ্যে দুইটি উপ-প্রকল্প নষ্ট হয়েছে।

কিন্তু বাপাউবো-এর হাওরে সমাপ্ত প্রকল্প সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্যাদি হতাশাব্যঞ্জক। হাওরের প্রকল্পের অধিকাংশ রেগুলেটর গেইট অথবা উত্তোলনের যন্ত্র চুরি হয়ে যাওয়ার কারণে অকার্যকর হয়েছে (প্রথম সমীক্ষা প্রতিবেদন)। এর ফলে গেইট পরিচালন করা ছাড়াই বাঁধের দুই পাশে পানির সমতা রক্ষা করা হয়েছে। গেইটের পরিবর্তে কাঠের ফলবোর্ড ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জরুরী পরিস্থিতে মাটি দিয়ে রেগুলেটর বন্ধ করা হয়েছে। ফসল আহরণের পরে রেগুলেটরের ফলবোর্ড বা মাটি অপসারণ করে হাওরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করানো হয়েছে। হাওরের অভ্যন্তরে ও বাহিরে পানির সমতা দ্রুত সমান রাখার অভিপ্রায়ে উপকারভোগীগণ বাঁধ কেটে দিয়েছে। এধরনের কাজ করা হয়েছে যেন পানির চাপে বাঁধ ভেঙ্গে না যায়।

এমনকি, কনসার্ণ কর্তৃক বাস্তবায়িত হাওর প্রকল্প সফল হওয়ায় সেই মডেলটির স্বার্থকতার অনুকরণে বাপাউবো-এর ’হাওর বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন’ প্রকল্পটি টেকসই করা যাবে কিনা–সে ব্যাপারে কোনো বিশ্লেষণ সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয় নি। সুতরাং, কনসার্ণ-এর বাস্তবায়িত হাওর প্রকল্প উপকারভোগীগণের ব্যবস্থাপনায় টেকসইভাবে ’পরিচালন’ ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখা, এবং ইতিবাচক প্রতীয়মান হলে তা হতে অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে আলোচ্য প্রকল্পে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ডিপিপি-তে শস্য নিবিড়তা প্রকল্প-উত্তর ১১০% এবং প্রকল্প-উত্তর ১৭৯% দেখানো হয়েছে। প্রকল্প-পূর্ব শস্য বোরো (স্থানীয় জাত) ও বোরো (উচ্চ ফলনশীল) এবং প্রকল্প-উত্তর শুধু বোরো (উচ্চ ফলনশীল) দেখানো হয়েছে। উল্লেখ করা যেগে পারে যে, হাওর এলাকায় শুধুমাত্র বোরো ধান প্রধান এবং একমাত্র ফসল। কিন্তু স্থানীয় বোরো এবং উচ্চ ফলনশীল বোরো মিলিয়ে শস্য নিবিড়তা ১১০% দেখানো হয়েছে যদিও বর্ণিত দুটি ফসল একই মৌসুমে উৎপাদন করা হয়। সুতরাং প্রকল্প-পূর্ব শস্য নিবিড়তা ১১০% সঠিক নয়। প্রকল্প-উত্তর শস্য উচ্চ ফলনশীল বোরো ধান উলেস্নখ করা হয়েছে (ডিপিপি পৃষ্ঠা-৪৯); এবং শস্য নিবিড়তা ১৭৯% দেখানো হয়েছে। অনুধাবনযোগ্য যে, একেই জমিতে একই মৌসুমে দুবার বোরো ধান উৎপাদন করা যায় না। সুতরাং প্রকল্প-উত্তর শস্য নিবিড়তা ১৭৯% সঠিক নয়।

কেস স্টাডির তথ্য হতে জানা গেছে প্রকল্পের বর্তমান শস্য নিবিড়তা আনুমানিক ১০০%।

প্রসঙ্গত উলেস্নখযোগ্য যে, ডিপিপি-তে বর্নিত প্রকল্পের তিনটি উদ্দেশ্য নিম্নরূপ।

(ক) বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণ;
(খ) কৃষি প্রবর্ধনের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন;
(গ) ক্ষুদ্র আয় বর্ধনের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন।

পরিদর্শন, উপকারভোগীগণের মতামত এবং নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার তথ্যাদি বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পটির লক্ষ্য অনুসারে অর্জন হয়েছে/হচ্ছে।

৩.৩.৩ প্রথম সংশোধিত ডিপিপি সূত্রবদ্ধকরণ (Formulation)

মূল ডিপিপি-তে ইকোনিক সাব-কোড ৭০৪১-এঃ (ক) রেগুলেটর পুনঃস্থাপন/নির্মাণ (Re-installation/Construction of Regulators) = ৫টি; এবং (খ) নতুন রেগুলেটর স্থাপন/নির্মাণ (Installation/Construction of New Regulators) = ৪২টি উল্লেখ করা হয়েছে। (ডিপিপি-এর পাতা ৪)। ডিপিপি-এর (ক) দফার বর্ণনা হতে স্পষ্ট হয় না যে মোট কতটি রেগুলেটর পুনঃসংযোজন করা হবে এবং কতটি রেগুলেটর নির্মাণ করা হবে। সংশোধিত ডিপিপি-তে একই ইকোনোমিক কোডে (ক) রেগুলেটর/কজওয়ে পুনঃসংযোজন = ৭টি এবং (খ) নতুন রেগুলেটর/কজওয়ে/ব্রীজ/বক্স ড্রেনেজ আউটলেট সংযোজন/নির্মাণ = ১৩৭ টি লেখা হয়েছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রথম সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে ১৯/০১/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে বলা হয়েছিল, ”যেহেতু প্রস্তাবিত ডিপিপি-তে Causeway, Pipe Sluice, Irrigation Inlet (and Bridge) ইত্যাদি কাজ নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেহেতু মন্ত্রণালয় পর্যায়ে প্রকল্পটি সংশোধন সম্ভব নয়। কাজেই প্রস্তাবিত RDPP টি পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।” (ডিপিপি-এর পৃষ্ঠা ৬০)। আরডিপিপি-এর লাইন আইটেমে শুধু Irrigation Inlet নতুন আইটেম হিসাবে লেখা হয়েছে; Causeway, Pipe Sluice, Bridge-এই আইটেমগুলো নতুন আইটেম হিসেবে পৃথকভাবে লেখা হয়নি। সুতরাং, Irrigation Inlet, Causeway, Pipe Sluice, Bridge-এগুলো আরডিপিপি-তে নতুন আইটেম হিসেবে লেখা যেতে পারে (যদি তেমন সুযোগ থাকে)।

৩.৩.৪ প্রকল্প বাস্তবায়নে বাপাউবো-এর জনবলের তথ্য

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য একটি 'প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর' (সদর দপ্তর ঢাকা) এবং একটি 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট' (মাঠ পর্যায়ে) সংস্থান করা হয়েছে।

নিম্নের সারণিতে 'প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর' এবং 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট'-এর অনুমোদিত ও কর্মরত জনবলের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো। কর্মরত জনবলের পরিমাণ/সংখ্যা অনুমোদিত সংখ্যার সমান প্রতীয়মান হচ্ছে; সুতরাং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের সংস্থান যথাযথ।

(ক) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর

ক্রমিক নং:	পদের নাম	অনুমোদিত সংখ্যা	কর্মরত সংখ্যা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
	মোট	১৯	১৯	-

(খ) প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট

ক্রমিক নং:	পদের নাম	অনুমোদিত সংখ্যা	কর্মরত সংখ্যা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
	মোট	১৬৯	১৬৯	

৩.৩.৫ প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও স্টিয়ারিং কমিটি

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি

ডিপিপি-তে প্রকল্পটির জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

-প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে প্রয়োজনীয় সহায়তা অথবা পরামর্শ প্রদান করা;
-সমস্যা সমাধান করার সিদ্ধান্ত প্রদান করা যদি প্রকল্প বাস্তবায়ন করার সময়ে কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়;
-প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি তিন মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে; এবং
-প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি যদি প্রয়োজন মনে করে তবে অন্যান্য সদস্য কো-অপ্ট (co-opt) করতে পারবে।
-প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি আশানুরূপ কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করতে পারেনি। প্রতি ৩ মাসে কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠানের কর্মসূচি রয়েছে। মার্চ ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ২২ টির মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির ১ (এক)টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন যে, মূল ডিপিপি অনুমোদনের পরে 'প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি' গঠন করা হয়েছিল। ডিপিপি প্রথমবার সংশোধন করার সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির গঠনও সংশোধন করা হয়েছিল। কিন্তু পরিবর্তিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এ যাবৎ আনুষ্ঠানিকভাবে গঠন করা হয় নাই। সে জন্য কমিটির আর কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয় নাই।

স্টিয়ারিং কমিটির সভা

প্রকল্পের একটি ১২ সদস্যের স্টিয়ারিং কমিটি আছে। কার্য পরিধি অনুসারে কমপক্ষে প্রতি ৩ মাসে কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে। মার্চ ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ২২টির মধ্যে স্টিয়ারিং কমিটির ৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩.৩.৬ প্রকল্পের মূল্যায়ন কমিটি

প্রকল্পের মধ্য-মেয়াদি মূল্যায়ন করার জন্য একটি মূল্যায়ন কমিটি (Mid Term Evaluation Committee, MTEC) রয়েছে।

কমিটির কার্যপরিধি বেশ বিস্তৃত। (মূল ডিপিপি-এর পৃষ্ঠা ১৯)। মধ্য-মেয়াদি মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য সম্পাদন করা ভৌত কাজের উৎকর্ষতা (performance) নিরূপন করা। ডিপিপি-তে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রকল্পের বাস্তব কাজের ৪৫-৫৫% বাস্তবায়ন সমাপ্ত হলে মধ্য-মেয়াদি মূল্যায়ন করা হবে। (মূল ডিপিপি, পৃষ্ঠা ১৮)। আনুষ্ঠানিকভাবে কমিটি এখনও গঠন করা হয়নি। কমিটি গঠন করে মধ্য-মেয়াদি মূল্যায়ন সমীক্ষা শুরু করা যেতে পারে।

৩.৩.৭ প্রকল্পের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কমিটি

প্রকল্পের পরিবীক্ষণ কাজের জন্য ডিপিপি-তে একটি 'অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কমিটি' গঠন করার জন্য বলা হয়েছে। কমিটি সময়ে সময়ে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করবে। কমিটি প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন মনে করলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ-কে উপদেশ প্রদান করবে। অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করে কার্যপরিধি অনুসারে প্রকল্পের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

৩.৩.৮ পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠন

মূল সমীক্ষা প্রতিবেদনে ১০০টি পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠন করার সংস্থান ছিল। উপদেষ্টাগণ বেইস লাইন সার্ভে সমাপ্ত করার পরে ৩৮০টি পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। পরে চুড়ান্তভাবে ৩৭৩টি পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ২৫৯টি পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠন সম্পন্ন হয়েছে (অগ্রগতি ৬৯%); এবং সে সময়ে ১১৪টি কমিটি চুড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল। অবশিষ্ট ১১৪টি দল অনুমোদন সাপেক্ষ অগ্রগতি ১০০%।

এ সমিতিগুলোতে ১,৩০,৭২৯ জন সদস্য ভর্তি হয়েছেন; তাঁদের ৬০,০৬৯ (৪৬%) নারী। কমিটিগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহব্যঞ্জক। কমিটির সদস্যগণ হতে ভর্তি ফি বাবদ টঃ ১৩,০৭,২৯০.০০ টাকা এবং শেয়ার বাবদ টঃ ২০,৪৬,৫৯০ টাকা জমা হয়েছে। তাঁদের জমা আছে ২,৫৯,৩৮,৪৮৪.০০ টাকা। 'পওর' খাতে তাঁদের জমা আছে টঃ ১৩,০৭,২৯০.০০ টাকা; এবং অন্যান্য জমা টঃ ১৭,৩১,৫১৮.০০ টাকা। [সর্বমোট টঃ ৩,২৩,৩১,১৭২.০০ টাকা।] এটা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। এ ছাড়াও পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যগণ কৃষি আয় প্রবর্ধক ও ক্ষুদ্র আয় প্রবর্ধক কাজের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন এবং তাঁরা কৃষকগণকে কৃষি উন্নয়নমূলক কাজকর্মে সংগঠিত করছেন।

৩.৩.৯ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

প্রকল্পের জন্য একটি পরামর্শক টিম রয়েছে। পরামর্শকগণের অন্যতম দায়িত্ব হলো: বাস্তব কাজের ও আর্থিক অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা; কাজ বাস্তবায়ন এবং কাজের গুণগত মান অর্জন তত্ত্বাবধান করা; প্রকল্পের মূল্যায়নের জন্য 'বেইস্ লাইন সার্ভে' (baseline survey) করা; এবং বাপাউবো-এর কর্মকর্তাগণের মধ্যে 'প্রযুক্তি স্থানান্তর' (technology transfer) করা। উপদেষ্টাগণ কর্তৃক প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে বাপাউবো-এর অনুমোদন গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৩.৩.১০ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ

মূল ডিপিপি-তে জমি অধিগ্রহণ প্রাক্কলন করা হয়েছিল ৪০৮ হেক্টর। সংশোধিত ডিপিপি-তে পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪৭০ হেঃ (১৫.২% বৃদ্ধি)।

বিগত ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ৮% (৩৭.৬০ হেক্টর)। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ৩% অর্থাৎ ১৪.১০ হেক্টর মাত্র।

প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রতায়মান হয়, ২০১৬ সালে দাখিল করা প্রস্তাবের বিপরীতে ৮টি এল, এ, কেইসের জমির অধিগ্রহণ নভেম্বর ২০১৯ মাসেও সম্পন্ন হয়নি। অন্য এল, এ, কেইসের প্রস্তাব পরের সময়ের।

প্রকল্পের বাস্তব কাজের অগ্রগতি দ্রুত অর্জন করার পথে জমি অধিগ্রহণের ধীর গতি একটি প্রধান কারণ। জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক-কে প্রেরণ করা যেতে পারে।

৩.৩.১১ প্রকল্পের প্রধান অঙ্গের নির্মাণ কাজের গুনগত মান পরিবীক্ষণ

মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে কতিপয় সমাপ্ত ও চলমান বাস্তব কাজ পরিদর্শন করে কাজের গুণগত মান পরীক্ষা করা হয়েছে। পরিদর্শন করা বাস্তব কাজ সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

৩.৩.১১.১ পুরাতন হাওরের ডুবন্ত বাঁধ পুনর্বাসন

ডুবন্ত বাঁধ পুনর্বাসন কাজ স্থানীয় মাটি দ্বারা করা হয়েছে। স্থানীয় শ্রমজীবি মানুষ বাঁধ পুনর্বাসন কাজে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। দুর্বাঘাসের চাপড়া দ্বারা বাঁধের দুপাশ এবং ক্রেস্টের কিছু পরিমাণ স্থান আবৃত করা হয়েছে। পুরানো বাঁধে দুর্বা ঘাস ভালোভাবে গজিয়েছে। কয়েকটি স্থানে এলোপাতাড়িভাবে (randomly) পরিমাপ নিয়ে বাঁধের ক্রেস্ট, সাইড-স্লোপের পরিমাপ ডিজাইনের অনুরূপ পাওয়া গেছে।

৩.৩.১১.২ নতুন ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ

নতুন ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ কাজ স্থানীয় মাটি দ্বারা করা হয়েছে। স্থানীয় শ্রমজীবি মানুষ বাঁধ নির্মাণ করার কাজে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন; পাশিপাশি মেশিনও ব্যবহার করা হয়েছে। নির্মাণ সম্পন্ন করা বাঁধের দুপাশ এবং ক্রেস্টের কিছু পরিমাণ স্থান দুর্বাঘাসের চাপড়া দ্বারা আবৃত করা হয়েছে। দুর্বা ঘাস ভালোভাবে গজিয়েছে। বাঁধের কমপেকশন (compaction) উপদেষ্টাগণ ল্যাবোরেটরীতে স্তরে স্তরে পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং পরীক্ষার রিজাল্ট সংরক্ষণ করেছেন। পরীক্ষার রিজাল্ট হতে দেখা গেছে ৮৫% কমপেকশন করা হয়েছে। কয়েকটি স্থানে এলোপাতাড়িভাবে (randomly) পরিমাপ নিয়ে বাঁধের ক্রেস্ট, সাইড-স্লোপের পরিমাপ ডিজাইনের অনুরূপ পাওয়া গেছে।

নিম্নের আলোকচিত্র (আলোকচিত্র-১) দেখা যেতে পারে।

আলোকচিত্র-১। উপদেষ্টাগণ কর্তৃক হাওরের ডুবন্ত বাঁধের ক্রেস্টের প্রস্থ পরীক্ষাকরণ। মার্চ ২০২০।

নির্মাণ সমাপ্ত করা বাঁধে বর্ষার পানির ঢেউয়ের আঘাতে বিভিন্ন স্থানে স্লোপ ক্ষয় হয়েছে।

নিম্নের আলোকচিত্র (আলোকচিত্র-২) দেখা যেতে পারে।

আলোকচিত্র-২। ঢেউয়ের আঘাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হাওরের বন্যা ব্যবস্থাপনা বাঁধ। মার্চ ২০২০।

ডুবন্ত বাঁধ ডিজাইন অনুসারে নির্মাণ করা হয়েছে।

৩.৩.১১.৩ নতুন রেগুলেটর নির্মাণ

কিশোরগঞ্জ জেলার উত্তর-ডিপ্রেশন হাওরে ২০১৭-১৮ সালে নির্মাণ করা রেগুলেটরের নিম্নের আলোকচিত্রটি অবলোকন করা যেতে পারে।

আলোকচিত্র-৩: উত্তর-ডিপ্রেশন রেগুলেটর। মার্চ ২০২০।

রেগুলেটরটি ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুসারে নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণ কাজে বাহ্যত কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি।

৩.৩.১১.৪ কজওয়ে নির্মাণ

(ক) কারপাশা 'কজওয়ে'

'কারপাশা কজওয়ে' নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে জুন ২০১৯ সালে। কজওয়ে সে বছর অস্থায়ী মাটির বাঁধ নির্মাণ করে বোরো ধান রক্ষার জন্য বন্ধ করা হয়েছিল। এবং ধান আহরণের পরে তা উন্মুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু 'কজওয়ে'-এর উপর দিয়ে জনগণের পারাপারের ব্যবসা না থাকায় জনগণ কাঠামোর উপরে বাঁশের তৈরী পাটাতন স্থাপন করেছে। নৌকা পারাপারের সময়ে পাটাতন উপরে উত্তোলন করা হয়; নৌকা পার হয়ে গেলে আবার তা যথাস্থানে স্থাপন করা হয়। নিম্নের আলোকচিত্র (আলোকচিত্র-৪) দেখা যেতে পারে।

আলোকচিত্র-৪: কারপাশা কজওয়ে। (ফাইল ছবি)।

সুতরাং, 'কজওয়ে'-এর উপর দিয়ে পারাপারের সুযোগ সৃষ্টি করা/রাখা জনগণের একটি বড় দাবী।

(খ) বিবিয়ানা 'কজওয়ে'

হবিগঞ্জ জেলার বিবিয়ানা খালের/নদীর উপরে একটি 'কজওয়ে' নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে জানুয়ারী ২০২০ মাসে। নিম্নের আলোকচিত্র (আলোকচিত্র-৪) দেখা যেতে পারে।

আলোকচিত্র-৪: বিবিয়ানা 'কজওয়ে'। মার্চ ২০২০।

এ কজওয়েটির উজানে (চিত্রে উপরের দিকে) বিবিয়ানা খাল/নদীর উপরে ব্রীজ আছে। সুতরাং এ কজওয়ের উপর দিয়ে জনগণের পারাপারের সমস্যা নেই। কিন্তু এই কজওয়ের বড় সমস্যা হলো–আগাম বন্যা প্রতিরোধের জন্য কজওয়ে বন্ধ করা হলে কজওয়ের উজান দিকে রাস্তার পূর্ব-পাশের জনগণের বাড়িঘর আগাম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এলাকার আগাম বন্যার সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশংকিত জনগণ পরিস্থিতি মারাত্মক হলে অস্থায়ী বাঁধ নিজেরা উন্মুক্ত করে দেবে-তাদের মনোভাব এরূপ। কজওয়ের কারণে যাঁদের ফসল রক্ষা পাবে–তাঁরা কজওয়ে হতে অনেক দূরে বাস করে। এই কজওয়েটির কার্যকারিতা সম্বন্ধে ঝুঁকি রয়েছে।

এ কজওয়েটির সাইট পূর্বপাশের রাস্তার ব্রীজের ভাটিতে তির্যকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। তীব্র বেগের আগাম বন্যার পানি ব্রীজের ভাটিতে এসে ঘুর্ণনের সৃষ্টি করবে; এর ফলে ব্রীজের ভাটিতে খালের/নদীর দক্ষিণ পাড় ভাঙ্গন কবলিত হবে; ফলে কজওয়ে আউট-ফ্লাংক (out-flank) হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যদি কজওয়ে আউট-ফ্লাংক হয়ে যায় তবে কজওয়ের ভাটিতে খালের/নদীর পাড়ের একটি স্থাপনা ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সুতরাং, বিবিয়ানা কজওয়ের ব্যাপারে উজানের জনগণের বিরূপ মনোভাব নিরসন করার ব্যাবস্থা নেওয়া যেতে পারে। ব্রীজ হতে কজওয়ে পর্যন্ত খালের/নদীর দক্ষিণ পাড় মজবুত করে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। কজওয়ে ডিজাইন অনুসারে নির্মান করা হয়েছে।

৩.৩.১১.৫ খাল/নদী পুনঃখনন

খাল/নদী পুনঃখনন কাজ ডিজাইন মাফিকভাবে করা হয়েছে। খাল/নদীর পাড়ের স্লোপ অটুট আছে। নিম্নের আলোকচিত্র (আলোকচিত্র-৫) দেখা যেতে পারে। পুনঃখনন করা খাল/নদী পলি মাটি দ্বারা ভরাট হয়ে যাওয়ার কোনো তথ্য সমীড়্গায় পাওয়া যায়নি।

আলোকচিত্র-৫: উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের একজন বিশেষজ্ঞ পুনঃখনন করা খাল/নদী পর্যবেক্ষণ করছেন। মার্চ ২০২০।

কিশোরগঞ্জে কুরিগাই গাঙ খাল পরিদর্শন করে দেখা গেছে পুনঃখননকৃত মাটি খালের পাড়ে/বাঁধের ওপরে বিভিন্ন স্থানে স্তুপ করে রাখা হয়েছে। স্তুপ করে রাখা মাটি লেভেল করে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। খাল/নদী পুনঃখনন কাজ ডিজাইন অনুসারে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৩.৩.১১.৬ পানি ব্যবস্থাপনা দলের অফিস নির্মাণ

কিশোরগঞ্জে পঞ্চমুখি পানি ব্যবস্থাপনা দলের জন্য নির্মাণাধীন অফিস ভবনের একটি আলোকচিত্র নিম্নে প্রদান করা হলো।

আলোকচিত্র-৬: কিশোরগঞ্জে পঞ্চমুখি পানি ব্যবস্থাপনা দলের জন্য নির্মাণাধীন অফিস ভবন (সম্মুখের দৃশ্য)। মার্চ ২০২০।

পানি ব্যবস্থাপনা দলের জন্য মোট ৬০টি অফিস ভবন নির্মাণ করার সংস্থান আরডিপিপি-তে করা হয়েছে; কিন্তু মূল ডিপিপি-তে পানি ব্যবস্থাপনা দলের জন্য অফিস ভবন নির্মাণ করার সংস্থান ছিল না।

নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ৫৫টি ভবনের সাইট নির্ধারণ চুড়ান্ত করা হয়েছে; সাইট চুড়ান্ত করা ১১টি ভবন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়নি কারণ সেগুলোর জমি নিচু প্রকৃতির (Low land); এবং ৫টির সাইট তখনও চুড়ান্ত করা যায়নি। ভবনগুলোর ৭টির (১২%) জমির রেজিস্ট্রেইশন সম্পন্ন হয়েছে। নভেম্বর পর্যন্ত ৫টি ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান ছিল। সিদ্ধান্ত গ্রহণের অপেক্ষায় ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

পানি ব্যবস্থাপনা দলের (WMG) জন্য অফিস ভবন নির্মাণ ডিজাইন অনুসারে করা হচ্ছে। সাইট পরিদর্শন চুড়ান্ত করা ভবনগুলো নির্মাণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত দ্রুত গহণ করা যেতে পারে।

৩.৩.১২ কজওয়েের ডিজাইন ও ব্যবস্থাপনা (পরিচালন)

কজওয়েগুলোর উপর দিয়ে জনগণের একপাড় হতে অন্যপাড়ে পারাপার করার ব্যবস্থা নেই। এ অবস্থা জনগণের নিকট সাদৃত নহে।

এখনও নির্মাণ করা হয়নি এমন কজওয়েগুলো লোহার গেইট লাগিয়ে অপারেট করার বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। [৩.০ মিটার বা ৪.০ মিটার প্রশস্থ কজওয়েতে দুইটি লোহার গেইট সংযোজন করা যেতে পারে; গেইট দুটি কজওয়ের ফ্লোরে লোহার রেলের (Iron rail) উপরে চাকাসহ (Wheel) বসানো যেতে পারে; গেইটের চারপাশে পুরু রাবার সীল (Rubber seal) সংযোজন করা যেতে পারে; একটি গেইটকে অন্যটির উপরে পানি প্রবাহ নিরোধের জন্য প্রয়োজনানুসারে ওভার-ল্যাপ (overlap) করে দেওয়া যেতে পারে; এমনকি দুটি গেইট বিশেষ ধরনের নাট-বোল্ট দিয়ে পানি নিরোধকভাবে বন্ধ করা যেতে পারে।]

সুযোগ হাতে থাকলে নির্মাণ শুরু করা হয়নি এমন কজওয়েগুলোর প্রস্থ হ্রাস করা সম্ভব কিনা সে ব্যাপারে ডিজাইন পুনঃপরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

প্রকল্পটি টেকসই করার জন্য কজওয়েগুলোর নির্মাণ কাজে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। এ জন্য দুটি বিকল্প বিবেচনা করা যেতে পারে। এর প্রথমটি হলো–ব্যারেজের গেইটের মতো বড় গেইট ব্যবহার করা ও গেইট উত্তোলনের জন্য বিদ্যুৎ চালিত মটর ব্যবহার করা। [গঙ্গা সেচ প্রকল্পের কুষ্টিয়া ক্যানেল হেড রেগুলেটরে এ প্রযুক্তির প্রয়োগ বিদ্যমান রয়েছে।]

উন্নত প্রযুক্তির অন্য বিকল্পটি হলো–হাইড্রোলিক এলিভেটর গেইট ব্যবহার করা।

কজওয়েয়ের উপর দিয়ে জনগণের পারাপারের সুযোগ রাখার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এ জন্য কজওয়েয়ের উপরে দুপাড়ে জনগণের পারাপারের জন্য প্লাটফরম নির্মাণ করা যেতে পারে। [এ ধরনের ব্যবস্থাও গঙ্গা সেচ প্রকল্পের কুষ্টিয়া ক্যানেল হেড রেগুলেটরে বিদ্যমান আছে। বিকল্প ডিজাইন বা বিকল্প উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা না হলে কজওয়েগুলো যথাসময়ে বাপাউবো কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উন্মুক্ত করে দেওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত।

কজওয়ে ডিজাইন এবং স্পেসিফিকেশন মাফিক নির্মাণ করা হয়েছে/হচ্ছে।

৩.৩.১৩ হাইড্রোলিক স্ট্রাকসারের নির্মাণ সামগ্রীর গুনগত মান

প্রকল্পে নির্মাণাধীন হাইড্রোলিক স্ট্রাকসারের নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মানের ব্যবহারের পূর্বে ল্যাবোরেটরী পরীক্ষা করানো হয়েছে। যেমন, এম, এস, রডের শক্তি, এম,এস, কনক্রিটের শক্তি, বালুর ফাইন্‌নেস্‌ মডিউলাস, ইত্যাদি টেষ্ট করানো হয়েছে। এগুলোর পরীক্ষার রিজাল্ট ডিজাইন স্পেসিফিকেশন-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সমাপ্ত কাজের দৃশ্যমান অংশের অবয়বে (face) কোনো ত্রুটি পরিলক্ষ্যিত হয়নি। নির্মাণ কাজে লোহার সার্টার ব্যবহার করা হচ্ছে। একটি সাইটে এম,এস, রডের কভার (clear cover) প্রয়োজনের চেয়ে কম প্রতীয়মান হয়েছে। একটি রেগুলেটরে গেইট লাগানোর গ্রুভটি (gate-grove) ত্রুটিপূর্ণ পরিলক্ষ্যিত হয়েছে। এগুলো নির্মাণ মিস্ত্রির অথবা নির্মাণ মুহূর্তে তদারকির অজ্ঞতার কারণে হয়েছে।

হাইড্রোলিক স্ট্রাকসার (hydraulic structure) নির্মাণ কাজের খুঁটিনাটি একজন দক্ষ বিশেষজ্ঞ বাপাউবো-এর নির্মাণ কাজ তদারককারীগণকে লেকচার (lecture) দিয়ে এবং সাইটে প্রত্যক্ষভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে পারেন।

৩.৩.১৪ সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ

বাপাউবো-এর ৬৪ জন 'ও এন্ড এম' ম্যানুয়েল-এর উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে; এক্সটেনশন ওভারশিয়ার ও কো-অর্ডিনেটরগণের ৩১২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পানি ব্যবস্থাপনা দলকে শক্তিশালী করার জন্য দলের ৯,০২৪ নির্বাহী সদস্যতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩.৩.১৫ সক্ষমতা বৃদ্ধির বিদেশ প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের অর্থায়নে ট্রেনিং কোর্সে ৮ জন ও ওভারসীইজ (overseas) স্ট্যাডি টুরে ১২ জনের প্রশিক্ষণের সংস্থান রয়েছে। বিদেশ প্রশিক্ষণ এখনও বাস্তবায়ন হয় নি।

৩.৩.১৬ কৃষি প্রবর্ধন সহায়ক উপ-প্রকল্প

কৃষি প্রবর্ধক সহায়ক উপ-প্রকল্প (সেবা)-এর আওতায় মোট ১৫টি কর্মসূচী হয়েছে। এগুলো প্রধানত কৃষি আয়-বর্ধক কাজকর্মের প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট। মোট ৩৮,৮৬১ জন কৃষককে নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ৬৫ একরে সরিষা, ৩১ একরে ভুট্টা, ৮০ একরে গোল আলু চাষের প্রদর্শনী খামার করা হয়েছে। এ উপ-প্রকল্পে নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ২৫,৩০০ হিজল গাছের চারা এবং ১,০০০ তাল গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। এটি ভাল উদ্যোগ।

৩.৩.১৭ ক্ষুদ্র আয় সংঘটন উপ-প্রকল্প

এ উপ-প্রকল্পে গৃহ-আঙ্গিনায় শাক-শব্জি উৎপাদন, ফল উপাদন, হাঁস পালন, ছাগল পালন, সেলাই কাজ, ইত্যাদি বিষয়ে ১৪,৬০১ জন পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ৫,৪৩৭ জন দুস্থ নারীকে হাঁস পালনের, ১,৭৮৬ জনকে ছাগল পালনের এবং ৬১৫ জনকে সেলাই কাজের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত সময় পর্যন্ত প্রশিক্ষণগ্রহণকারীগণ ১৬.৪৬ লক্ষ হাঁসের ডিম এবং ৪৬৭টি ছাগলের বাচ্চা উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। এ উপ-প্রকল্পের উপকার দৃশ্যমান হচ্ছে।

৩.৩.১৮ পরিবেশ দূষণ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম

প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর কর্তৃক গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতি নির্মাণ বৎসর (মৌসুম) জন্য একটি করে পরিবেশ পরিবীক্ষণ প্রস্তুত করার জন্য উপদেষ্টাগণকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উপদেষ্টাগণ মে ২০১৭, মে ২০১৮ এবং মে ২০১৮ মাসে বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। বর্ণিত সময়ে ৮টি সাইটে বায়ুর দূষণ গ্রহণীয় মাত্রার নিচে ছিল।

৩.৩.১৯ উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদান

উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবা প্রদান স্বাভাবিকভাবে চলমান আছে। উপদেষ্টাগণ কার্যপরিধি অনুসারে প্রকল্পের কাজের এবং আর্থিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করছেন। প্রতিবেদনের মান সন্তোষজনক প্রতীয়মান হচ্ছে। উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানে মেটি ৬ জন বিদেশী উপদেষ্টা আছেন; তাঁদের ইনপুট (input) ৬৪ জন-মাস। উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের চুক্তিতে দেশীয় উপদেষ্টা আছেন ১৩ জন; তাঁদের ইনপুট ৩০৮ জন-মাস। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ৯৬ মাসে তাঁদের ইনপুট খন্ডকালীন।

উপদেষ্টাগণের ৫৫ নম্বর প্রতিবেদন (নভেম্বর ২০১৯) হতে প্রকল্পের জন্য ডিজাইন সংখ্যার লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন সংক্রান্ত তথ্য পরিদৃষ্ট হয় না। উপদেষ্টাগণের প্রতিবেদনে পৃথক টেবিলে ’ডিজাইন লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন’ সংযোজন করা প্রয়োজন।

৩.৩.২০ প্রকল্প বাস্তবায়নে ঠিকাদারগণের সক্ষমতা/বাস্স্তব কাজের প্যাকেজওয়ারী অগ্রগতি

মোট ৪৪ টি প্যাকেজে প্রধান প্রধান বাস্স্তব কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। এ প্যাকেজগুলোর সর্বশেষ সময় পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতির তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলো।

(ক) অর্থ বছর ২০১৬-১৭-এর কেরিড ওভার কাজের বর্তমান অগ্রগতি

অর্থ বছর ২০১৬-১৭-এর কেরিড ওভার কাজের বর্তমান অগ্রগতি অবস্থা লেখচিত্র-৩.২২ এ প্রদর্শন করা হলো।

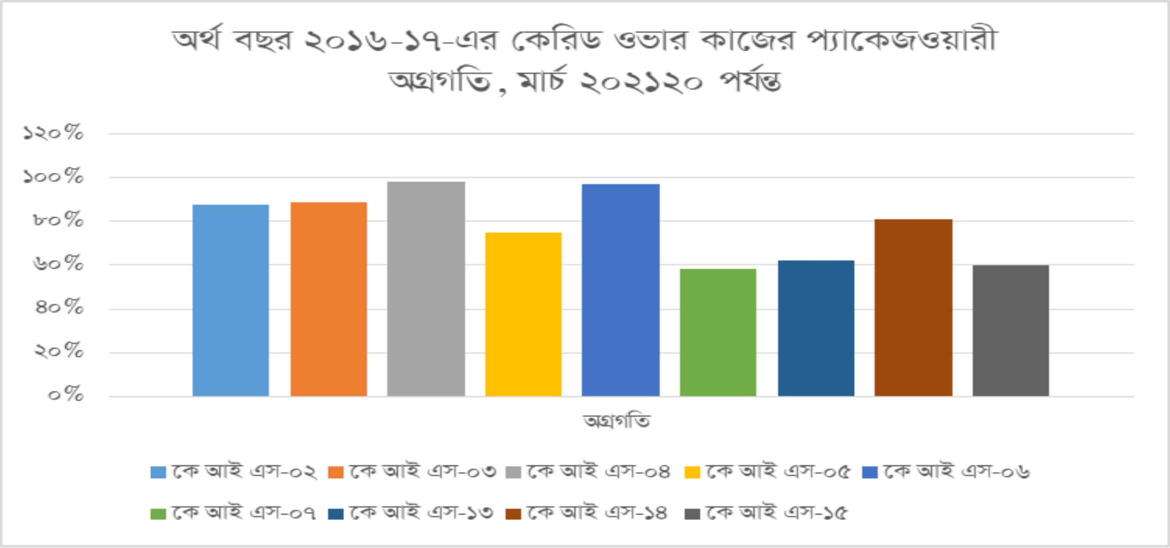

লেখচিত্র-৩.২২: অর্থ বছর ২০১৬-১৭-এর কেরিড ওভার কাজের মার্চ ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি।

পর্যবেক্ষণ

একটির অগ্রগগতি ৬০%-এর নিম্নে; ৩টি অগ্রগতি ৬০% হতে ৮০% এর মধ্যে; ৩টি প্যাকেজের অগ্রগতি ৮০% বা তার উর্ধে (কিন্তু ৯০% নিচে) এবং দুটি প্যাকেজের অগ্রগতি প্রায় ৯৮%।

(খ) অর্থ বছর ২০১৭-১৮-এর কেরিড ওভার কাজের অগ্রগতি

অর্থ বছর ২০১৭-১৮-এর কেরিড ওভার কাজের মার্চ ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতির অবস্থা লেখচিত্র-৩.২৩ এ প্রদর্শন করা হলো।

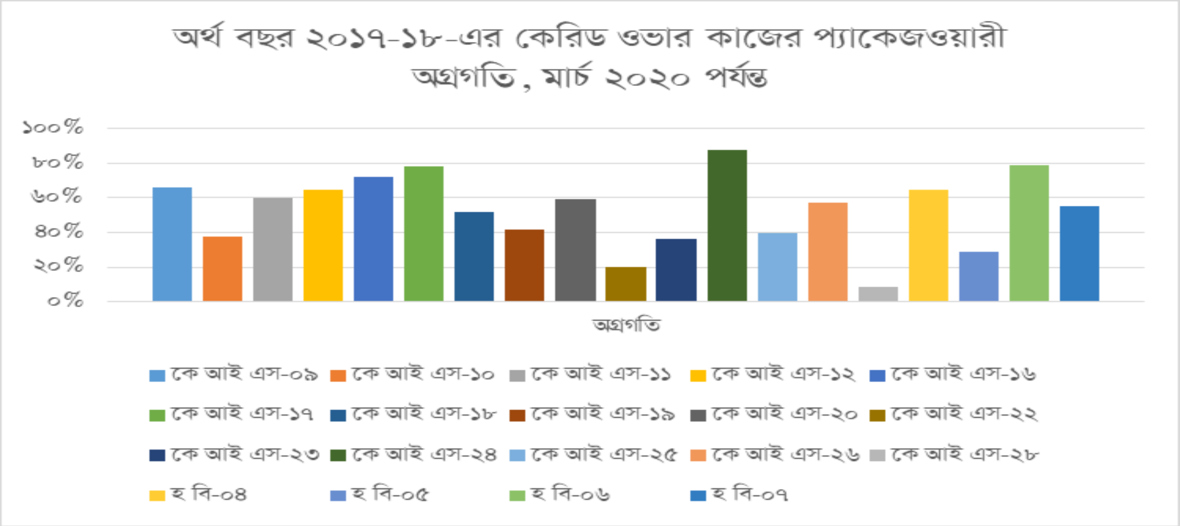

লেখচিত্র-৩.২৩: অর্থ বছর ২০১৭-১৮-এর কেরিড ওভার কাজের মার্চ ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি।

পর্যবেক্ষণ

একটির অগ্রগতি ১০%-এর নিম্নে; ১টির অগ্রগতি ২০%; ২৫ হতে ৪০% এর মধ্যে অগ্রগতি ৪টির; ৫০ থেকে ৬০% এর মধ্যে ৫টির; ৬০ থেকে ৮০% এর মধ্যে ৬টির; এবং ১টির অগ্রগতি প্রায় ৮৮%।

(গ) অর্থ বছর ২০১৮-১৯-এর কেরিড ওভার কাজের বর্তমান অগ্রগতি

অর্থ বছর ২০১৮-১৯-এর কেরিড ওভার কাজের মার্চ ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতির অবস্থা লেখচিত্র-৩.২৪ এ প্রদর্শন করা হলো।

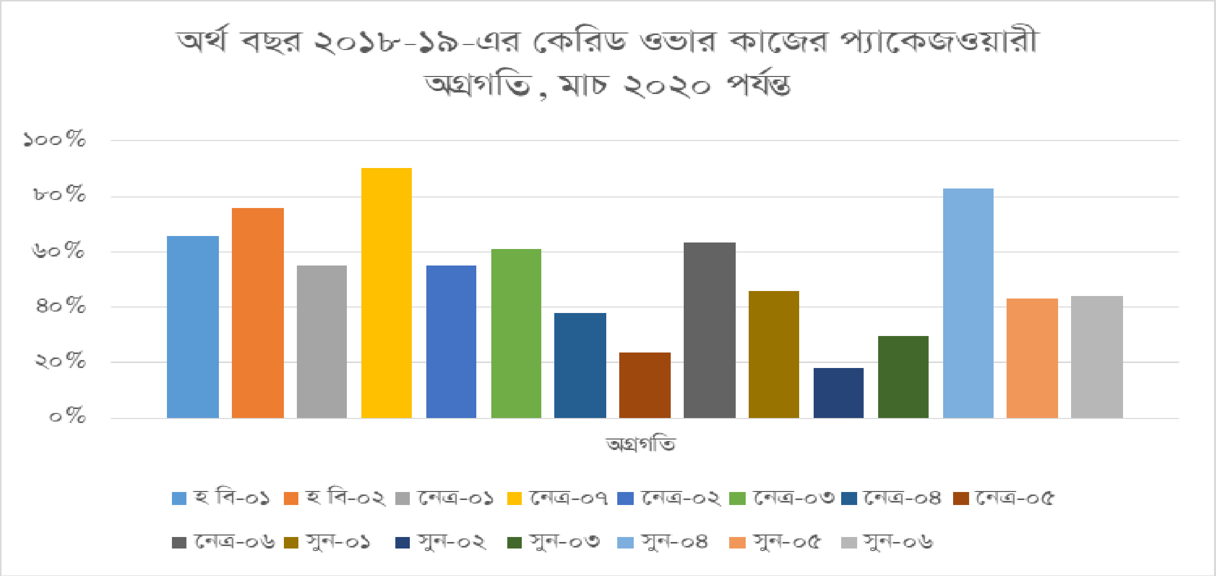

লেখচিত্র-৩.২৪: অর্থ বছর ২০১৮-১৯-এর কেরিড ওভার কাজের মার্চ ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি।

পর্যবেক্ষণ
২০১৮-১৯ অর্থবছরে কার্যাদেশ প্রদান করা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন ১৫টি প্যাকেজের ৭টির অগ্রগতি ৫০% এর নিচে; ২টির ৫০ থেকে ৬০%; ৩টির ৬০ থেকে ৭০%; এবং ২টির ৮০% ৯০%। প্যাকেজগুলোর মধ্যে সব চেয়ে কম অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে প্যাকেজ নম্বর সুনাম-০২ এর, মাত্র ১৮%। এ কাজটি পিয়াং নদী পুঃখনন। কাজটির কার্যাদেশ ইস্যু করা হয়েছিল ২৭/১১/২০১৮ তারিখে; কাজ সমাপ্তির নির্ধারিত মেয়াদ ১৬/০৬/২০২০ তারিখ। কাজের চুক্তি মূল্য ট ১১৯৩.৭৫ লক্ষ টাকা। বিগত সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত কাজটির অর্জিত অগ্রগতি ছিল ১৪%, নভেম্বর মাসের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল 'কাজটি বন্ধ'; ফেব্রুয়ারী ২০২০ এর শেষে কাজের পুঞ্জিভূত অগ্রগতি হয়েছে ১৮% অর্থাৎ ডিসেম্বর হতে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৩ মাসে অগ্রগগতি হয়েছে মাত্র ৪%।

(ঘ) অর্থ বছর ২০১৯-২০-এ কার্যাদেশ প্রদান করা কাজের বর্তমান অগ্রগতি

অর্থ বছর ২০১৯-২০-এর কাজের মার্চ ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতির অবস্থা লেখচিত্র-৩.২৫ এ প্রদর্শন করা হলো।

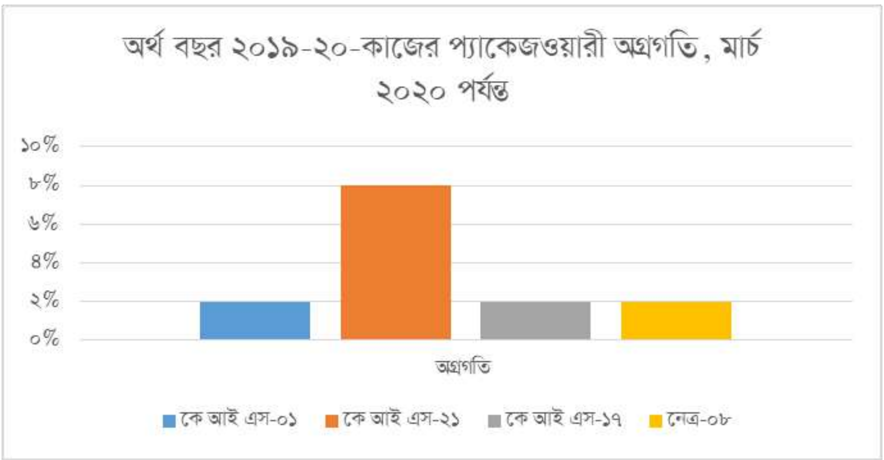

লেখচিত্র ৩.২৫: অর্থ বছর ২০১৯-২০-এর কাজের মার্চ ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি।

পর্যবেক্ষণ
অর্থ বছর ২০১৯-২০-এর কার্যাদেশ প্রদান করা ৪টির মধ্যে ৩টির অগ্রগতি গড়ে ২% মাত্র; শুধু ১টির অগ্রগতি ৮%।

৩.৩.২১ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সার্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবে পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। আরডিপিপি-তে মোট ৫২টি প্যাকেজ অনুমোদন করা ছিল। তন্মধ্যে ৪টি প্যাকেজ বাতিল করা হয়েছে (জানা গেছে ৪টি প্যাকেজের ইঙ্গিত বাস্তব কাজ অন্য সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে; সেগুলো প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন করার প্রয়োজন হবে না)। মে ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের পুঞ্জিভুত সার্বিক অগ্রগতি ৬৮%: বাস্তব কাজের অগ্রগতি ৪৭.৫০%। অগ্রগতি শ্লথ হওয়ার কয়েকটি কারণ হলো: (১) ৮টি প্যাকেজের অগ্রগতি অর্জন জমি অধিগ্রহণ বিলম্বে কারণে ব্যাহত হয়েছে; (২) স্থানীয় সমস্যার কারণে ২টি প্যাকেজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে; অন্যগুলোর কাজ ঠিকাদারগণ যথাসময়ে শুরু করেননি; অথবা তাঁদের যথাযথ সক্ষমতার অভাবে অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে।

৩.৩.২২ নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প সমাপ্তকরণ

প্রকল্প নির্ধারিত মেয়াদে (৩০ জুন ২০২২) সমাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে প্রকল্প পরিচালক আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। মে ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব কাজের অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ৪৭.৫০%; বাস্তব কাজের অর্ধেকেরও বেশি অসমাপ্ত আছে। প্রকল্প পরিচালকের ইতিবাচক মনোভাব সত্ত্বেও নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা রয়েছে। এর কারণগুলো হলো: (ক) জমি অধিগ্রহণে ধীর অগ্রগতি; (খ) হাইড্রোলিক স্ট্রাকসার (hydraulic structure) নির্মাণ কাজে ঠিকাদারগণের অপ্রতুল সক্ষমতা; (গ) একাধিক কন্ট্রাক্ট প্যাকেজে (contract package) অনেকগুলো হাইড্রোলিক স্ট্রাকসার অন্তর্ভুক্তকরণ; এবং (ঘ) কোভিড-১৯ ব্যাধির সংক্রমণজনিত কারণে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হওয়া।

৩.৩.২৩ প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ

প্রকল্পটির পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষণের জন্য মূল ডিপিপি-তে খাতে বরাদ্দ ছিল না। সংশোধিত ডিপিপি-তে পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষণ খাতে টঃ ১০.০০ কোটি বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছিল; বিপরীতে টঃ ২.০০ কোটি টাকা (২০%) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বাপাউবো-এর সমাপ্ত সব ভৌত কাঠামোর জন্য পওর বরাদ্দের চাহিদা এবং প্রকৃত বরাদ্দের ২০০১-২০০২ থেকে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের একটি পরিসংখ্যান প্রথম সমীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা আছে (পৃষ্ঠা ৭-৩৪)। এ পরিসংখ্যান হতে দেখা যায়, ২০১০-২০১১ হতে ২০১২-২০১৩ সালে চাহিদার বিপরীতে যথাক্রমে ১৬.৯৫%, ১৪.৮৯% ও ১৩.৮৫% অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেছে। চাহিদা কোনো প্রকার অতিরঞ্জিতভাবে প্রস্তুত না করা হয়ে থাকলে এ তিন অর্থ বছরে চাহিদার তুলনায় ১৭%-এরও কম 'পওর' কাজ করা সম্ভব হয়েছে।

সমীক্ষা প্রতিবেদনে উলেস্নখ করা হয়েছে, 'পওর' কাজের প্রধান প্রতিবন্ধকতা 'অপতুল ও অসময়ে বরাদ্দ প্রদান'। প্রকল্পটি টেকসই রাখার জন্য প্রকল্প-উত্তর সময়ে 'পওর'-এর জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মাফিক অর্থ মৌসুমের প্রারম্ভে বরাদ্দ করা সমীচীন হবে।

৩.৩.২৪ কার্য ক্রয়ের দরপত্র আহবান ও নিস্পত্তির অগ্রগতি

প্রকল্পের প্রধান প্রধান বাস্তব কাজের দরপত্র আহবান/নিস্পত্তির ফেব্রুয়ারী ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি নিম্নে সারণি-৩.২ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি-৩.২: প্রকল্পের প্রধান প্রধান বাস্তব কাজের দরপত্র আহবান/নিস্পত্তির ফেব্রুয়ারী ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি

প্রধান প্রধান র নাম	পরিমাণ/সংখ্যা	২০১৬-১৭ সালে আহবানকৃত দরপত্রে পরিমাণ/সংখ্যা	২০১৭-১৮ সালে আহবানকৃত দরপত্রে পরিমাণ/সংখ্যা	২০১৮-১৯ সালে আহবানকৃত দরপত্রে পরিমাণ/সংখ্যা	ক্রমপুঞ্জিভূত (২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯) পরিমাণ/সংখ্যা	পরিকল্পিত কাজের দরপত্র আহবান/নিস্পত্তির অগ্রগতি, ফেব্রুয়ারী ২০২০ পর্যন্ত (%)	দরপত্র চুক্তি মূল্যের সার-সংক্ষেপ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১.ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ (নতুন হাওরে)	২৬৩.২৪০ কিমি	৬৯.১৬২ কিমি	৯৪.০৯৮ কিঃমিঃ	৯৭.৩২৭ কিমি	২৬০.৫৮৭ কিমি	৯৯%	১. ২০১৬-১৭ (৯টি প্যাকেজ)= ৬৯৫৩.২২০ লক্ষ ২. ২০১৭-১৮ (১৯ টি প্যাকেজ) = ১৯৯২১.০০০ লক্ষ; ৩. ২০১৮-১৯ (১৪ টি প্যাকেজ)= ১৮৪৪১.৯৩০ লক্ষ; ৪. ২০১৯-২০ (০৪ টি প্যাকেজ)= ৫২০.২৮৯ লক্ষ; ৫. ডব্লিওএমডি-এর অফিস নির্মাণ (১ টি প্যাকেজ)= ১২৯৮.৮০০ লক্ষ; ৬. ৪৫টি রেগুলেটর গেইট নির্মাণ=
২. খাল/নদী পুনঃখনন (নতুন হাওরে)	৩১৮.২০০ কিমি	৬৫.৭০১ কিমি	১২২.৫৮৪ কিঃমিঃ	১৩৭.০৯৮ কিমি	৩২৫.৩৮৩ কিমি	১০২%	
৩. খাল/নদী পুনঃখনন (পুরাতন হাওরে)	১৪৩.০০০ কিমি	-	৭৪.৩৮৩ কিঃমিঃ	৭৩.৩৭৭ কিমি	১৪৭.৭৬ কিমি	১০৩%	
৪. পূর্ণ বাঁধ পুনর্বাসন (পুরাতন হাওরে)	৮৪.৩১০ কিমি	-	৬৭.৪১৮ কিঃমিঃ	৯.৭৫০ কিমি	৭৭.১৬৮ কিমি	৯২%	
৫. ডুবন্ত বাঁধ পুনর্বাসন (পুরাতন হাওরে)	৮৭.০৩ কিমি	-	৩.৫৬ কিঃমিঃ	৫২.৫০৪ কিমি	৫৬.০৬৪ কিমি	৬৪%	

৬. রেগুলেটর/ কজওয়ে/স্লুইস নির্মাণ (২০+১২+১৮)	১৩৭ টি	Reg-১১টি (২৩ ভেন্ট)	৫০টি (রেগুলেটর-২০ টি,৬০ ভেন্ট)	৬২ টি (রেগুলেটর ১৯টি, ২২ ভেন্ট)	১২৩ টি	৯০%	১০৭.৭৫০ লক্ষ। **সর্বমোট= ৪৭২৩৭.০০** লক্ষ
৭. সেচ ইনলেট নির্মাণ	১৩১ টি	-	৭৬টি	৫১ টি	১২৭ টি	৯৭%	
৮. পুরানো রেগুলেটর পুনর্বাসন	৮ টি	-	-	৬ টি	৬ টি	৭৫%	
৯. পানি ব্যবস্থাপনা দলের অফিস ভবন নির্মাণ	৬০ টি	-	-	৬০ টি	৬০ টি	১০০%	

৩.৩.২৫ প্রকল্পের 'এক্সিট প্ল্যান (Exit Plan)

প্রকল্পের ডিপিপি অথবা আরডিপিপি-তে 'এক্সিট প্ল্যান' (Exit Plan) সংযুক্ত করা হয়নি। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ হতে জানা গেছে, প্রকল্প প্রনয়নের সময়ে 'এক্সিট প্ল্যান' (Exit Plan) প্রস্তুত করা হয়নি। নিম্নে একটি 'এক্সিট প্ল্যান' (Exit Plan)-এর উল্লেখ করা হলো। এটি অনুমোদন করে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

প্রস্তাবিত 'এক্সিট প্ল্যান' (Exit Plan)

ক্রমিক নং	'এক্সিট প্ল্যান' (Exit Plan)	দায়িত্ব প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ	দায়িত্ব গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১	প্রকল্পের নিম্ন বর্ণিত কাগজপত্র সংরক্ষণ: (ক) সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন; ডিপিপি, আরডিপিপি; (খ) মূল দরপত্র ও মূল্যায়নপত্র, দরপত্রের চুক্তিপত্রের কপি, উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের কপি; (গ) প্রধান প্রধান বাস্তব কাজের ডিজাইন, সমাপ্ত হাইড্রোলিক স্ট্রাকসারের 'এজ্ বিল্ট ড্রয়িং' (As Built Drawing), প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (Project Completion Report); (ঘ) পওর গাইড লাইনস্; এবং (ঙ) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল পত্র)।	প্রকল্প পরিচালক, হাওর বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বাপাউবো অংশ)।	বাপাউবো কর্তৃক মনোনিত কর্মকর্তা/দপ্তর।
২	উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিপত্র সংরক্ষণ।	-ঐ-	বোর্ড সচিবালয়।
৩	প্রকল্পের কাঠামো/বাস্তব কাজের পরিসংখ্যাপত্র (ইনভেনটরী) সংরক্ষণ: (ক) পূর্ণ বন্যা বাঁধ; (খ) ডুবন্ত বাঁধ; (গ) রেগুলেটর; (ঘ) কজওয়ে; (ঙ) ব্রীজ; (চ) নিস্কাশন কাঠামো; (ছ) সেচ ইনলেট; এবং (জ) বাঁধের স্লোপ সংরক্ষণ কাজ।	-ঐ-	নির্বাহী প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট পবও বিভাগ), বাপাউবো।

৪	প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহের হিসাবপত্র সংরক্ষণ: (ক) ক্যাশ বহি, ভাউচার, ব্যাংক বিবরণী, বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব।	-ঐ-	উপ-পরিচালক (সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র), বাপাউবো।
৫	প্রকল্পের আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ: (ক) প্রকল্পের যানবাহন, যন্ত্রপাতি, মেশিন, আসবাবপত্র হিসাব ও সংরক্ষণ।	-ঐ-	বোর্ডের নির্দেশ মাফিক নির্দিষ্ট দপ্তরসমূহে।
৬	সমাপ্ত প্রকল্প ধারণ করা (sustain)	-	নির্বাহী প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট পওর বিভাগ)।

৩.৩.২৬ নিবিড় পরিবীক্ষণের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার-ভিত্তিতে অনুচ্ছেদ-ওয়ারী উপসংহার

লগ্-ফ্রেম

- প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনে বর্ণনাকৃত লক্ষ্যের সাথে ডিপিপি-তে বর্ণিত লগ্-ফ্রেমের লক্ষ্য সমাঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন 'যাচাই পদ্ধত্তি' হিসেবে "Evaluation Report of the National Plan" উল্লেখ করা হয়েছে। এটা যথযথ পদ্ধত্তি নয়।
- এই প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জন মূল্যায়নের নিমিত্তি Regional/National Business Report প্রযোজ্য নহে।

ডিপিপি-এর অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনা

- হাওর এলাকায় 'কনসার্ণ' (CONCERN)-এর বাস্তবায়িত ২১ ক্ষদ্র প্রকল্প উপকারভোগীগণের ব্যবস্থাপনায় টেকসইভাবে 'পরিচালন' হচ্ছে। কিন্তু বাপাউবো-এর পুরাতন হাওর প্রকল্পগুলোর 'পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন' যথাযথ নয়।
- 'কজওয়ে'-গুলো ফসল আহরণ শেষে প্রাক-বর্ষা মৌসুমে জনগণ স্বীয় প্রচেষ্টায় উন্মুক্ত করে দেবে–প্রকল্পে বর্ণিত এমন পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত নয়।

কারপাশা 'কজওয়ে'

- কজওয়ের উপর দিয়ে পারাপারের জন্য জনগণ স্বীয় উদ্দেগ্যে বাঁশের পাটাতন স্থাপন করেছেন। পাটাতনে রেলিংয়ের ব্যবস্থা না থাকায় পারাপর বিপজ্জনক।

বিবিয়ানা 'কজওয়ে'

- আগাম বন্যার সময়ে প্রকল্পের বর্হিভাগের জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হবেন মর্মে আশংকা করছেন।
- বিবিয়ানা কজওয়ে-এর সাইট পার্শ্ববর্তী রাস্তার ব্রীজের এলাইনমেন্ট হতে তির্যক অবস্থায় আছে। আগাম বন্যার সময়ে অথবা বর্ষার সময়ে ব্রীজ হতে 'কজওয়ে' পর্যন্ত খালের দক্ষিণ পাড়ে ভাঙ্গন সৃষ্টি হবে।

সংশোধিত ডিপিপি সূত্রবদ্ধকরণ (Formulation)

- Causeway, Pipe Sluice, Bridge-এগুলো মূল ডিপিপি-তে অর্ন্তভুক্ত ছিল না। কর্তপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে এগুলো আরডিপিপি-তে নতুন আইটেম হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এগুলোকে আরডিপিপি-তে লাইন আইটেম হিসেবে পৃথকভাবে লেখা হয়নি।
- 'কজওয়ে'-এর কার্যকারিতা বাপাউবো কর্তৃক পরিবাক্ষণের ফলাফল আরডিপিপি-তে উল্লেখ করা হয় নি।

কজওয়ের ডিজাইন ও 'পরিচালন'

- কজওয়ের উপর দিয়ে জনগণের পারাপারের ব্যবস্থা নেই। ফলে জনগণের পারাপারের অসুবিধা হচ্ছে।

প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ

- প্রকল্পের জন্য নির্মাণকালান সময়ে 'পওর' খাতে বরাদ্দ অপ্রতুল। এতে প্রয়োজনীয় 'পওর' কাজ করা অসুবিধাজনক।
- প্রকল্প-পূর্ব ও প্রকল্প-উত্তর শস্য নিবিড়তা ডিপিপি-তে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়নি।

৩.৪ কার্য ক্রয় দরপত্র পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পণ্য, কার্য এবং সেবা ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ ও দরপত্র নিষ্পত্তি/গ্রহণে পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধি বিধান অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক। এ প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়ায় গণ-ক্রয়ের জন্য প্রযোজ্য নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনার জন্য নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রকল্পের কতিপয় কার্য ক্রয়ের দরপত্র আহবান ও গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিস্তারিত তথ্যাদিসহ পর্যালোচনার ফলাফল **সংযুক্তি-১** এ প্রদান করা হয়েছে।

দরপত্র সংক্রান্ত তথাদি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, দরপত্র আহবান ও গ্রহণ প্রক্রিয়ায় গণ-ক্রয় সংক্রান্ত নিয়ম কানুন প্রতিপালন করা হয়েছে।

৩.৫ স্থানীয় ওয়ার্কশপ ও জাতীয় সেমিনারের মতামত

(ক) নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পরিচালনার সময়ে সমীক্ষার খসড়া প্রতিবেদন ১১/০৬/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় সেমিনারে উপস্থাপন করা হয়েছে। আইএমইডি-এর মাননীয় সচিব জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথি এবং আইমইডি-এর অতিরিক্ত সচিব মহোদয় সভাপতিত্ব করেন। জাতীয় সেমিনারে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের আলোচনা ও সুপারিশের ভিত্তিতে খসড়া প্রতিবেদন সংশোন করা হয়েছে।

(খ) এ সমীক্ষা প্রতিবেদন সমাপ্ত করার পূর্বে ২৯/০৬/২০২০ তারিখে হবিগঞ্জ জেলার প্রকল্পের উপকারভোগী জনগণ ও বাপাউবো-এর কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি স্থানীয় ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে। আইএমইডি-এর পরিচালক মহোদয় প্রধান অতিথি হিসেবে ভিডিও লিংকের মাধ্যম ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়াও আইএমইডি-এর উপপরিচালক এবং প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মহোদয় বিশেষ অতিথি হিসেবে ভিডিও লিংকের মাধ্যম ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীগণ প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি, সুফল এবং কতিপয় অসুবিধা সম্বন্ধে মতামত ও সুপারিশ প্রদান করেছেন। তাঁদের সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে সমীক্ষা প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৩.৬ কেস্ স্টাডি

প্রকল্প এলাকায় নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কাজের অংশ হিসেবে ছয়টি কেস স্টাডি করা হয়েছে। নিম্নে কেস স্টাডি সম্বন্ধে আলোকপাত করা হলো।

(ক) জনাব আজহারুল ইসলাম লিটনের গ্রাম-রৌটি, ইউনিয়ন-রৌটি, উপজেলা-তারাইল, জেলা-কিশোরগঞ্জ। তাঁর বয়স ৫১ বছর। তিনি ১৯৮৯ সালে এইচএসসি পাশ করেছেন। তিনি একজন কৃষিজীবি। তাঁর দুই একর জমি আছে। তিনি মাছরাঙ্গা পানি ব্যবস্থাপনা দলের সভাপতি। এ দলের ক্রমিক সংখ্যা ১৯৩। তাঁর এলাকার হাওরটির নাম 'সোনাইর হাওর'। জনাব আজহারুল জানিয়েছেন, প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত কৃষি উন্নয়ন উপ-প্রকল্পে তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তিনি বীজ উৎপাদনের প্রশিক্ষণ বাস্তবে চর্চা করেছেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে তিনি আর্থিকভাবে উপকৃত হয়েছেন। পূর্বে তিনি এক একর জমিতে ৬৫ মণ বিআর-২৯ বোরো ধানের বীজ উৎপাদন করতে পারতেন। বর্তমানে বীজ উৎপাদনের পরিমাণ ১০০ মণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়াও প্রশিক্ষণের জ্ঞান বোরো ধান চাষে চর্চা করতে পেরেছেন। পূর্বের একর প্রতি বোরো ধানের ফলন ৬৫ হতে বর্তমানে প্রায় ৯০ মণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর হিসাব মতে বোরো ধান উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় একর প্রতি প্রায় ১৫ হাজার টাকা আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষুদ্র আয় বর্ধক কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প হতে তাঁর এলাকায় অতি দরিদ্রদেরকে কয়েকটি ছাগল বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু ছাগল পালনের দ্বারা দরিদ্র জনগণ উপকৃত হতে পারে নাই। বিতরণ করা ছাগলের আনুমানিক ১০% বেঁচেছে: অবশিষ্ট অংশ বাঁচেনি। বিতরণ করা ছাগল অন্য এলাকা হতে সংগ্রহ করা হয়েছিল কিন্তু স্থানীয় পরিবেশ সেগুলোর জন্য সহায়ক ছিল না। হাওর প্রকল্পের কাজ সন্তোষজনকভাবে হচ্ছে এবং প্রকল্প সমাপ্ত হলে জনগণ ইতিবাচক ফল পাবেন বলে তিনি মনে করেন।

(খ) জনাব আসাদউজ্জামান রোকন গ্রাম-পোইকোনা, ইউনিয়ন-চামরদানি, উপজেলা-ধর্মপাশা, জেলা-সুনামগঞ্জের বাসিন্দা। তাঁর বয়স ৩৫ বছর। তিনি বঙ্গার পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য। তাঁর প্রধান পেশা ব্যবসায়। তিনি স্নাতক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। তাঁর ১০ একর জমি আছে। তিনি প্রকল্পের আওতায় কৃষি উপপ্রকল্পের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান কৃষি কাজে বাস্তবে চর্চা করছেন। ফলে বোরো ধানের ফলন একর প্রতি প্রায় ১৪ মণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষুদ্র আয় বর্ধক উপপ্রকল্পের আওতায় তাঁর এলাকায় ৪-৫ জন দরিদ্র মানুষ ৩০টি করে হাঁসের বাচ্চা পেয়েছে; দুইজন ছাগল পেয়েছেন এবং তিন জন সেলাই মেশিন পেয়েছেন। সেলাই মেশিন বিতরণ ফলপ্রসূ হয়নি। সেলাই মেশিন পাওয়া নারীগণের সেলাই কাজের

অভিজ্ঞতা অথবা প্রশিক্ষণ নেই। ফলে তাঁরা সেলাই মেশিন দ্বারা উপকৃত হননি। বিতরণ করা হাঁসের বাচ্চা প্রায় ৭০% বেঁচেছে; তাতে দরিদ্র লোকগণ লাভবান হয়েছে। ছাগল বিতরণ সুফলদায়ক হয়নি। বর্ষাকালে ছাগলের খাদ্যের অভাব থাকে, তাতে ছাগল বাঁচিয়ে রাখা কষ্টকর। তিনি সুপারিশ করেছেন তাঁর এলাকার পানি ব্যবস্থাপনা দলকে ধান কাটার মেশিন প্রদান করলে তা সুফলদায়ক হবে। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন চলমান কাজের মধ্যে মনাই নদীতে নির্মাণাধীন 'কজওয়ে'-টির ভিত্তি নদীর তলার সমতল হতে উঁচুতে স্থাপন করা হয়েছে বলে তিনি বলেছেন। এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য এ ব্যাপারে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছেন; এবং 'কজওয়ে'-এর নির্মাণ কাজ এ কারণে বন্ধ রয়েছে। 'টগার হাওর'-এ নির্মাণাধান 'ডুবন্ত বাঁধ' সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'বরই কজওয়ে হতে বলারামপুর কজওয়ে' পর্যন্ত প্রায় ১০ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ অন্য স্থানের বাঁধের তুলনায় কম উচ্চতায় নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে বাঁধের উচ্চতার পার্থক্যের ব্যাপারে তিনি এবং তাঁর দলের সদস্যগণ কোন কিছু জানতে পারেননি। তার সুপারিশ 'সাইদুল খাল' প্রায় দুই কিলোমিটার পুনঃখনন করা হলে সমস্যাটি সমাধান হবে। পানি নিস্কাশনের সমস্যা সমাধানের কাজটি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন করবার জন্য তিনি সুপারিশ করেছেন।প্রকল্পের উপকার সম্বন্ধে তিনি ইতিবাচক ধারণা পোষণ করেন।

(গ) জনাব মোঃ আবদুল হামিদ চেত্রা পানি ব্যবস্থপনা দল (ক্রমিক নং ১৬)-এর সদস্য। এ পানি ব্যবস্থাপনা দলটি 'নুন্নির হাওর' এলাকায় গঠন করা হয়েছে। জনাব হামিদ গ্রাম-চেত্রা, ইউনিয়ন-গোরি, উপজেলা-নিকলি, জেলা-কিশোরগঞ্জের বাসিন্দা। তাঁর বয়স ৬৩ বছর। তিনি ১৯৭৮ সালে এইচএসসি পাশ করেছেন। তিনি প্রাথমিক স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এলাকার জনগণের সাথে তাঁর ভাল সামাজিক যোগাযোগ রয়েছে। তিনি প্রকল্পের আওতায় কৃষি উপপ্রকল্পের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি নিজে শাকশজি চাষাবাদ করেন এবং অন্যদেরকে উন্নত চাষাবাদের ব্যাপারে উপদেশ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান তিনি চর্চা করেন। তাঁর ভাষ্যমতে পূর্বে বোরো ধানের একর প্রতি ফলন ছিল ৬০ মণ। প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত জ্ঞান কৃষিতে চর্চা করবার ফলে ফলন বৃদ্ধি পেয়ে এখন একর প্রতি প্রায় ৮০ মণ হচ্ছে। এতে কৃষকগণ লাভবান হচ্ছেন। এটা প্রকল্পের সুফল। তাঁর এলাকায় ক্ষুদ্র আয় বর্ধক উপপ্রকল্পের আওতায় দরিদ্রদেরকে ২৫-৩০ করে হাঁসের বাচ্চা দেওয়া হয়েছিল। এগুলোর প্রায় ৭০% বেঁচেছে। হাঁস পালন করে দরিদ্র জনগণের আয় বৃদ্ধি হয়েছে। প্রায় ৩০ থেকে ৪০ জন গরীব লোককে দুইটি করে ছাগলের বাচ্চা উপপ্রকল্পের আওতায় বিতরণ করা হয়েছিল। ছাগলের বাচ্চা ছোট এবং দুর্বল ছিল। ছাগলের বাচ্চার জন্য বর্ষাকালে খাদ্য যোগাড় করা সম্ভব হয় না; এটা বড় অসুবিধা। ছাগলের বাচ্চার পরিবর্তে গাভীর বাচ্চা বিতরণ করবার জন্য তিনি সুপারিশ করেছেন। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

(ঘ) জনাব সহিদুল ইসলামের বয়স ৬৫ বছর। তিনি এসএসসি পাশ করেছেন ১৯৭৪ সালে। তাঁর আবাস গ্রাম-হিলোচিয়া, ইউনিয়ন-হিলোচিয়া, উপজেলা-বাজিতপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ। তিনি সন্নির হাওর এলাকার উপকারভোগী। তিনি হিলোচিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য। জনাব সহিদুলের পেশা কৃষিকাজ। প্রকল্পের আওতায় তিনি কৃষি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান ধানের বীজ চাষে চর্চা করে ভাল ফল পেয়েছেন। পূর্বে তাঁর একর প্রতি বোরো ধানের বীজের ফলন ছিল ৬৫ মণ, বর্তমানে তা ৯৫-১০০ মণ হচ্ছে। ফলে তিনি এবং অন্যান্যরা লাভবান হচ্ছেন। ক্ষুদ্র আয় বর্ধক উপপ্রকল্পের আওতায় তাঁর পানি ব্যবস্থাপনা দলের ৩ জনকে ৬টি ছাগল দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ৫০% মারা গেছে। তাঁর ভাষায় বিতরণ করা ছাগল রোগা ছিল। বর্ষাকালে ছাগলের খাদ্যের অভাব হয়েছে। ছাগল পালনের ক্ষেত্রে এটি মারাত্মক সমস্যা। ছাগলের পরিবর্তে গাভীর বাছুর বিতরণ করবার জন্য তিনি সুপারিশ করেছেন। বিতরণ করা হাঁসের প্রায় সবগুলো মারা গেছে। তিনি বলেছেন, হাঁস পালনের জন্য জলাশয় প্রয়োজন যা তাঁদের এলাকায় নেই। হাঁসের বাচ্চা বিতরণের সময়ে এলাকার এ সমস্যাটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় নাই। তাঁর এলোকায় পানি ব্যবস্থপনা দলের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ এখনও আরম্ভ করা হয়নি। অফিস ভবন নির্মাণ দ্রুত শুরু করবার জন্য তিনি সুপারিশ করেছেন। তিনি বলেছেন, অফিস ভবন নির্মাণ দ্রুত সমাপ্ত করা হলে সমিতির সদস্যগণ তাঁদের ইপ্সিত কাজ এগিয়ে নিতে পারবেন; তাঁরা অধিকতর সংগঠিত হতে পারবেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপ্ত হলে কৃষকগণ ইতিবাচক ফল পাবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

(ঙ) শেখ মুকিতের বাসস্থান গ্রাম-হালদেরপুর, ইউনিয়ন-বারাইপুর, উপজেলা-৭নং বুনিয়াচং, জেলা-হবিগঞ্জ। তাঁর বয়স ৫১ বছর। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি (১৯৮৮)। তাঁর পেশা কৃষি। তিনি হালদেরপুর পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য। এ দলের উপকৃত এলাকা 'মখার হাওর'। শেখ মুকিত এবং তাঁর দলের সদস্যগণ তাঁদের এলাকায় 'ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ, রেগুলেটর ও কজওয়ে নির্মাণ, এবং খাল খনন'-এর কোন কার্যক্রম আছে কিনা তা জানেন না। তাঁর দলের ৮ পরিবারকে ১৬টি ছাগল প্রকল্প হতে বিতরণ করা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলো স্থানীয় পরিবেশ-বান্ধব না হওয়ায় মারা গেছে। মারা যাওয়ার পূর্বে ছাগলগুলো অসুস্থ হয়েছিল। সেগুলোর চিকিৎসা করাতে দরিদ্র লোকদের নিজেদের অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। সে কারণে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। জলাশায় না থাকায় তাদের এলাকায় হাঁসের চাষও ফলপ্রসূ হয়নি। প্রকল্পের কাজ তাঁদের এলাকায় এখনও শুরু হয়নি; সুতরাং প্রকল্পের কোন কাজ বাস্তবায়ন সমাপ্ত হলে তাঁরা বোঝতে পারবেন প্রকল্পটি ইতিবাচক হয়েছে কিনা।এ পানি ব্যবস্থাপনা দলের একটি গুরুতর সমস্যা রয়েছে। এলাকায় সেচের পানির পর্যাপ্ততা নেই। এ সমস্যা সমাধান করবার উদ্দেশ্যে উপকারভোগীগণ চাঁদা প্রদান করে একটি গভীর নলকূপ স্থাপন করছিলেন ৬ বছর পূর্বে। এতে তাদের ব্যয় হয়েছে ৫.০০ লক্ষ টাকা। নলকূপটি

পোঁতা হয়েছিল ৩০০ একর জমিতে বোরো ধানে সেচ দেওয়ার উদ্দেশ্যে। নলকূপটি প্রথম দুই বছর ডিজেল মেশিন দিয়ে চালানো হয়েছিল। কিন্তু ডিজেলের ব্যয় অধিক হওয়ায় বিগত চার বছর নলকূপটি অচল অবস্থায় পড়ে আছে। নলকূপটি 'হারমন' নামক স্থানে ৭নং বারইউরি ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে (হলদারপুর গ্রাম) অবস্থিত। নলকূপ হতে প্রায় ৭০০ মিটার দূরে পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ রয়েছে। কিন্তু কৃষকগণ বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করতে পারছেন না বলে নলকূপটি সেচের জন্য ব্যবহার করা যাচ্ছে না। প্রকল্প হতে নলকূপটিতে বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করবার জন্য সমিতির পক্ষ হতে তিনি সুপারিশ করেছেন। নলকূপটি সেচের কাজে ব্যহার করা হলে প্রায় ১,০০০ পরিবার উপকৃত হবে।

(চ) জনাব এ কে এম সরওয়ার চাঁদখালী পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য। তাঁর ঠিকানা গ্রাম- ভাট্টা, ইউনিয়ন- আগিয়া, উপজেলা- পুর্বধলা, জেলা- নেত্রকোনা। এটি 'দামপাড়া পানি ব্যবস্থাপনা স্কীম'-এর আওতাভুক্ত। জনাব সরওয়ারের বয়স ৩৩ বছর। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা বি,এ, (অনার্স)। তাঁর পেশা কৃষিকাজ। তাঁর ৬ একর কৃষি জমি আছে। তিনি বলেছেন, 'দামপাড়া পানি ব্যবস্থাপনা স্কীম'-টি পুরানো উপপ্রকল্প। এটি একটি সফল প্রকল্প। বর্তমানে এ উপপ্রকল্পে মূলত কিছু মেরামতের ভৌত কাজ হচ্ছে। মেরামত কাজের মান সন্তোষজনক। তিনি এবং তাঁর এলাকার পানি ব্যবস্থাপনা দলের কতিপয় সদস্য বাস্তবায়নাধীন হাওর প্রকল্পের আওতায় 'কৃষি উপপ্রকল্প' এবং 'ক্ষদ্র আয় বর্ধক উপপকল্প' কর্মসূচীর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। কৃষি প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান তাঁরা বাস্তবে চর্চা করছেন। ফলে বোরো ধানের ফলন পূর্বের একর প্রতি ৬০-৬৫ মণ হতে বর্তমানে ৭০-৭৫ মণে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ গড়ে একর প্রতি ফলন প্রায় ১০ মণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে কৃষকগণ উপকৃত হচ্ছেন। তাঁর দলের দরিদ্র সদস্যদেরকে প্রকল্প হতে 'ক্ষদ্র আয় বর্ধক কর্মসূচি'-এর আওতায় হাঁসের বচ্চা এবং ৬ জনকে ১২টি ছাগল দেওয়া হয়েছিল। হাঁসের বাচ্চা প্রায় ৩৫% ভাগ মারা গেছে। ছাগল সবগুলো বেঁচেছে। এগুলো হতে গরীব জনগণ উপকার পেয়েছে। তাঁর এলাকায় অফিস ভবনের নির্মাণ কাজ এখনও শুরু করা হয়নি। হাওর প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপ্ত হওয়ার পরে যথাসময়ে মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে প্রকল্পের সুফল নিরূপন করবার জন্য তিনি সুপারিশ করেছেন।

পর্যবেক্ষণঃ

-প্রকল্পের সুফল অর্জন সম্বন্ধে উপকারভোগীগণের ধারণা ইতিবাচক।
-প্রকল্পের আওতায় 'কৃষি উন্নয়ন উপপ্রকল্প/কর্মসূচি' এবং 'ক্ষদ্র আয় বর্ধক উপপ্রকল্প/কর্মসূচি'-এর সুফল ইতিবাচক।

সুপারিশঃ

-প্রকল্পের বাস্তব কাজ সম্বন্ধে পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য/জনগণকে অধিকতর অবহিত করার জন্য জনসংযোগমূলক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।
-প্রকল্পের আওতায় 'হাঁসের বাচ্চা' এবং 'ছাগল' বিতরণ করার পূর্বে এগুলো বেঁচে থাকার জন্য স্থানীয় পরিবেশ ও আবহাওয়া অনুকূল কিনা তা বিবেচনা করে দেখা আবশ্যক।
-প্রকল্পের স্থানীয় সমস্যাগুলো পরীক্ষা করে নিরসনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

চতুর্থ অধ্যায়
প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুকিঁ বিশ্লেষণ
(SWOT Analysis)

আলোচ্য প্রকল্পটি একটি উন্নয়ন প্রকল্প। এর বর্ণিত উদ্দেশ্য হলো-হাওরের বন্যা ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণ এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়নকরণ। প্রকল্পটির সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা হলে দেখা যাবে প্রকল্পটি সবল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আছে কিনা; প্রকল্পটির এমন কোনো দুর্বলতা আছে কিনা যা ভবিষ্যতে প্রকল্পটিকে বিনষ্ট করে দেবে; প্রকল্পটি কোনো সুযোগ সৃষ্টি করেছে কিনা যা জনস্বার্থে আরো সম্প্রসারিত করা যেতে পারে; এবং প্রকল্পটি কোনো ঝুঁকির মধ্যে আছে কিনা যা নিরসনের জন্য ঝুঁকি দ্বারা প্রকল্প আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই নিবারণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রকল্পটি টেকসই করা যায়।

প্রকল্পটির সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকির বিশ্লেষণ নিম্নে প্রদান করা হলো।

৪.১ সবলদিক

- বাংলাদেশের মানুষের অন্যতম প্রধান খাদ্য চাল। আগাম বন্যার কারণে হাওরের বোরো ধানের ফলন ও উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বোরো ধানের ফলন ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য। এলাকার জনগণের নিকট প্রকল্পটি গহণীয়।
- প্রকল্পের আওতায় গরিব জনগণের কৃষি আয় প্রবর্ধনের জন্য কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে/হচ্ছে।
- প্রকল্পের দুস্থ জনগণের ক্ষদ্র আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাদেরকে প্রশিক্ষণ পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে/হচ্ছে। তাঁদের মাঝে বিনামূল্যে হাঁসের বাচ্চা, ছাগল ও সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।
- প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার জন্য যে ভৌত কাজগুলোর পরিকল্পনা আঁটা হয়েছে সেগুলো ইপ্সিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পৃথিবীব্যাপী স্বীকৃত প্রকৌশলগত প্রযক্তির ভিত্তিতে পরিকল্পনা করা হয়েছে। সমস্যা মোকাবেলার জন্য এগুলোর কার্যকারিতার ব্যাপারে কোথাও দ্বিমত নেই।
- প্রকল্পের ভৌত কাজগুলোর প্রতিটির ডিজাইন পানিবিজ্ঞানের তথ্য-উপাত্ত বৈজ্ঞানিক ফরমুলার ভিত্তিতে বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে/হচ্ছে। সুতরাং বাস্তবায়নের পরে সেগুলো টেকসই হওয়ার নিশ্চয়তা আছে।
- হাওর এলাকার জন্য সরকারের 'হাওর মহাপরিকল্পনা' আছে। প্রকল্পটি সেই পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- প্রকল্পটি বাসতবায়নের পরে স্থলপথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে বিভিন্ন এলাকার মানুষের মাঝে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে, সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে; ব্যবসায়-বানিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে।
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত শিড়্গিত/অভিজ্ঞ জনবল বাপাউবো-এর বিদ্যমান জনবল হতে যোগান দেয়া সম্ভব হয়েছে।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এলাকায় বাপাউবো-এর দপ্তর/স্থাপনা বিদ্যমান ছিল।

৪.২ দর্বলদিক

- প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে একটি অসম্পন্ন সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে। সুতরাং পুনরায়, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করার প্রয়োজন হয়েছে; এবং ডিপিপি সংশোধন করার প্রয়োজন হয়েছে। এই কারণে বাস্তব কাজ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা সংশোধন করতে হয়েছে; এবং প্রকল্পের প্রথমদিকে ইপ্সিত অগ্রগতি অর্জন ব্যাহত হয়েছে।
- প্রায় প্রতিটি কন্ট্রাক্ট প্যাকেজে অনেকগুলো হাইড্রেলিক স্ট্রাকসার (hydraulic structure) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; এতে অনেক ঠিকাদারের সক্ষমতার বেশী কাজ বরাদ্দ করা হয়েছে।
- প্রকল্প এলাকার ২৬টি হাওরের বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য "The Master Plan of Haor Areas, 2012" শীর্ষক সরকারী দলিলে সুপারিশ করা ছিল। JICA কর্তৃক প্রস্তুত করা "Preparatory Survey on Upper Meghna River Basin Watershed Management Improvement Project" সমীক্ষায় ৪টি হাওরে বন্যা ব্যবস্থাপনার কাজ কারিগরি তথ্যের বিশ্লেষণে প্রয়োজন নেই মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অর্থ প্রাপ্তির সীমাবদ্ধতার কারণ উল্লেখ করে অবশিষ্ট ২২টি হাওরের ১৪টি পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। ফলে, অর্থের

প্রাপ্তির স্বল্পতার কারণে ৮টি হাওর উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। অবশিষ্ট ৮টি হাওরের বন্যা পুর্নবাসন এখনও কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

- কজওয়ের উপর দিয়ে জনগণের একপাড় হতে অন্য পাড়ে যাতায়াতের সুযোগ না রাখা।

৪.৩ সুযোগ

- বন্যা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের কারণে বোরো ধান আগাম বন্যা হতে রক্ষা পাবে। ফলে খাদ্য ফলন ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
- হাওরগুলোতে রবিশস্য এবং শাকশব্জি উৎপাদনের চর্চা নেই। রবি মৌসুমে ক্রমান্বয়ে শস্য বহুমুখিকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করে স্থানীয় চাহিদা মিটানো যাবে।
- কৃষি আয় প্রবর্ধক কর্মসূচির আওতায় প্রদান করা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করে কৃষকগণ ফলন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করছে। এর সুফল ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হবে।
- ক্ষদ্র আয় প্রবর্ধক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুস্থ জনগণ তাঁদের আয় বৃদ্ধি করার সুযোগ পাচ্ছেন। দুস্থ জনগণ তাঁদের আয় বৃদ্ধি করার চেষ্টা অব্যাহত রাখবেন; এবং ক্রমান্বয়ে তাঁদের দারিদ্র্য হ্রাস পাবে।
- পানি ব্যবস্থাপনা দলের মাধ্যমে কৃষকগণের ক্ষদ্র পুঁজি জমা হচ্ছে; ক্রমান্বয়ে তাঁরা আরো সংগঠিত হবেন; সমবায় কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাঁরা আয় বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য দূর করতে পারবেন।
- পানি ব্যবস্থাপনা দলের জন্য নির্মাণাধীন ৬০টি অফিস ভবন সমাপ্ত হওয়ার পরে কৃষকগণের সাংগঠনিক এবং আয়-বৃদ্ধিমূলক কাজকর্ম বৃদ্ধি পাবে।

৪.৪ ঝুঁকি

- আগাম বন্যার (১৫ মে পর্যন্ত) ১০ বছর রিটার্ণ পিরিয়ড (10-year Return Period) মাত্রার বন্যা সমতল (Flood Level) বিবেচনা করে প্রকল্পটির পরিকল্পনা এবং ডিজাইন করা হয়েছে। আগাম বন্যায় বন্যার সমতল ডিজাইন মাত্রার চেয়ে অনেক বেশী হলে চরম বিপর্যয় হবে।
- বর্ষায় ঢেউয়ের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ সি সি বস্নক দ্বারা সংরক্ষণ না করা হলে কতিপয় হাওরে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হবে।
- প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপ্তির পরে 'পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ' প্রয়োজন অনুসারে এবং নির্ধারিত সময়ে না হলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।
- কজওয়েগুলো যথা সময়ে না বন্ধ করা হলে পকল্পের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।
- যথাসময়ে কজওয়ে বন্ধ করা হলেও অতিমাত্রার আগাম বন্যার কারণে হাওরের বাহিরের জনগণ কর্তৃক কজওয়ে উন্মুক্ত করে দিতে পারে।
- প্রকল্প সমাপ্তির পরে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের সময়ে পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপগুলো টেকসই না থাকা।

সুপারিশঃ

বন্যার পরিমাণ (বা মাত্রা) ১০ বছর রিটাণ-পিরিয়ডের অতিরিক্ত হলে ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হবে–এটা প্রায় অবধারিত। ২০১০ সালে এবং ২০১৭ সালে এ ধরনের বিপর্যয় হয়েছিল; কৃষকগণ চরম ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। এ ধরনের বিপর্যয় হতে কৃষকগণকে রক্ষা করার জন্য শস্য বিমার বিষয়টি অনেক বছর যাবৎ আলোচনা হয়েছে; কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। প্রকল্পটির বর্তমান কর্মকান্ডের সাথে শস্য বিমা প্রচলনের বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ

উপকারভোগী জনগণের নিকট হতে জরিপের মাধ্যমে সংগৃহিত মতামত বিশ্লেষণ, মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন, মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের প্রদত্ত মতামত বিশ্লেষণপূর্বক প্রকল্প বাস্তবায়ন, অগ্রগতি ও উদ্দশ্য অর্জন সম্বন্ধে সার্বিক পর্যবেক্ষণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো। পর্যবেক্ষণগুলো গুরুত্বের ক্রমানুসারে বিন্যাস করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ
১	২
৫.১	**প্রকল্পের প্রধান বাস্তব কাজের গুণগত মান** -প্রকল্পের প্রধান বাস্তব কাজের গুনগত মান সন্তোষজনক। -কতিপয় স্থানে সমাপ্ত বাঁধের স্লোপ পানির ঢেউয়ের আঘাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে।
৫.২	**কেস্ স্টাডি** -প্রকল্পের সুফল অর্জন সম্বন্ধে উপকারভোগীগণের ধারণা ইতিবাচক। -প্রকল্পের আওতায় 'কৃষি উন্নয়ন উপপ্রকল্প/কর্মসূচি' এবং 'ক্ষদ্র আয় বর্ধক উপপ্রকল্প/কর্মসূচি'-এর সুফল ইতিবাচক।
৫.৩	সম-প্রকৃতির প্রকল্প জনস্বার্থেও অনুকূল বিবেচনা করা যেতে পারে।
৫.৪	**'কজওয়ের' ডিজাইন ও ব্যবস্থাপনা** -কজওয়ের উপর দিয়ে জনগণের পারাপারের ব্যবস্থা নেই। ফলে জনগণের পারাপারের অসুবিধা হচ্ছে। -'কজওয়ে'-গুলো ফসল আহরণ শেষে প্রাক-বর্ষা মৌসুমে জনগণ স্বীয় প্রচেষ্টায় উন্মুক্ত করে দেবে–প্রকল্পে বর্ণিত এমন পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত নয়। -উপকারভোগীগনের দ্বারা 'কজওয়ে'-গুলো পরিচালনার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা আছে। যথাসময়ে বাপাউবো কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উন্মুক্ত করে দেওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত।
৫.৫	বিবিয়ানা 'কজওয়ে' সাইটে রাস্তার ব্রীজ হতে কজওয়ে পর্যন্ত খালের/নদীর দক্ষিণ পাড় ব্লক দিয়ে মজবুত করে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। কজওয়ের উপর দিয়ে পারাপারের সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্লাটফরম নির্মাণ করা যেতে পারে। বিকল্প ডিজাইন বা বিকল্প উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা না হলে 'কজওয়ে'-গুলো যথাসময়ে বাপাউবো কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উন্মুক্ত করে দেওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত।
৫.৬	**প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ** -জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি অত্যন্ত কম। -জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি মাসিক-ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক-কে প্রেরণ করা যেতে পারে।
৫.৭	**লগ্-ফ্রেইম** -প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনে বর্ণনাকৃত লক্ষ্যের সাথে ডিপিপি-তে বর্ণিত লগ্-ফ্রেইমের লক্ষ্য সমাঞ্জস্যপূর্ণ নয়। -প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন 'যাচাই পদ্ধত্তি' হিসেবে "evaluation Report of the National Plan" উল্লেখ করা হয়েছে। এটা যথাযথ পদ্ধত্তি নয়। -এই প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জন মূল্যায়নের নিমিত্তি Regional/National Business Report প্রযোজ্য নহে।
৫.৮	**প্রকল্প বাস্তবায়নে ঠিকাদারগণের সক্ষমতা** -ঠিকাদারগণের হাইড্রোলিক স্ট্রাকসার নির্মাণের সক্ষমতা সন্তোষজনক নয়। -বিভিন্ন কন্ট্রাক্ট প্যাকেজে (Contract Package) অনেকগুলো হাইড্রোলিক স্ট্রাকসার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; এতে প্যাকেজের সাইজ স্ফীত হয়েছে; নির্মাণ কাজের অগগতি ধীর হয়েছে।
৫.৯	**প্রকল্প টেকসই রাখা** - প্রকল্প সমাপ্তির পরে প্রয়োজনীয় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ যথা সময়ে (বর্ষার পূর্বে) সমাপ্ত করতে হবে। - ঢেউয়ের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া বাঁধ ক্রমান্বয়ে মজবুতভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। - পানি ব্যবস্থাপনা দলগুলোকে সংগঠিত রাখতে হবে। - প্রকল্পের রোটীন মেরামত কাজে পানি ব্যবস্থাপনা দলগুলোকে পূর্ণ মাত্রায় সংযুক্ত রাখতে হবে। - পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জবাবদিহিতা থাকতে হবে এবং কাজ বাস্তবায়নের ব্যাপারে স্বচ্ছতা

ক্রমিক নং	পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ
	থাকতে হবে। - পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।
৫.১০	**পরামর্শক প্রতিষ্ঠান** -উপদেষ্টাগণের প্রযুক্তি হস্তান্তরের সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা নেই।
৫.১১	**পুরাতন ৮টি হাওর উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত না করা** -অর্থের সংস্থান পর্যপ্ত না থাকায় পুরাতন ৮টি হাওরের পুনর্বাসন উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফলে সেগুলোর সমস্যার সমাধান হয়নি।
৫.১২	**পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠন** ৩৭৩টি পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরাতে ২৫৯টি নিবন্ধন করা হয়েছে; এবং ১০০টি নিবন্ধনের অপেক্ষায় আছে। পানি ব্যবস্থাপনা দলের কাজকর্ম সন্তোষজনক। প্রকল্পের বাস্তব কাজ সম্বন্ধে পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য/জনগণকে অবহিত করার জন্য জনসংযোগমূলক ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়।
৫.১২	**সমাপ্তির পর প্রকল্পের 'পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ'** - প্রকল্প বাস্তায়ন সমাপ্তির পরে 'পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ' প্রয়োজন অনুসারে এবং নির্ধারিত সময়ে না হলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। ৫.২৭
৫.১৩	**ডিপিপি-এর অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনা** -হাওর এলাকায় 'কনসার্ণ' (CONCERN)-এর বাস্তবায়িত ২১ ক্ষদ্র প্রকল্প উপকারভোগীগণের ব্যবস্থাপনায় টেকসইভাবে 'পরিচালন' হচ্ছে। কিন্তু বাপাউবো-এর পুরাতন হাওর প্রকল্পগুলোর 'পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন' যথাযথ নয়।
৫.১৪	**প্রকল্পের 'এক্সিট প্ল্যান' (Exit Plan)** -প্রকল্পের 'এক্সিট প্ল্যান' (Exit Plan) নেই/প্রণয়ন করা হয়নি। একটি 'এক্সিট প্ল্যান' (Exit Plan) তৃতীয় অধ্যায়ে সংযোজন করা হয়েছে।
৫.১৫	**সংশোধিত ডিপিপি সূত্রবদ্ধকরণ (Formulation)** -Causeway, Pipe Sluice, Bridge-এগুলো মূল ডিপিপি-তে অর্ন্তভুক্ত ছিল না। কর্তপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে এগুলো আরডিপিপি-তে নতুন আইটেম হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এগুলোকে আরডিপিপি-তে লাইন আইটেম হিসেবে পৃথকভাবে লেখা হয়নি। -'কজওয়ে'-এর কার্যকারিতা বাপাউবো কর্তৃক পরিবীক্ষণের ফলাফল আরডিপিপি-তে উল্লেখ করা হয় নি। -প্রকল্প-পূর্ব ও প্রকল্প-উল্টর শস্য নিবিড়তা ডিপিপি-তে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়নি।
৫.১৬	**'কজওয়ে'** **(ক) কারপাশা 'কজওয়ে'** -কজওয়ের উপর দিয়ে পারাপারের জন্য জনগণ স্বীয় উদ্দেগ্যে বাঁশের পাটাতন স্থাপন করেছেন। পাটাতনে রেলিংয়ের ব্যবস্থা না থাকায় পারাপর বিপজ্জনক। **(খ) বিবিয়ানা 'কজওয়ে'** -আগাম বন্যার সময়ে প্রকল্পের বর্হিভাগের জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হবেন মর্মে আশংকা করছেন। বিরূপ পরিস্থিতিতে তাঁরা কজওয়েটির উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করার অনিশ্চয়তা রয়েছে। -বিবিয়ানা কজওয়ে-এর সাইট পার্শ্ববর্তী রাস্তার ব্রীজের এলাইনমেন্ট হতে তির্যক অবস্থায় আছে। আগাম বন্যার সময়ে অথবা বর্ষার সময়ে ব্রীজ হতে 'কজওয়ে' পর্যন্ত খালের দক্ষিণ পাড়ে ভাঙ্গন সৃষ্টি হবে।
৫.১৭	**প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ** -প্রকল্পের জন্য নির্মাণকালিন সময়ে 'পওর' খাতে বরাদ্দ অপ্রতুল। এতে প্রয়োজনীয় 'পওর' কাজ করা অসুবিধাজনক।
৫.১৮	**প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি** -প্রকল্পের জন্য একটি 'প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি' গঠন করার নির্দেশ ডিপিপি-তে দেওয়া হয়েছে। তিন মাসে একবার কমিটির সভা করার নির্দেশ থাকলেও প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরুর পরে কমিটির একটি মাত্র সভা হয়েছে।
৫.১৯	**প্রকল্পের মূল্যায়ন কমিটি** -প্রকল্পের ৪৫-৫৫% অগ্রগতি অর্জিত হওয়ার পরে মধ্য-মেয়াদি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করে মূল্যায়ন করার নির্দেশ ডিপিপি-তে সংস্থান করা আছে। কিন্তু কমিটি এষনও গঠন করা হয়নি।
৫.২০	**প্রকল্পের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কমিটি** -প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি পরিবীড়্গণের জন্য ডিপিপি-তে একটি অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করার

ক্রমিক নং	পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ
	সংস্থান আছে; কিন্তু কমিটি গঠন করা হয়নি।
৫.২১	**খাল/নদী পুনঃখনন** -খাল/নদী পুনঃখনন কাজ সন্তোষজনক। -কয়েকটি স্থানে পুনঃখননকৃত মাটি স্তুপ করে রাখা আছে।
৫.২২	**পানি ব্যবস্থাপনা দলের অফিস** -চুড়ান্ত সিদ্ধানের অভাবে বেশ কয়েকটি ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু করা বিলম্বিত হচ্ছে।
৫.২৩	**স্বেচ্ছাশ্রমে বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণ** -প্রকল্পের 'ডুবন্ত বাঁধ'-এর জায়গাতি পানি ব্যবস্থাপনা দলের মাধ্যমে স্বেচ্ছাশ্রমের-ভিত্তিতে রক্ষণাবেক্ষণ করার সম্ভাব্যতা অনুসন্ধান করা যেতে পারে।
৫.২৪	**সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ**
৫.২৫	কৃষি প্রবর্ধন সহায়ক উপ-প্রকল্প -কৃষকগণের শস্য বহুমুখীকরণের সক্ষমতা সহায়ক উপ-প্রকল্পের অভিঘাত ইতিবাচক।
৫.২৬	ক্ষুদ্র আয় সংঘটন উপ-প্রকল্প -ক্ষুদ্র আয় সংঘটন উপ-প্রকল্প দুস্থ জনগণের জন্য সহায়ক। এ উপ-প্রকল্পের অভিঘাত ইতিবাচক।
৫.২৭	**পরিবেশ দূষণ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম** -প্রকল্পের পরিবীক্ষণকৃত ৮টি সাইটে বায়ু এবং পানির দূষণ মাত্রা সহনীয় মাত্রার নিচে পাওয়া গেছে। ইহা ইতিবাচক।
৫.২৮	**উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদান** -উপদেষ্টাগণের প্রতিবেদনে পৃথক টেবিলে (Table) 'ডিজাইন লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন' সংযোজন করা প্রয়োজন। -হাইড্রোলিক স্ট্রাকসার (hydraulic structure)-এর নির্মাণ কৌশলের খুঁটিনাটি বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।
৫.২৯	**প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাপাউবো-এর জনবল** -প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাপাউবো-এর জনবল এবং যানবাহন/যন্ত্রপাতি/মেশিনের যোগান সন্তোষজনক।
৫.৩০	**নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান** -নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান সন্তোষজনক।
৫.৩১	প্রকল্পের বর্তমান সময় পর্যন্ত অর্জন লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুপারিশমালা ও উপসংহার

প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত সমীক্ষার পর্যালোচনার আলোকে নিম্ন বর্ণিত সুপারিশ প্রদান করা হলো। সুপারিশগুলো গুরুত্বের ক্রমানুসারে বিন্যাস করা হয়েছে।

৬.১ সুপারিশসমূহ

ক্রমিক নং	সুপারিশ
১	২
৬.১.১	পানির ঢেউয়ের আঘাতে ক্ষয়প্রাপ্ত বাঁধের স্লোপ ব্লক দ্বারা সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। (অনুচ্ছেদ ৫.১)।
৬.১.২	প্রকল্পের আওতায় 'ক্ষুদ্র আয় বর্ধক উপপ্রকল্প'-এর মাধ্যমে হাঁসের বাচ্চা এবং ছাগল বিতরণ করার পূর্বে প্রাণিগুলো বেঁচে থাকার জন্য স্থানীয় পরিবেশ ও আবহাওয়া অনুকূল কিনা তা বিবেচনা করে দেখা আবশ্যক। (অনুচ্ছেদ ৫.২)।
৬.১.৩	সম-প্রকৃতির উন্নয়ন প্রকল্প প্রযোজ্যক্ষেত্রে দেশের অন্যত্র বাস্তাবায়নের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। (অনুচ্ছেদ ৫.৩)।
৬.১.৪	ফসল আহরণ শেষে প্রাক-বর্ষা মৌসুমে 'কজওয়ে'-গুলোর অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণ ও অপসারণ কাজ বাপাউবো-এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ও অর্থ দ্বারা সম্পন্ন করা সমীচীন। (অনুচ্ছেদ ৫.৪)।
৬.১.৫	বিবিয়ানা 'কজওয়ে' সাইটে রাস্তার ব্রীজ হতে কজওয়ে পর্যন্ত খালের/নদীর দক্ষিণ পাড় ব্লক দিয়ে মজবুত করে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। কজওয়ের উপর দিয়ে পারাপারের সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্লাটফরম নির্মাণ করা যেতে পারে। বিকল্প ডিজাইন বা বিকল্প উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা না হলে 'কজওয়ে'-গুলো যথাসময়ে বাপাউবো কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উন্মুক্ত করে দেওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত। (অনুচ্ছেদ ৫.৫)।
৬.১.৬	জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি মাসিক-ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক-কে প্রেরণ করা যেতে পারে। (অনুচ্ছেদ ৫.৬)।
৬.১.৭	প্রকল্প-উত্তর ধান উৎপাদন এলাকা পরিমাপ করে প্রত্যেক হাওরে নমুনা ফলন যাচাই করে প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে কিনা তা নিরূপন করতে হবে। (অনুচ্ছেদ ৫.৭)।
৬.১.৮	ভোত কাজের কন্ট্রাকন্ট প্যাকেজের সাইজ ভবিষ্যতে স্থানীয় ঠিকাদারগণের সক্ষমতা বিবেচনা করে নির্ধারণ করতে হবে। (অনুচ্ছেদ ৫.৮)।
৬.১.৯	প্রকল্পটি sustainable রাখার জন্য বাস্তবায়ন-উত্তর সময়ে 'পওর'-খাতে প্রয়োজনীয় চাহিদা মাফিক অর্থ মৌসুমের প্রারম্ভে বরাদ্দ করা সমীচীন হবে। (অনুচ্ছেদ ৫.৯)।
৬.১.১০	উপদেষ্টাগণ কর্তৃক প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে বাপাউবো-এর অনুমোদন গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। (অনুচ্ছেদ ৫.১০)।
৬.১.১১	পুনর্বাসনের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অর্থের অভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত না করা পুরাতন ৮টি হাওরের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। (অনুচ্ছেদ ৫.১১)।
৬.১.১২	প্রকল্পের বাস্তব কাজ সম্বন্ধে পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য/জনগণকে অধিকতর অবহিত করার জন্য জনসংযোগমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। (অনুচ্ছেদ ৫.১২)।
৬.১.১৩	হাওর এলাকায় 'কনসার্ণ' (CONCERN)-এর বাস্তবায়িত ২১ ক্ষদ্র প্রকল্প উপকারভোগীগণের ব্যবস্থাপনায় টেকসইভাবে 'পরিচালন' হওয়ার ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। সমীক্ষার ফল ইতিবাচক প্রতীয়মান হলে তা হতে অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে বাপাউবো-এর প্রকল্পে প্রয়োগ করা যেতে পারে। (অনুচ্ছেদ ৫.১৩)।
৬.১.১৪	এ সমীক্ষার আওতায় প্রস্তুত করা 'এক্সিট প্ল্যান' (Exit Plan) বিচার-বিবেচনা করে অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। (অনুচ্ছেদ ৫.১৪)।
৬.১.১৫	সুযোগ থাকলে আরডিপি-তে Causeway, Pipe Sluice, Bridge-এগুলো নতুন আইটেম হিসেবে পৃথকভাবে লেখা যেতে পারে। (অনুচ্ছেদঃ ৫.১৫)।

৬.২ উপসংহার

প্রকল্প এলাকার সংখ্যা গরিষ্ট জনগণ মনে করেন আগাম বন্যা হতে বোরো ধান রক্ষার করার প্রধান উদ্দেশ্য প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে অর্জিত হবে; তাঁরা প্রকল্পের দ্বারা উপকৃত হবেন। মে ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি হয়েছে প্রায় ৬৮%; বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৪৭.৫০%। অতিবাহিত সময়ের তুলনায় বাস্তব কাজের অগ্রগতি আনুপাতিক নহে; অগ্রগতির ব্যাকলগ্ (backlog) সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তব কাজের গুণগত মান সন্তোষজনক। প্রাক-নির্মাণকালীন ক্রয় প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিকতার ব্যাকলগ্ নাই বিধায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলে অবশিষ্ট বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করার নিমিত্তে মোটামুটি ২৪ মাস সময় পাবেন। এ সময়ের সদ্ব্যবহার করে নির্ধারিত জুন ২০২২ মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও নির্দেশনামূলক সহায়তা প্রদান সুফলদায়ক হবে।

<u>সংযুক্তি-১</u>

কার্য ক্রয় দরপত্র নিষ্পত্তি পর্যালোচনা

১। কন্ট্রাক্ট প্যাকেজ নংঃ বাপাউবো/কিশোর/এইচএফএমএলআইপি/পিডব্লিও-২৫	
ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ	প্রকল্প পরিচালক, হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বাপাউবো অংশ)
চুক্তির নাম ও সূত্র	নাম: (১) নতুন রেগুলেটর নির্মাণ = ৫টি; (২) খাল পুনখনন = ৯.২০০ কিঃমিঃ ও নদী খনন ১.০০ কিঃমিঃ; (৩) কজওয়ে নির্মাণ = ২ টি (প্রতিটি ৬ মিটার প্রশস্থ); (৪) কজওয়ে নির্মাণ = ১টি (৪ মিটার প্রশস্থ); (৫) বক্স স্লুইস নির্মাণ = ১টি; (৬) সেচ ইনলেট নির্মাণ ১৫টি। সূত্রঃ BWDB/Kishore/HFMLIP/ PW-25
চুক্তি মূল্য	টঃ ১৫,৯০,৪৫,০০০.০০
ক্রয় পদ্ধতি	NCT (দেশীয় প্রতিযোগিতামূলক টেন্ডার)
ক্রয়ের ধরন	কার্য
ক্রয়ের পদ্ধতি	**OTM (**উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি)
ক্রয়ের উদ্দেশ্য	(১) নতুন রেগুলেটর নির্মাণ = ৫টি; (২) খাল পুনখনন = ৯.২০০ কিঃমিঃ ও নদী খনন ১.০০ কিঃমিঃ; (৩) কজওয়ে নির্মাণ = ২ টি (প্রতিটি ৬ মিটার প্রশস্থ); (৪) কজওয়ে নির্মাণ = ১টি (৪ মিটার প্রশস্থ); (৫) বক্স স্লুইস নির্মাণ = ১টি; (৬) সেচ ইনলেট নির্মাণ ১৫টি।
ক্রয়ের জন্য অর্থায়ন ব্যবস্থা	ঊাংলাদেশ সরকারের অনুদান এবং জাইকার ঋণ।

পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআির ২০০ প্রতিপালন

দফাসমূহ	**প্রতিপালনীয় বিধান**	**বাস্তব অবস্থা**
১.০ ক্রয় পরিকল্পনা		
১.১ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের অবস্থা	ই-জিপি বিধিবিধান; উপধারা-৩.৩.১ এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধান-১৬(৭), সংস্থা প্রধান অথবা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ।	প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত (তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত)।
২.০ ক্রয়ের সুযোগসমূহ		
২.১ সংবাদপত্রে বহুল প্রচার	ই-জিপি বিধিবিধান; উপধারা-৩.৫.১.৩ এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধান-৯০	দৈনিক কালের কণ্ঠ এবং দৈনিক

	(২), ন্যূনপক্ষে একটি বাংলা দৈনিক ও একটি ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র।	ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস। (১৪/০৮/২০১৮) খ্রিঃ।
২.২ সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি	ই-জিপি বিধিবিধান; উপধারা-৩.৫.১.২	প্রচারিত- ১৩/০৮/২০১৮ খ্রিঃ।
২.৩ দরপত্র আহবানে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?	ই-জিপি বিধিবিধান।	পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে।
২.৪ দরপত্র আহবানে উন্নয়ন সহযোগিদের বিবিবিধান অনুসরণ করা হয়েছে কি না?	প্রযোজ্য নহে।	প্রযোজ্য নহে।
৩.০ দরপত্র দাখিলকরণ		
৩.১ বিক্রির জন্য দরপত্রের সংখ্যা	সীমিত নয়।	১০টি।
৩.২ দরপত্রে অংশ গ্রহণের নির্ধারিত সংখ্যা	সীমিত নয়।	৮টি।
৩.৩ দরপত্র প্রস্তুতের জন্য বিধান মাফিক দিনের সংখ্যা	পিপিআর-২০০৮ এর বিধান-৬১ (৪) অনুসারে, ন্যূনতম ২৮ দিন।	৩২ দিন। (দরপত্র ১৪/০৯/২০১৮ তারিখে উন্মুক্ত করা হয়েছে)।

৪.০ দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি ও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি		
৪.১ দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটির সদস্য সংখ্যা	ই-জিপি বিধিবিধান; উপধারা-৩.৫.৬.১। ২ জন।	২ জন।
৪.২ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি হইতে সদস্য সংখ্যা	১ জন।	২ জন।
৪.৩ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	ই-জিপি বিধিবিধান; উপধারা-৩.৫.৬.১। ৩ জন (সর্বোচ্চ)।	৩ জন।
৪.৪ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে বহি-বিভাগের সদস্য সংখ্যা	প্রযোজ্য নহে।	নাই।
৪.৫ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রকল্প পরিচালক।	প্রকল্প পরিচালক।

৫.০ দরপত্র মূল্যায়ন		
৫.১ বিধি অনুসারে দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়নের মধ্যবর্তি সময়	পিপিআির ২০০৮ এর সিডিউল-৩, পার্ট-এ-এর বিধান। ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন। ২১ দিন।	২০ দিন। (দরপত্র ০৪/১০/২০১৮ তারিখে দাখিল করা হয়েছিল।)
৫.২ রিস্পন্সিভ দরপত্র/প্রস্স্থাবের সংখ্যা	সীমিত নহে।	৬টি।
৫.৩ কারণসহ নন- রিস্পন্সিভ দরপত্র/প্রস্তাবের সংখ্যা	সীমিত নহে।	২টি। (নির্মাণ কাজের টারণওভার স্বল্পতার কারণে।)
৫.৪ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক পুনঃদরপত্র আহবানের সুপারিশ	প্রযোজ্য নহে।	পুনঃদরপত্র আহবান করা হয় নাই।
৫.৫ ক্রয়-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বাতিল হয়েছে	প্রযোজ্য নহে।	প্রযোজ্য নহে।

৬.০ দরপত্র/প্রস্তাব অনুমোদন		
৬.১ দরপত্র মূল্যায়ন ও অনুমোদনের মধ্যবর্তি প্রকৃত সময়	পিপিআির ২০০৮ এর সিডিউল-৩, পার্ট-এ-এর বিধান। ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন। ১৪ দিন।	১৪ দিন।
৬.২ ফাইনেনসিয়াল ড়্গমতাবন্টন অনুসারে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মহাপরিচালক	-
৬.৩ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	-	প্রধান প্রকৌশলী
৬.৪ মূল্যায়ন প্রতিবেদন সরাসরি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান-৩৬(৩) ১ (i)	০৪/১০/২০১৮
৬.৫ অনুমোদনের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির তারিখ	-	১৮/১০/২০১৮
৬.৬ নোটিশ অব এওয়ার্ড ইস্যুর তারিখ	-	২৪/১০/২০১৮
৬.৭ দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কেহ মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করা	-	না।
৬.৮ অনুমোদনকারা কর্তৃপক্ষের উর্ধতন বা অধঃস্তন কর্মকর্তা র্কৃক দরপত্র অনুমোদনকরণ	-	না।
৭.০ ঠিকাচুক্তি অর্পণ		

৭.১ ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের লেড-টাইম (নোটিশ অব এওয়ার্ড ও দরপত্র উন্মুক্তকরণের মাঝের প্রকৃত দিন সংখ্যা)	পিপিআির ২০০৮ এর সিডিউল-৩, পার্ট-এ-এর বিধান। ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন। ৪২ দিন।	৪০ দিন।
৭.২ নোটিশ অব এওয়ার্ড ও দরপত্র আহবানের মাঝের প্রকৃত দিন সংখ্যা	পিপিআির ২০০৮ এর সিডিউল-৩, পার্ট-এ-এর বিধান ৬১(৪)। ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন। ৭০ দিন।	৭২ দিন।
৭.৩ সিপিটিইউ/ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে নোটিশ অব এওয়ার্ড প্রচারকরণ	ই-জিপি বিধান, উপ-ধারা ৩.৭.৪।	প্রতিপালন করা হয়েছে।
৭.৪ প্রথম দরপত্র/প্রস্তাব কার্যকর মেয়াদে ঠিকাচুক্তি ইস্যুকরণ	১২০ দিন।	৪০ দিন।
৮.০ ঠিকাচুক্তি সমাপ্তকরণ		
৮.১ মূল চুক্তিপত্র অনুসারে সরবরাহ/বাস্তবায়ন/যোগান সম্পন্ন করার দিন সংখ্যা	৫৭২ দিন। (১২/৬/২০২০ পর্যন্ত)।	
৮.২ সরবরাহ/বাস্তবায়ন/যোগান সম্পন্ন করার প্রকৃত দিন সংখ্যা	-	বাস্তবায়ন চলমান।
৮.৩ লিকুইডেটেড ডেমেজ আরোপের পরিমাণ	-	এখনও প্রযোজ্য হয় নাই।
৯.০ অভিযোগ এবং পুনর্বিচারের আবেদন		
৯.১ দাখিলকৃত অভিযোগ ও কারণসমূহ, যদি থাকে	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৫৭।	প্রযোজ্য নহে।
৯.২ বিধান অনুসারে অভিযোগ নিস্পত্তি	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৫৭।	প্রযোজ্য নহে।
৯.৩ অভিযোগ নিস্পত্তির ফলশ্রুতিতে সংশোধন	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৫৭।	প্রযোজ্য নহে।
৯.৪ স্বাধীন রিভিউ প্যানেলের নিকট পুনর্বিচারের আবেদন	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৫৮।	প্রযোজ্য নহে।
৯.৫ স্বাধীন রিভিউ প্যানেলের সিদ্ধান্ত ও পরবর্তি কার্যক্রম	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৫৮।	প্রযোজ্য নহে।
১০.০ ঠিকাচুক্তি সংশোধন		
১০.১ কতবার চুক্তির সময় বৃদ্ধি করা	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৩৯(৩)।	সময় বৃদ্ধি করা হয় নাই।

হয়েছে এবং দিন সংখ্যা		
১০.২ ভেরিয়েশন/অতিরিক্ত কাজ/সরবরাহ ইত্যাদি	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৭৮, ৭৯ এবং ৮০।	ভেরিয়েশন প্রদান করা হয় নাই।
১০.৩ ভেরিয়েশনের সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৭৮, ৭৯ এবং ৮০।	প্রযোজ্য নহে।
১১.০ অনিস্পত্তিকৃত বিরোধপূর্ণ ঠিকাচুক্তি	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৪২(৪)।	প্রযোজ্য নহে।
১২.০ প্রতারণা ও দুর্নীতি	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ১২৭।	প্রযোজ্য নহে।
১৩.০ ক্রয় ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা	-	-
১৩.১ জনবলের সরবরাহ ও অভিজ্ঞতা	-	সন্তোষজনক।
১৩.২ ক্রয় প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণ	-	জনবলের পিপিআর এর উপর প্রশিক্ষণ আছে; ই-জিপি-তে প্রশিক্ষণ আছে।

১৪. পর্যবেক্ষণকৃত তথ্যাদি	**মন্তব্য**
১৪.১ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা	অনুমোদন করা হয়েছে।
১৪.২ প্রাক্কলন	অনুমোদন করা হয়েছে।
১৪.৩ দরপত্র সংরক্ষণ	ই-জিপি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।
১৪.৪ দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	একটি বাংলা দৈনিক একটি ইংরজি দৈনিক সংবাদপত্র ও সিপিটিইউ ওয়েব সাইটে প্রচার করা হয়েছে।
১৪.৫ প্রকিউরমেন্ট মেথোড	ও টি এম।
১৪.৬ দরপত্রদাতার যোগ্যতা পরীক্ষা	গৃহিত দরপত্রদাতাদের যোগ্যতা পরীক্ষা করা হয়েছে।
১৪.৭ দরপত্র দাখিলের জন্য প্রদত্ত সময়	পিপিআর-এর বিধান প্রতিপালন করা হয়েছে।
১৪.৮ দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও কার্যবিবরণী সংরক্ষণ	সঠিক পদ্ধতিতে ও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
১৪.৯ টেন্ডার সিকিইউরিটির বিবরণী	সঠিক পদ্ধতিতে ও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
১৪.১০ ব্যাংকের রিপোর্ট, দরপত্রদাতার নাম, ঠিকানা পরীক্ষাকরণ	দরপত্র মূল্যায়নের সময়ে টিইআর-১,২,৩ ও ৪ নম্বর ফরম ব্যবহার করা হয়েছে। পদ্ধতি যথাযথ।
১৪.১১ দরপত্র ফরম	টেন্ডার দলিলে বর্ণিত দরপত্র ফরম ব্যবহার করা হয়েছে। পদ্ধতি যথাযথ।
১৪.১২ উন্নয়ন সহযোগিদের অনাপত্তি গ্রহণ	প্রযোজ্য নহে।

১৪.১৫ অগিম অর্থ প্রদানের বিপরীতে জামানত ও বিবরণী	অগ্রিম অর্থ পরিশোধ করার শর্ত নেই।
১৪.১৬ পারফরমেন্স সিকিউরিটি-এর তথ্যাদি ও বিবরণী	পারফরমেন্স সিকিউরিটি পরীক্ষা করে সঠিক পাওয়া গেছে।
১৪.১৭ অভিযোগ ও পুনর্বিচারের আবেদন	অভিযোগ ও পুনর্বিচারের আবেদন দাখিল হয় নাই।
১৪.১৮ চুক্তির মেয়াদ সমাপ্তির তারিখ	১২/০৬/২০২০ (৫৭২ দিন)।
১৪.১৯ ভেরিয়েশন অর্ডার, যদি থাকে।	নাই।
১৪.২০ প্রকৃত সমাপ্তির তারিখ	কাজ চলমান।
১৪.২১ বিল অব লডিং, যদি থাকে।	প্রয়োজন নাই।
১৪.২২ ডেলিভারী রশিদ অথবা এরূপ দলিল	প্রয়োজন নাই।
১৪.২৩ বিলম্বের জন্য আরোপিত লিকুইডেটেড ডেমেজের বিবরণ	লিকুইডেটেড ডেমেজ আরোপ করার প্রয়োজন হয় নাই।
১৪.২৪ সময়ানুসারে বিল পরিশোধ	সময়ানুসারে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
১৪.২৫ অন্যান্য বিষয় (যদি থাকে)	নাই।
১৫.০ প্রযোজ্য বিধি-বিধান প্রতিপালন	
১৫.১ পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-বিধান প্রতিপালন	গণ-ক্রয়ের জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান প্রতিপালন করা হয়েছে।

২। কন্ট্রাক্ট প্যাকেজ নং: বাপাউবো/নেত্র/এইচএফএমএলআইপি/পিডব্লিও-০৪	
ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ	প্রকল্প পরিচালক, হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বাপাউবো অংশ)
চুক্তির নাম ও সূত্র	নাম: (১) পিয়াং নদী পুনঃখনন = ২৪.০৩৩ কিঃমিঃ ও (২) ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ = ৯.৭৫ কিঃমিঃ। সূত্র: BWDB/Kishore/HFMLIP/ PW-04
চুক্তি মূল্য	টঃ ১৫,২৬,৮৬,৯০৭.০০
ক্রয় পদ্ধত্তি	NCT (দেশীয় প্রতিযোগিতামূলক টেন্ডার)
ক্রয়ের ধরন	কার্য

ক্রয়ের পদ্ধত্তি	OTM (উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধত্তি)
ক্রয়ের উদ্দেশ্য	(১) পিয়াং নদী পুনঃখনন = ২৪.০৩৩ কিঃমিঃ ও (২) ডুবন্ত ব{াঁধ নির্মাণ = ৯.৭৫ কিঃমিঃ।
ক্রয়ের জন্য অর্থায়ন ব্যবস্থা	বাংলাদেশ সরকারের অনুদান এবং জাইকার ঋণ।

পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআির ২০০ প্রতিপালন

দফাসমূহ	**প্রতিপালনীয় বিধান**	**বাস্তব অবস্থা**
১.০ ক্রয় পরিকল্পনা		
১.১ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের অবস্থা	ই-জিপি বিধিবিধান; উপধারা-৩.৩.১ এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধান-১৬(৭), সংস্থা প্রধান অথবা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ।	প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত (তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত)।
২.০ ক্রয়ের সুযোগসমূহ		
২.১ সংবাদপত্রে বহুল প্রচার	ই-জিপি বিধিবিধান; উপধারা-৩.৫.১.৩ এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধান-৯০ (২), ন্যূনপক্ষে একটি বাংলা দৈনিক ও একটি ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র।	দৈনিক ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস। (১১/১০/২০১৮) খ্রিঃ।
২.২ সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি	ই-জিপি বিধিবিধান; উপধারা-৩.৫.১.২	প্রচারিত- ০৩/১১/২০১৮ খ্রিঃ।
২.৩ দরপত্র আহবানে পিপিআির ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?	ই-জিপি বিধিবিধান।	পিপিআির ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে।
২.৪ দরপত্র আহবানে উন্নয়ন সহযোগিদের বিবিবিধান অনুসরণ করা হয়েছে কি না?	প্রযোজ্য নহে।	প্রযোজ্য নহে।
৩.০ দরপত্র দাখিলকরণ		
৩.১ বিক্রির জন্য দরপত্রের সংখ্যা	সীমিত নয়।	১০টি।
৩.২ দরপত্রে অংশ গ্রহণের নির্ধারিত সংখ্যা	সীমিত নয়।	৮টি।
৩.৩ দরপত্র প্রস্তুতের জন্য বিধান মাফিক দিনের সংখ্যা	পিপিআর-২০০৮ এর বিধান-৬১ (৪) অনুসারে, ন্যূনতম ২৮ দিন।	৩০ দিন। (দরপত্র ০৩/১২/২০১৮ তারিখে উন্মুক্ত করা হয়েছে)।

৪.০ দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি ও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি		
৪.১ দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটির সদস্য সংখ্যা	ই-জিপি বিধিবিধান; উপধারা-৩.৫.৬.১। ২ জন।	২ জন।
৪.২ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি হইতে সদস্য সংখ্যা	১ জন।	২ জন।
৪.৩ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	ই-জিপি বিধিবিধান; উপধারা-৩.৫.৬.১। ৩ জন (সর্বোচ্চ)।	৩ জন।
৪.৪ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে বহি-বিভাগের সদস্য সংখ্যা	প্রযোজ্য নহে।	নাই।
৪.৫ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রকল্প পরিচালক।	প্রকল্প পরিচালক।

৫.০ দরপত্র মূল্যায়ন		
৫.১ বিধি অনুসারে দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়নের মধ্যবর্তি সময়	পিপিআির ২০০৮ এর সিডিউল-৩, পার্ট-এ-এর বিধান। ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন। ২১ দিন।	৩৫ দিন। (দরপত্র ০৭/০১/২০১৯ তারিখে দাখিল করা হয়েছিল।)
৫.২ রিস্পন্সিভ দরপত্র/প্রস্তাবের সংখ্যা	সীমিত নহে।	১টি।
৫.৩ কারণসহ নন্- রিস্পন্সিভ দরপত্র/প্রস্স্তাবের সংখ্যা	সীমিত নহে।	-
৫.৪ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক পুনঃদরপত্র আহবানের সুপারিশ	প্রযোজ্য নহে।	পুনঃদরপত্র আহবান করা হয় নাই।
৫.৫ ক্রয়-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বাতিল হয়েছে	প্রযোজ্য নহে।	প্রযোজ্য নহে।

৬.০ দরপত্র/প্রস্স্তাব অনুমোদন		
৬.১ দরপত্র মূল্যায়ন ও অনুমোদনের মধ্যবর্তি প্রকৃত সময়	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৮(১৪)। ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন। ৭ দিন।	১ দিন।
৬.২ ফাইনেনসিয়াল ক্ষমতাবন্টন অনুসারে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মহাপরিচালক	-
৬.৩ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	-	প্রধান প্রকৌশলী
৬.৪ মূল্যায়ন প্রতিবেদন সরাসরি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান-৩৬(৩) ১ (i)	০৭/০১/২০১৯
৬.৫ অনুমোদনের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির তারিখ	-	০৮/০১/২০১৯
৬.৬ নোটিশ অব এওয়ার্ড ইস্যুর তারিখ	-	০৯/০১/২০১৯
৬.৭ দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কেহ মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করা	-	না।
৬.৮ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের উর্ধতন বা অধঃস্তন কর্মকর্তা র্কৃতক দরপত্র অনুমোদনকরণ	-	না।
৭.০ ঠিকাচুক্তি অর্পণ		
৭.১ ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের লেড-টাইম (নোটিশ অব এওয়ার্ড ও দরপত্র উন্মুক্তকরণের মাঝের প্রকৃত দিন সংখ্যা)	পিপিআির ২০০৮ এর সিডিউল-৩, পার্ট-এ-এর বিধান। ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন। ২৮ দিন।	৩৭ দিন।
৭.২ নোটিশ অব এওয়ার্ড ও দরপত্র আহবানের মাঝের প্রকৃত দিন সংখ্যা	পিপিআির ২০০৮ এর সিডিউল-৩, পার্ট-এ-এর বিধান ৬১(৪)। ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন। ৫৬ দিন।	৬৭ দিন।
৭.৩ সিপিটিইউ/ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে নোটিশ অব এওয়ার্ড প্রচারকরণ	ই-জিপি বিধান, উপ-ধারা ৩.৭.৪।	প্রতিপালন করা হয়েছে।
৭.৪ প্রথম দরপত্র/প্রস্তাব কার্যকর মেয়াদে ঠিকাচুক্তি ইস্যুকরণ	১২০ দিন।	৩৭ দিন।
৮.০ ঠিকাচুক্তি সমাপ্তকরণ		
৮.১ মূল চুক্তিপত্র অনুসারে সরবরাহ/বাস্তবায়ন/যোগান সম্পন্ন করার	৪৭৫ দিন। (২৫/০৪/২০২০ পর্যন্ত)।	

দিন সংখ্যা		
৮.২ সরবরাহ/বাস্তবায়ন/যোগান সম্পন্ন করার প্রকৃত দিন সংখ্যা	-	ঠিকাদার ১৮০ দিন বর্ধিত সময়ের আবেদন করেছেন; তা অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় আছে।
৮.৩ লিকুইডেটেড ডেমেজ আরোপের পরিমাণ	-	এখনও প্রযোজ্য হয় নাই।
৯.০ অভিযোগ এবং পুনর্বিচারের আবেদন		
৯.১ দাখিলকৃত অভিযোগ ও কারণসমূহ, যদি থাকে	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৫৭।	প্রযোজ্য নহে।
৯.২ বিধান অনুসারে অভিযোগ নিষ্পত্তি	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৫৭।	প্রযোজ্য নহে।
৯.৩ অভিযোগ নিস্পত্তির ফলশ্রুতিতে সংশোধন	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৫৭।	প্রযোজ্য নহে।
৯.৪ স্বাধীন রিভিউ প্যানেলের নিকট পুনর্বিচারের আবেদন	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৫৮।	প্রযোজ্য নহে।
৯.৫ স্বাধীন রিভিউ প্যানেলের সিদ্ধান্ত ও পরবর্তি কার্যক্রম	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৫৮।	প্রযোজ্য নহে।
১০.০ ঠিকাচুক্তি সংশোধন		
১০.১ কতবার চুক্তির সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং দিন সংখ্যা	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৩৯(৩)।	ঠিকাদার ১৮০ দিন বর্ধিত সময়ের আবেদন করেছেন; তা অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় আছে।
১০.২ ভেরিয়েশন/অতিরিক্ত কাজ/সরবরাহ ইত্যাদি	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৭৮, ৭৯ এবং ৮০।	ভেরিয়েশন প্রদান করা হয় নাই।
১০.৩ ভেরিয়েশনের সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৭৮, ৭৯ এবং ৮০।	প্রযোজ্য নহে।
১১.০ অনিস্পত্তিকৃত বিরোধপূর্ণ ঠিকাচুক্তি	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৪২(৪)।	প্রযোজ্য নহে।
১২.০ প্রতারণা ও দুর্নীতি	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ১২৭।	প্রযোজ্য নহে।
১৩.০ ক্রয় ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা	-	-
১৩.১ জনবলের সরবরাহ ও অভিজ্ঞতা	-	সন্তোষজনক।
১৩.২ ক্রয় প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণ	-	জনবলের পিপিআর এর উপর প্রশিক্ষণ

		আছে; ই-জিপি-তে প্রশিক্ষণ আছে।

১৪. পর্যবেক্ষণকৃত তথ্যাদি	**মন্তব্য**
১৪.১ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা	অনুমোদন করা হয়েছে।
১৪.২ প্রাক্কলন	অনুমোদন করা হয়েছে।
১৪.৩ দরপত্র সংরক্ষণ	ই-জিপি পদ্ধত্তি অনুসরণ করা হয়েছে।
১৪.৪ দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	একটি বাংলা দৈনিক একটি ইংরজি দৈনিক সংবাদপত্র ও সিপিটিইউ ওয়েব সাইটে প্রচার করা হয়েছে।
১৪.৫ প্রকিউরমেন্ট মেথোড	ও টি এম।
১৪.৬ দরপত্রদাতার যোগ্যতা পরীক্ষা	গৃহিত দরপত্রদাতাদের যোগ্যতা পরীক্ষা করা হয়েছে।
১৪.৭ দরপত্র দাখিলের জন্য প্রদত্ত সময়	পিপিআর-এর বিধান প্রতিপালন করা হয়েছে।
১৪.৮ দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও কার্যবিবরণী সংরক্ষণ	সঠিক পদ্ধত্তিতে ও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
১৪.৯ টেন্ডার সিকিইউরিটির বিবরণী	সঠিক পদ্ধত্তিতে ও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
১৪.১০ ব্যাংকের রিপোর্ট, দরপত্রদাতার নাম, ঠিকানা পরীক্ষাকরণ	দরপত্রমূল্যায়নের সময়ে টিইআর-১,২,৩ ও ৪ নম্বর ফরম ব্যবহার করা হয়েছে। পদ্ধত্তি যথাযথ।
১৪.১১ দরপত্র ফরম	টেন্ডার দলিলে বর্ণিত দরপত্র ফরম ব্যবহার করা হয়েছে। পদ্ধত্তি যথাযথ।
১৪.১২ উন্নয়ন সহযোগিদের অনাপত্তি গ্রহণ	প্রযোজ্য নহে।
১৪.১৫ অগ্রিম অর্থ প্রদানের বিপরীতে জামানত ও বিবরণী	অগ্রিম অর্থ পরিশোধ করার শর্ত নেই।
১৪.১৬ পারফরমেন্স সিকিউরিটি-এর তথ্যাদি ও বিবরণী	পারফরমেন্স সিকিউরিটি পরীক্ষা করে সঠিক পাওয়া গেছে।
১৪.১৭ অভিযোগ ও পুনর্বিচারের আবেদন	অভিযোগ ও পুনর্বিচারের আবেদন দাখিল হয় নাই।
১৪.১৮ চুক্তির মেয়াদ সমাপ্তির তারিখ	২৫/০৪/২০২০ (৪৫৭ দিন)।
১৪.১৯ ভেরিয়েশন অর্ডার, যদি থাকে।	নাই।
১৪.২০ পকৃত সমাপ্তির তারিখ	কাজ চলমান।
১৪.২১ বিল অব লডিং, যদি থাকে।	প্রয়োজন নাই।

১৪.২২ ডেলিভারী রশিদ অথবা এরূপ দলিল	প্রয়োজন নাই।
১৪.২৩ বিলম্বের জন্য আরোপিত লিকুইডেটেড ডেমেজের বিবরণ	লিকুইডেটেড ডেমেজ আরোপ করার প্রয়োজন হয় নাই।
১৪.২৪ সময়ানুসারে বিল পরিশোধ	সময়ানুসারে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
১৪.২৫ অন্যান্য বিষয় (যদি থাকে)	নাই।
১৫.০ প্রযোজ্য বিধি-বিধান প্রতিপালন	
১৫.১ পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-বিধান প্রতিপালন	গণ-ক্রয়ের জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান প্রতিপালন করা হয়েছে।

৩। কন্ট্রাক্ট প্যাকেজ নংঃ বাপাউবো/সুনাম/এইচএফএমএলআইপি/পিডবিস্নও-০২

ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ	প্রকল্প পরিচালক, হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বাপাউবো অংশ)
চুক্তির নাম ও সূত্র	নামঃ (১) পিয়াং নদী পুনঃখনন = ৩৬.৫৭৫ কিঃমিঃ (১৯.০০০ হতে ৩৬.৭৫৭ কিঃমিঃ পর্যন্ত)। সূত্রঃ BWDB/Sun/HFMLIP/ PW-02
চুক্তি মূল্য	টঃ ১১,৯৩,৭৫,২১১.০০
ক্রয় পদ্ধত্তি	NCT (দেশীয় প্রতিযোগিতামূলক টেন্ডার)
ক্রয়ের ধরন	কার্য
ক্রয়ের পদ্ধত্তি	OTM (উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধত্তি)
ক্রয়ের উদ্দেশ্য	(১) পিয়াং নদী পুনঃখনন = ৩৬.৫৭৫ কিঃমিঃ।
ক্রয়ের জন্য অর্থায়ন ব্যবস্থা	বাংলাদেশ সরকারের অনুদান এবং জাইকার ঋণ।

পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআির ২০০ প্রতিপালন

দফাসমূহ	**প্রতিপালনীয় বিধান**	**বাস্তব অবস্থা**
১.০ ক্রয় পরিকল্পনা		
১.১ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের অবস্থা	ই-জিপি বিধিবিধান; উপধারা-৩.৩.১ এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধান-১৬(৭), সংস্থা প্রধান অথবা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ।	প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত (তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত)।

২.০ ক্রয়ের সুযোগসমূহ		
২.১ সংবাদপত্রে বহুল প্রচার	ই-জিপি বিধিবিধান; উপধারা-৩.৫.১.৩ এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধান-৯০ (২), ন্যূনপক্ষে একটি বাংলা দৈনিক ও একটি ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র।	দৈনিক সমকাল এবং দৈনিক ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস। (১০/১০/২০১৮)
২.২ সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি	ই-জিপি বিধিবিধান; উপধারা-৩.৫.১.২	প্রচারিত- ১০/১০/২০১৮ খ্রিঃ।
২.৩ দরপত্র আহবানে পিপিআির ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?	ই-জিপি বিধিবিধান।	পিপিআির ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে।
২.৪ দরপত্র আহবানে উন্নয়ন সহযোগিদের বিবিবিধান অনুসরণ করা হয়েছে কি না?	প্রযোজ্য নহে।	প্রযোজ্য নহে।
৩.০ দরপত্র দাখিলকরণ		
৩.১ বিক্রির জন্য দরপত্রের সংখ্যা	সীমিত নয়।	১টি।
৩.২ দরপত্রে অংশ গ্রহণের নির্ধারিত সংখ্যা	সীমিত নয়।	১টি।
৩.৩ দরপত্র প্রস্তুতের জন্য বিধান মাফিক দিনের সংখ্যা	পিপিআর-২০০৮ এর বিধান-৬১ (৪) অনুসারে, ন্যূনতম ২৮ দিন।	৩৩ দিন। (দরপত্র ১২/১১/২০১৮ তারিখে উন্মুক্ত করা হয়েছে)।

৪.০ দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি ও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি		
৪.১ দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটির সদস্য সংখ্যা	ই-জিপি বিধিবিধান; উপধারা-৩.৫.৬.১। ২ জন।	২ জন।
৪.২ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি হইতে সদস্য সংখ্যা	১ জন।	২ জন।
৪.৩ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	ই-জিপি বিধিবিধান; উপধারা-৩.৫.৬.১। ৩ জন (সর্বোচ্চ)।	৩ জন।

৪.৪ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে বহি-বিভাগের সদস্য সংখ্যা	প্রযোজ্য নহে।	নাই।
৪.৫ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রকল্প পরিচালক।	প্রকল্প পরিচালক।

৫.০ দরপত্র মূল্যায়ন		
৫.১ বিধি অনুসারে দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়নের মধ্যবর্তি সময়	পিপিআির ২০০৮ এর সিডিউল-৩, পার্ট-এ-এর বিধান। ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন। ২১ দিন।	১৩ দিন।
৫.২ রিস্পন্সিভ দরপত্র/প্রস্তাবের সংখ্যা	সীমিত নহে।	১টি।
৫.৩ কারণসহ নন্- রিস্পন্সিভ দরপত্র/প্রস্স্থাবের সংখ্যা	সীমিত নহে।	-
৫.৪ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক পুনঃদরপত্র আহবানের সুপারিশ	প্রযোজ্য নহে।	পুনঃদরপত্র আহবান করা হয় নাই।
৫.৫ ক্রয়-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বাতিল হয়েছে	প্রযোজ্য নহে।	প্রযোজ্য নহে।

৬.০ দরপত্র/প্রস্স্থাব অনুমোদন		
৬.১ দরপত্র মূল্যায়ন ও অনুমোদনের মধ্যবর্তি প্রকৃত সময়	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৮(১৪)। ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন। ৭ দিন।	১ দিন।
৬.২ ফাইনেনসিয়াল ক্ষমতাবন্টন অনুসারে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মহাপরিচালক	-
৬.৩ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	-	প্রধান প্রকৌশলী
৬.৪ মূল্যায়ন প্রতিবেদন সরাসরি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান-৩৬(৩) ১ (i)	২৬/১১/২০১৮
৬.৫ অনুমোদনের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির তারিখ	-	২৬/১১/২০১৮
৬.৬ নোটিশ অব এওয়ার্ড ইস্যুর তারিখ	-	২৭/১১/২০১৮
৬.৭ দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কেহ মূল্যায়ন প্রতিবেদন	-	না।

পর্যবেক্ষণ করা		
৬.৮ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের উর্ধতন বা অধঃস্তন কর্মকর্তা কৃতক দরপত্র অনুমোদনকরণ	-	না।
৭.০ ঠিকাচুক্তি অর্পণ		
৭.১ ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের লেড-টাইম (নোটিশ অব এওয়ার্ড ও দরপত্র উন্মুক্তকরণের মাঝের প্রকৃত দিন সংখ্যা)	পিপিআির ২০০৮ এর সিডিউল-৩, পার্ট-এ-এর বিধান। ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন। ৪২ দিন।	১৫ দিন।
৭.২ নোটিশ অব এওয়ার্ড ও দরপত্র আহবানের মাঝের প্রকৃত দিন সংখ্যা	পিপিআির ২০০৮ এর সিডিউল-৩, পার্ট-এ-এর বিধান ৬১(৪)। ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন। ৭০ দিন।	৪৮ দিন।
৭.৩ সিপিটিইউ/ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে নোটিশ অব এওয়ার্ড প্রচারকরণ	ই-জিপি বিধান, উপ-ধারা ৩.৭.৪।	প্রতিপালন করা হয়েছে।
৭.৪ প্রথম দরপত্র/প্রস্স্তাব কার্যকর মেয়াদে ঠিকাচুক্তি ইস্যুকরণ	১২০ দিন।	১০/০২/২০১৯ (৯০ দিন)
৮.০ ঠিকাচুক্তি সমাপ্তকরণ		
৮.১ মূল চুক্তিপত্র অনুসারে সরবরাহ/বাস্তবায়ন/যোগান সম্পন্ন করার দিন সংখ্যা	৫৪১ দিন। (১৬/০৬/২০২০ পর্যন্স্ত)।	৫৪১ দিন। (১৬/০৬/২০২০)
৮.২ সরবরাহ/বাস্তবায়ন/যোগান সম্পন্ন করার প্রকৃত দিন সংখ্যা	-	কাজ চলমান।
৮.৩ লিকুইডেটেড ডেমেজ আরোপের পরিমাণ	-	প্রযোজ্য নহে।
৯.০ অভিযোগ এবং পুনর্বিচারের আবেদন		
৯.১ দাখিলকৃত অভিযোগ ও কারণসমূহ, যদি থাকে	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৫৭।	প্রযোজ্য নহে।
৯.২ বিধান অনুসারে অভিযোগ নিষ্পত্তি	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৫৭।	প্রযোজ্য নহে।
৯.৩ অভিযোগ নিষ্পত্তির ফলশ্রুতিতে সংশোধন	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৫৭।	প্রযোজ্য নহে।

৯.৪ স্বাধীন রিভিউ প্যানেলের নিকট পুনর্বিচারের আবেদন	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৫৮।	প্রযোজ্য নহে।
৯.৫ স্বাধীন রিভিউ প্যানেলের সিদ্ধান্ত ও পরবর্তি কার্যক্রম	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৫৮।	প্রযোজ্য নহে।
১০.০ ঠিকাচুক্তি সংশোধন		
১০.১ কতবার চুক্তির সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং দিন সংখ্যা	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৩৯(৩)।	প্রযোজ্য নহে।
১০.২ ভেরিয়েশন/অতিরিক্ত কাজ/ সরবরাহ ইত্যাদি	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৭৮, ৭৯ এবং ৮০।	ভেরিয়েশন প্রদান করা হয় নাই।
১০.৩ ভেরিয়েশনের সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৭৮, ৭৯ এবং ৮০।	প্রযোজ্য নহে।
১১.০ অনিস্পত্তিকৃত বিরোধপূর্ণ ঠিকাচুক্তি	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৪২(৪)।	প্রযোজ্য নহে।
১২.০ প্রতারণা ও দুর্নীতি	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ১২৭।	প্রযোজ্য নহে।
১৩.০ ক্রয় ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা	-	-
১৩.১ জনবলের সরবরাহ ও অভিজ্ঞতা	-	সন্তোষজনক।
১৩.২ ক্রয় প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণ	-	জনবলের পিপিআর এর উপর প্রশিক্ষণ আছে; ই-জিপি-তে প্রশিক্ষণ আছে।
১৪. পর্যবেক্ষণকৃত তথ্যাদি	**মন্তব্য**	
১৪.১ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা	অনুমোদন করা হয়েছে।	
১৪.২ প্রাক্কলন	অনুমোদন করা হয়েছে।	
১৪.৩ দরপত্র সংরক্ষণ	ই-জিপি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।	
১৪.৪ দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	একটি বাংলা দৈনিক ও একটি ইংরজি দৈনিক সংবাদপত্র ও সিপিটিইউ-এর ওয়েব সাইটে প্রচার করা হয়েছে।	
১৪.৫ প্রকিউরমেন্ট মেথোড	ও টি এম।	
১৪.৬ দরপত্রদাতার যোগ্যতা পরীক্ষা	গৃহিত দরপত্রদাতাদের যোগ্যতা পরীক্ষা করা হয়েছে।	
১৪.৭ দরপত্র দাখিলের জন্য প্রদত্ত সময়	পিপিআর-এর বিধান প্রতিপালন করা হয়েছে।	
১৪.৮ দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও কার্যবিবরণী সংরক্ষণ	সঠিক পদ্ধত্তিতে ও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।	

১৪.৯ টেন্ডার সিকিইউরিটির বিবরণী	সঠিক পদ্ধত্তিতে ও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
১৪.১০ ব্যাংকের রিপোর্ট, দরপত্রদাতার নাম, ঠিকানা পরীক্ষাকরণ	দরপত্রমূল্যায়নের সময়ে টিইআর-১,২,৩ ও ৪ নম্বর ফরম ব্যবহার করা হয়েছে। পদ্ধত্তি যথাযথ।
১৪.১১ দরপত্র ফরম	টেন্ডার দলিলে বর্ণিত দরপত্র ফরম ব্যবহার করা হয়েছে। পদ্ধত্তি যথাযথ।
১৪.১২ উন্নয়ন সহযোগিদের অনাপত্তি গ্রহণ	প্রযোজ্য নহে।
১৪.১৫ অগ্রিম অর্থ প্রদানের বিপরীতে জামানত ও বিবরণী	অগ্রিম অর্থ পরিশোধ করার শর্ত নেই।
১৪.১৬ পারফরমেন্স সিকিউরিটি-এর তথ্যাদি ও বিবরণী	পারফরমেন্স সিকিউরিটি পরীক্ষা করে সঠিক পাওয়া গেছে।
১৪.১৭ অভিযোগ ও পুনর্বিচারের আবেদন	অভিযোগ ও পুনর্বিচারের আবেদন দাখিল হয় নাই।
১৪.১৮ চুক্তির মেয়াদ সমাপ্তির তারিখ	১৬/০৬/২০২০ পর্যন্ত। (৫৪১ দিন।)
১৪.১৯ ভেরিয়েশন অর্ডার, যদি থাকে।	নাই।
১৪.২০ প্রকৃত সমাপ্তির তারিখ	কাজ চলমান।
১৪.২১ বিল অব লডিং, যদি থাকে।	প্রয়োজন নাই।
১৪.২২ ডেলিভারী রশিদ অথবা এরূপ দলিল	প্রয়োজন নাই।
১৪.২৩ বিলম্বের জন্য আরোপিত লিকুইডেটেড ডেমেজের বিবরণ	লিকুইডেটেড ডেমেজ আরোপ করার প্রয়োজন হয় নাই।
১৪.২৪ সময়ানুসারে বিল পরিশোধ	সময়ানুসারে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
১৪.২৫ অন্যান্য বিষয় (যদি থাকে)	নাই।
১৫.০ প্রযোজ্য বিধি-বিধান প্রতিপালন	
১৫.১ পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-বিধান প্রতিপালন	গণ-ক্রয়ের জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান প্রতিপালন করা হয়েছে।

৪। কন্ট্রাক্ট প্যাকেজ নংঃ বাপাউবো/সুনাম/এইচএফএমএলআইপি/পিডবিস্নও-০৪	
ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ	প্রকল্প পরিচালক, হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বাপাউবো অংশ)
চুক্তির নাম ও সূত্র	নামঃ (১) ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ = ৩৪.৯৩৮ কিঃমিঃ (০.০০০ হতে ৩৭.৩৪৭ কিঃমিঃ পর্যন্ত; মাঝে বাদ আছে)। [রুহী বিল হাওর; ধর্মপাশা উপজেলা)। সূত্রঃ BWDB/Sun/HFMLIP/ PW-04
চুক্তি মূল্য	টঃ ১৫,৬৪,৩২,১১০.০০।
ক্রয় পদ্ধতি	NCT (দেশীয় প্রতিযোগিতামূলক টেন্ডার)
ক্রয়ের ধরন	কার্য
ক্রয়ের পদ্ধতি	OTM (উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি)
ক্রয়ের উদ্দেশ্য	(১) ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ = ৩৪.৯৩৮ কিঃমিঃ।
ক্রয়ের জন্য অর্থায়ন ব্যবস্থা	বাংলাদেশ সরকারের অনুদান এবং জাইকার ঋণ।

পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআির ২০০ প্রতিপালন

দফাসমূহ	**প্রতিপালনীয় বিধান**	**বাস্তব অবস্থা**
১.০ ক্রয় পরিকল্পনা		
১.১ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের অবস্থা	ই-জিপি বিধিবিধান; উপধারা-৩.৩.১ এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধান-১৬(৭), সংস্থা প্রধান অথবা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ।	প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত (তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত)।
২.০ ক্রয়ের সুযোগসমূহ		
২.১ সংবাদপত্রে বহুল প্রচার	ই-জিপি বিধিবিধান; উপধারা-৩.৫.১.৩ এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধান-৯০ (২), ন্যূনপক্ষে একটি বাংলা দৈনিক ও একটি ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র।	দৈনিক সমকাল এবং দৈনিক ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস। (১৬/১০/২০১৮)।
২.২ সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি	ই-জিপি বিধিবিধান; উপধারা-৩.৫.১.২	প্রচারিত-১০/১০/২০১৮ খ্রিঃ।
২.৩ দরপত্র আহবানে পিপিআির ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা	ই-জিপি বিধিবিধান।	পিপিআির ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে।

২.৪ দরপত্র আহবানে উন্নয়ন সহযোগিদের বিবিবিধান অনুসরণ করা হয়েছে কি না?	প্রযোজ্য নহে।	প্রযোজ্য নহে।
৩.০ দরপত্র দাখিলকরণ		
৩.১ বিক্রির জন্য দরপত্রের সংখ্যা	সীমিত নয়।	১টি।
৩.২ দরপত্রে অংশ গ্রহণের নির্ধারিত সংখ্যা	সীমিত নয়।	১টি।
৩.৩ দরপত্র প্রস্তুতের জন্য বিধান মাফিক দিনের সংখ্যা	পিপিআর-২০০৮ এর বিধান-৬১ (৪) অনুসারে, ন্যূনতম ২৮ দিন।	৩৩ দিন। (দরপত্র ১২/১১/২০১৮ তারিখে উন্মুক্ত করা হয়েছে)।

৪.০ দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি ও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি		
৪.১ দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটির সদস্য সংখ্যা	ই-জিপি বিধিবিধান; উপধারা-৩.৫.৬.১। ২ জন।	২ জন।
৪.২ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি হইতে সদস্য সংখ্যা	১ জন।	২ জন।
৪.৩ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	ই-জিপি বিধিবিধান; উপধারা-৩.৫.৬.১। ৩ জন (সর্বোচ্চ)।	৩ জন।
৪.৪ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে বহি-বিভাগের সদস্য সংখ্যা	প্রযোজ্য নহে।	নাই।
৪.৫ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রকল্প পরিচালক।	প্রকল্প পরিচালক।

৫.০ দরপত্র মূল্যায়ন		
৫.১ বিধি অনুসারে দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়নের মধ্যবর্তি সময়	পিপিআির ২০০৮ এর সিডিউল-৩, পার্ট-এ-এর বিধান। ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন। ২১ দিন।	১৩ দিন। (২৫/১১/২০১৮ তারিখে স্বাক্ষারিত)।

৫.২ রিস্পন্সিভ দরপত্র/প্রস্তাবের সংখ্যা	সীমিত নহে।	১টি।
৫.৩ কারণসহ নন- রিস্পন্সিভ দরপত্র/প্রস্তাবের সংখ্যা	সীমিত নহে।	-
৫.৪ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক পুনঃদরপত্র আহবানের সুপারিশ	প্রযোজ্য নহে।	পুনঃদরপত্র আহবান করা হয় নাই।
৫.৫ ক্রয়-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বাতিল হয়েছে	প্রযোজ্য নহে।	প্রযোজ্য নহে।

৬.০ দরপত্র/প্রস্মাব অনুমোদন		
৬.১ দরপত্র মূল্যায়ন ও অনুমোদনের মধ্যবর্তি প্রকৃত সময়	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৮(১৪)। ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন। ৭ দিন।	১ দিন।
৬.২ ফাইনেনসিয়াল ক্ষমতাবন্টন অনুসারে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মহাপরিচালক	-
৬.৩ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	-	প্রধান প্রকৌশলী
৬.৪ মূল্যায়ন প্রতিবেদন সরাসরি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান-৩৬(৩) ১ (i)	২৬/১১/২০১৮
৬.৫ অনুমোদনের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির তারিখ	-	২৬/১১/২০১৮
৬.৬ নোটিশ অব এওয়ার্ড ইস্যুর তারিখ	-	২৭/১১/২০১৮
৬.৭ দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কেহ মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করা	-	না।
৬.৮ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের উর্ধতন বা অধঃস্তন কর্মকর্তা কৃতক দরপত্র অনুমোদনকরণ	-	না।
৭.০ ঠিকাচুক্তি অর্পণ		
৭.১ ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের লেড-টাইম (নোটিশ অব এওয়ার্ড ও দরপত্র উন্মুক্তকরণের মাঝের প্রকৃত দিন সংখ্যা)	পিপিআির ২০০৮ এর সিডিউল-৩, পার্ট-এ-এর বিধান। ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন। ৪২ দিন।	১৫ দিন।
৭.২ নোটিশ অব এওয়ার্ড ও দরপত্র আহবানের মাঝের প্রকৃত দিন সংখ্যা	পিপিআির ২০০৮ এর সিডিউল-৩, পার্ট-এ-এর বিধান ৬১(৪)। ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন। ৭০ দিন।	৪৮ দিন।

৭.৩ সিপিটিইউ/ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে নোটিশ অব এওয়ার্ড প্রচারকরণ	ই-জিপি বিধান, উপ-ধারা ৩.৭.৪।	প্রতিপালন করা হয়েছে।
৭.৪ প্রথম দরপত্র/প্রস্তাব কার্যকর মেয়াদে ঠিকাচুক্তি ইস্যুকরণ	১০/০২/২০১৯ (৯০ দিন)	২৭/১১/২০১৮ (১৫ দিন)
৮.০ ঠিকাচুক্তি সমাপ্তকরণ		
৮.১ মূল চুক্তিপত্র অনুসারে সরবরাহ/বাস্তবায়ন/যোগান সম্পন্ন করার দিন সংখ্যা	৫৪১ দিন। (১৬/০৬/২০২০ পর্যন্ত)।	৫৪১ দিন। (১৬/০৬/২০২০)
৮.২ সরবরাহ/বাস্তবায়ন/যোগান সম্পন্ন করার প্রকৃত দিন সংখ্যা	-	কাজ চলমান।
৮.৩ লিকুইডেটেড ডেমেজ আরোপের পরিমাণ	-	প্রযোজ্য নহে।
৯.০ অভিযোগ এবং পুনর্বিচারের আবেদন		
৯.১ দাখিলকৃত অভিযোগ ও কারণসমূহ, যদি থাকে	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৫৭।	প্রযোজ্য নহে।
৯.২ বিধান অনুসারে অভিযোগ নিষ্পত্তি	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৫৭।	প্রযোজ্য নহে।
৯.৩ অভিযোগ নিস্পত্তির ফলশ্রুতিতে সংশোধন	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৫৭।	প্রযোজ্য নহে।
৯.৪ স্বাধীন রিভিউ প্যানেলের নিকট পুনর্বিচারের আবেদন	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৫৮।	প্রযোজ্য নহে।
৯.৫ স্বাধীন রিভিউ প্যানেলের সিদ্ধান্ত ও পরবর্তি কার্যক্রম	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৫৮।	প্রযোজ্য নহে।
১০.০ ঠিকাচুক্তি সংশোধন		
১০.১ কতবার চুক্তির সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং দিন সংখ্যা	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৩৯(৩)।	প্রযোজ্য নহে।
১০.২ ভেরিয়েশন/অতিরিক্ত কাজ/সরবরাহ ইত্যাদি	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৭৮, ৭৯ এবং ৮০।	ভেরিয়েশন প্রদান করা হয় নাই।
১০.৩ ভেরিয়েশনের সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৭৮, ৭৯ এবং ৮০।	প্রযোজ্য নহে।

১১.০ অনিস্পত্তিকৃত বিরোধপূর্ণ ঠিকাচুক্তি	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ৪২(৪)।	প্রযোজ্য নহে।
১২.০ প্রতারণা ও দুর্নীতি	পিপিআির ২০০৮ এর বিধান ১২৭।	প্রযোজ্য নহে।
১৩.০ ক্রয় ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা	-	-
১৩.১ জনবলের সরবরাহ ও অভিজ্ঞতা	-	সন্তোষজনক।
১৩.২ ক্রয় প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণ	-	জনবলের পিপিআর এর উপর প্রশিক্ষণ আছে; ই-জিপি-তে প্রশিক্ষণ আছে।

১৪. পর্যবেক্ষণকৃত তথ্যাদি	**মন্তব্য**
১৪.১ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা	অনুমোদন করা হয়েছে।
১৪.২ প্রাক্কলন	অনুমোদন করা হয়েছে।
১৪.৩ দরপত্র সংরক্ষণ	ই-জিপি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।
১৪.৪ দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	একটি বাংলা দৈনিক ও একটি ইংরজি দৈনিক সংবাদপত্র ও সিপিটিইউ-এর ওয়েব সাইটে প্রচার করা হয়েছে।
১৪.৫ প্রকিউরমেন্ট মেথোড	ও টি এম।
১৪.৬ দরপত্রদাতার যোগ্যতা পরীক্ষা	গৃহিত দরপত্রদাতাদের যোগ্যতা পরীক্ষা করা হয়েছে।
১৪.৭ দরপত্র দাখিলের জন্য প্রদত্ত সময়	পিপিআর-এর বিধান প্রতিপালন করা হয়েছে।
১৪.৮ দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও কার্যবিবরণী সংরক্ষণ	সঠিক পদ্ধত্তিতে ও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
১৪.৯ টেন্ডার সিকিইউরিটির বিবরণী	সঠিক পদ্ধত্তিতে ও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
১৪.১০ ব্যাংকের রিপোর্ট, দরপত্রদাতার নাম, ঠিকানা পরীক্ষাকরণ	দরপত্রমূল্যায়নের সময়ে টিইআর-১,২,৩ ও ৪ নম্বর ফরম ব্যবহার করা হয়েছে। পদ্ধত্তি যথাযথ।
১৪.১১ দরপত্র ফরম	টেন্ডার দলিলে বর্ণিত দরপত্র ফরম ব্যবহার করা হয়েছে। পদ্ধত্তি যথাযথ।
১৪.১২ উন্নয়ন সহযোগিদের অনাপত্তি গ্রহণ	প্রযোজ্য নহে।
১৪.১৫ অগ্রিম অর্থ প্রদানের বিপরীতে জামানত ও বিবরণী	অগ্রিম অর্থ পরিশোধ করার শর্ত নেই।
১৪.১৬ পারফরমেন্স সিকিউরিটি-এর তথ্যাদি ও বিবরণী	পারফরমেন্স সিকিউরিটি পরীক্ষা করে সঠিক পাওয়া গেছে।
১৪.১৭ অভিযোগ ও পুনর্বিচারের	অভিযোগ ও পুনর্বিচারের আবেদন দাখিল হয় নাই।

আবেদন	
১৪.১৮ চুক্তির মেয়াদ সমাপ্তির তারিখ	১৬/০৬/২০২০ পর্যন্ত। (৫৪১ দিন।)
১৪.১৯ ভেরিয়েশন অর্ডার, যদি থাকে।	নাই।
১৪.২০ প্রকৃত সমাপ্তির তারিখ	কাজ চলমান।
১৪.২১ বিল অব লডিং, যদি থাকে।	প্রয়োজন নাই।
১৪.২২ ডেলিভারী রশিদ অথবা এরূপ দলিল	প্রয়োজন নাই।
১৪.২৩ বিলম্বের জন্য আরোপিত লিকুইডেটেড ডেমেজের বিবরণ	লিকুইডেটেড ডেমেজ আরোপ করার প্রয়োজন হয় নাই।
১৪.২৪ সময়ানুসারে বিল পরিশোধ	সময়ানুসারে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
১৪.২৫ অন্যান্য বিষয় (যদি থাকে)	নাই।
১৫.০ প্রযোজ্য বিধি-বিধান প্রতিপালন	
১৫.১ পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-বিধান প্রতিপালন	গণ-ক্রয়ের জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান প্রতিপালন করা হয়েছে।

পরিশিষ্টসমূহ:

পরিশিষ্ট-১:	উপকারভোগীদের জন্য সমীক্ষার প্রশ্নমালা
পরিশিষ্ট-২:	কেআইআই (পরিকল্পনা কমিশন এবং আইএমইডি)-এর জন্য চেকলিস্ট-১
পরিশিষ্ট-৩:	কেআইআই (প্রকল্প সাইটে কর্মরত বাপাউবো কর্মকর্তা)-এর জন্য চেকলিস্ট-২
পরিশিষ্ট-৪:	কেআইআই (প্রকল্প পরিচালকের সাক্ষাৎকার)-এর জন্য চেকলিস্ট-৩
পরিশিষ্ট-৫:	উপকারভোগীদের জন্য কেস স্টাডির প্রশ্নমালা
পরিশিষ্ট-৬:	ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট-৪
পরিশিষ্ট-৭:	সরেজমিন পরিদর্শন চেকলিস্ট-৫
পরিশিষ্ট-৮:	উপকারভোগীদের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) গাইডলাইন

<u>টেকনিক্যাল কমিটির **সিদ্ধান্তের প্রতিপালন প্রতিবেদন**</u>

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনাও জীবনযাত্রারমান উন্নয়ন (বাপাউবো অংশ)” শীর্ষক প্রকল্পটি নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উপরে টেকনিক্যাল কমিটির **১১/০৬/২০২০** তারিখে অনুষ্ঠিত ৩য় সভার সিদ্ধান্তের প্রতিপালন প্রতিবেদন।

ক্রঃ নংঃ	সভার সিদ্ধান্ত	প্রতিপালন
১	২	৩
১	প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত ক্রয় প্রক্রিয়ার যাবতীয় বিষয়গুলো নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে প্যাকেজ অনুযায়ী বিশ্লেষণ করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে। (অনুচ্ছেদ ৩.৪, সংযুক্তি-১)।
২	প্রকল্প প্রণয়ন ও ডিজাইন পর্যায়ে কোন দুর্বলতা আছে কিনা তা নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে যৌক্তিক ব্যাখ্যাসহ আলোকপাত করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে। (অনুচ্ছেদ ১.৫)।
৩	নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার সুপারিশগুলো গুরুত্বের ক্রমানুসারে প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে। (ষষ্ঠ অধ্যায়)।
৪	প্রতিবেদনের ভুল বানান ও বাক্যগুলো শুদ্ধকরে লিখতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে।
৫	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী অর্জন সঠিকভাবে হয়েছে /হচ্ছে কিনা এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির কারণ কি ছিল তা বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;	(ক) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী অর্জন যথাযথভাবে হয়েছে/হচ্ছে। (নির্বাহী সার-সংক্ষেপ/পঞ্চম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৫.৩১)। (খ) পকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণসমূহ প্রতিবেদনে উলেস্নখ কর হয়েছে। (অনুচ্ছেদ ১.১৪)।
৬	নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে একই তথ্যের পুনরাবৃত্তি পরিহার করতে হবে এবং প্রতিবেদনে উল্লেখিত চিত্রের নম্বর উল্লেখসহ সংগঠিতভাবে প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে।
৭	প্রকল্পে সেচ সুবিধা কতটুকু হওয়ার কথা ছিল এবং কতটুকু হয়েছে তা পরিমাণ উল্লেখসহ বিশ্লেষণ করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে। (অনুচ্ছেদ ১.২)।
৮	ফসলের নিবিড়তা বর্তমানে কি পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটেছে তা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুনির্দিষ্ট করে প্রতিবেদনে উপস্থাপন করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে। (অনুচ্ছেদ ৩.৩.২)।

৯	প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কটি সঠিকভাবে করা হয়েছে কিনা তা কম্পোনেন্ট অনুযায়ী পর্যালোচনা করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে। (অনুচ্ছেদ ৩.৩.১)।
১০	প্রতিবেদনের সার্বিক পর্যবেক্ষণটি প্রকল্পের কম্পোনেন্ট অনুযায়ী আরও সুনির্দিষ্টভাবে গুরুত্বের ক্রমানুসারে উল্লেখ করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে। (পঞ্চম অধ্যায়)।
১১	উপর্যুক্ত মতামত প্রতিফলিত করে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদনটি সংশোধনপূর্বক অবিলম্বে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য এ সেক্টরে দাখিল করতে হবে।	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন করে প্রস্তুত করা হয়েছে।

স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতিপালন প্রতিবেদন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনাও জীবনযাত্রারমান উন্নয়ন (বাপাউবো অংশ)" শীর্ষক প্রকল্পটি নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উপরে **স্টিয়ারিং** কমিটির **১৪/০৬/২০২০** তারিখে অনুষ্ঠিত ৩য় সভার সিদ্ধান্তের প্রতিপালন প্রতিবেদন।

ক্রঃ নংঃ	সভার সিদ্ধান্ত	প্রতিপালন
১	প্রতিবেদনের প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী সুপারিশগুলো আরো সুবিন্যস্তভাবে পুনর্গঠন করতে হবে	প্রতিপালন করা হয়েছে। (ষষ্ঠ অধ্যায়)।
২	প্রকল্পের পিআইসি মিটিং কেন হয় না এর কারণসমূহ প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে	প্রতিপালন করা হয়েছে। (তৃতীয় অধ্যায়; অনুচ্ছেদ ৩.৩.৫)।
৩	নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে তথ্যগত যে সব বিচ্যুতি রয়েছে সেগুলো সংশোধন করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে।
৪	প্রকল্পের অধীনে নির্মিত কজওয়েগুলোর আকার অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করা হয়েছিল কিনা; নির্মিত কজওয়েজগুলোর ম্যানেজমেন্টের ওপর প্রতিবেদনে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা উল্লেখপূর্বক সুপারিশ সংযোজন করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে। (তৃতীয় অধ্যায়; অনুচ্ছেদ ৩.৩.১২)।
৫	প্রতিবেদনের ফন্টের আকার আদর্শ প্রতিবেদনের মত করে লিখতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে।
৬	প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত Exit Plan টি আরো সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে। (তৃতীয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩.৩.২৫)।
৭	প্রকল্পের লগফ্রেমে কোন ত্রুটি আছে কিনা তা পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিবেদনে করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে। (ততীয় অধ্যায়; অনুচ্ছেদ ৩.৩.১)।
৮	কজওয়েগুলোকে কিভাবে টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যকর করা যায় এ বিষয়টি প্রতিবেদনে বিস্তারিত তথ্যসহ উল্লেখ করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে। (তৃতীয় অধ্যায়; অনুচ্ছেদ ৩.৩.১২)

৯	নিবিড় পরিবীক্ষণের চূড়ান্ত খসড়া (Final Draft) প্রতিবেদনটি মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধির সুপারিশ/মতামতের আলোকে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সন্নিবেশ করে তা সংশোধন করতে হবে ;	প্রতিপালন করা হয়েছে।
১০	টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটি সভার সিদ্ধান্ত এবং জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালার সুপারিশের আলোকে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদনটি পুনর্গঠন করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে।
১১	নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা প্রতিবেদনের বাক্য ও বানান আধুনিক প্রমিত বাংলা রীতিতে শুদ্ধ করে লিখতে হবে; এবং	প্রতিপালন করা হয়েছে।
১২	স্টিয়ারিং কমিটি সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী প্রাপ্তির ০২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক চূড়ান্ত খসড়া (Final Draft) নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনটি সংশোধন করে পুনরায় আইএমইডিতে দাখিল করতে হবে।	প্রতিপালন করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

“হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বিডব্লিউডিবি অংশ) (১ম সংশোধিত)”-এর নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

উপকারভোগীদের জন্য সমীক্ষার প্রশ্নমালা

আমার নাম ---।

আমি এসেছি প্রজেক্ট প্রমোশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্টস উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে।

আপনাদের এলাকায় "হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে ২০১৪-১৫ সালে। এটি সমাপ্ত হবে ২০২১-২২ সালে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯৭,৮৬৫ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের ভৌত কাজগুলো হলো: (১) নতুন রেগুলেটর নির্মাণ ৫৭ টি, (২) খাল/নদী পুনঃখনন ১১৯.৮০ কিঃমিঃ, (৩) ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণ ১৩১টি, (৪) কজওয়ে নির্মাণ ৩৫টি, (৫) ব্রিজ নির্মাণ ১টি, (৬) পাইপ/বক্স স্লুইস/আউটলেট নির্মাণ ৪৪টি, (৭) রেগুলেটর পুনর্বাসন ৮ টি, (৮) ডব্লিউএমজি অফিস নির্মাণ ৬০টি।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এ এলাকায় বন্যার প্রকোপ কমিয়ে আনা এবং জনগণের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন করা উদ্দেশ্যে।

প্রকল্পটি যথাযথভাবে এবং যথা সময়ে বাস্তবায়িত হলে জনগণ তাড়াতাড়ি সুফল পাবে। বাস্তবায়ন যে যথাযথ ভাবে হয় এবং যথা সময়ে হয় সে জন্য সরকারের পক্ষ হতে পরিবীক্ষণ করা হয়। এ ছাড়াও নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করার জন্য আমাদের সংস্থাকে আইএমইডি কর্তৃক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণের সমীক্ষার জন্য প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্বন্ধে আপনাদের মতামত জানা প্রয়োজন। প্রকল্পটির কিছু পরিমাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ এখনও চলমান আছে। যে কাজগুলো সম্পন্ন হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনারা সন্তুষ্ট আছেন কি না এবং আপনারা ইতোমধ্যে কোন সুফল পেয়েছেন কি না সে সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। বাকি কাজগুলো যাতে যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হয় এবং আপনারা যাতে ইপ্সিত সুফল পেতে পারেন এস ব্যাপারে আপনাদের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক। এ সব কারণে আপনাদের মতামত সংগ্রহ করার জন্য আমি এসেছি। আপনার দেওয়া তথ্য/মতামত কেবল সমীক্ষার প্রতিবেদন তৈরির কাজে ব্যবহার করা হবে। আপনার নাম/পরিচয় গোপন রাখা হবে। এ সমীক্ষা হতে কেহ ব্যক্তিগত ভাবে উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। এ দ্বারা সার্বিকভাবে সকলের কল্যাণ হবে।

সমীক্ষার প্রয়োজনে তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে একান্তভাবে অনুরোধ করা হলো।

তথ্য সংগ্রহকারীদের নির্দেশনা

১. উত্তরদাতাদের অনুমতি নেওয়া;
২. উত্তরদাতাদের পরিচয় গোপন রাখা হবে এটা নিশ্চিত করা; এবং
৩. নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা।

ক. উত্তরদাতার সাধারণ পরিচিতি		
১.১	নাম	
১.২	পিতার/স্বামীর নাম:	
১.৩	গ্রামের নাম:	

১.৪	ইউনিয়ন:		
১.৫	উপজেলা:		
১.৬	জেলা:		
১.৭	বয়স	. . . . . . বছর	
১.৮	ফোন নং (যদি থাকে)		
১.১০	আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা (টিক চিহ্ন দিন)	১ = নিরক্ষর; ২ = কেবলমাত্র নাম সই করতে পারেন; ৩ = লিখতে ও পড়তে পারেন; ৪ = বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পাশ; ৫ = মাধ্যমিক পাশ; ৬ = উচ্চমাধ্যমিক পাশ, ৭ = স্নাতক/তদূর্ধ্ব	

খ. উত্তরদাতার আর্থ-সামাজিক তথ্যাদি				
ক্রঃ নং	**বিষয়**	**উত্তর**	**কোড**	**স্কিপ**
২.১	আপনার প্রধান পেশা কি?	কৃষি	১	
		চাকুরি	২	
		ব্যবসা	৩	
		রিক্সা/ভ্যান/ঠেলাগাড়ি চালক	৪	
		লঞ্চ/নৌকা/অটোরিক্সা/ট্রাক/বাস/ড্রাইভার	৫	
		কুটির শিল্প/কামার/কুমার/তাঁতি	৬	
গ. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বিষয় সম্পর্কিত তথ্যাদি				
অঙ্গ: ১ ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি				
৩.১	ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণের জন্য যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল তা সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে কি?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
৩.২	প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে (২০১৪) আপনার এলাকায় ডুবন্ত বাঁধ ছিল কি?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
৩.৩	আপনি কি মনে করেন ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়েই সম্পন্ন হয়েছে/হবে?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
		না হলে কারণ.....................	৪	
৩.৪	ডুবন্ত বাঁধটির নির্মাণ কাজের মান (উচ্চতা/প্রশস্ত) নিয়ে কি আপনি সন্তুষ্ট?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
৩.৫	ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরুর পর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কি নিয়মিত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানিনা	৩	
অঙ্গ: ২ বাঁধ পুনর্বাসন সংক্রান্ত তথ্যাদি				
৪.১	বাঁধ পুনর্বাসনের জন্য যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল তা সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে কি?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
৪.২	প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে (২০১৪) আপনার এলাকায় বাঁধ ভাঙ্গন হত কি?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
৪.৩	কী ধরনের ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছেন? একাধিক উত্তর হতে পারে)	আয় কমে/বন্ধ হয়ে যায়	১	
		সন্তানদের পড়াশোনার জন্য স্কুলে যেতে না পারা	২	
		ঋণ করতে হয়েছিল	৩	
		সমিতির ঋণ পরিশোধ করতে পারেন নাই	৪	
		ফসল নষ্ট	৫	
		পরিবারের কেউ মারা গিয়েছিল	৬	
		পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়েছিল	৭	
		গবাদি পশুর মৃত্যু	৮	
		অন্যান্য নির্দিষ্ট করুন	৯	
৪.৪	আপনি কি মনে করেন বাঁধ পুনর্বাসন কার্যক্রম নির্দিষ্ট	হ্যাঁ	১	

	সময়েই সম্পন্ন হয়েছে/হবে?	না	২	
		জানি না	৩	
		না হলে কারণ......................	৪	
৪.৫	বাঁধটির পুনর্বাসন কাজের মান (উচ্চতা/প্রশস্ত) নিয়ে কি আপনি সন্তুষ্ট?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
৪.৬	বাঁধ পুনর্বাসনের কাজ শুরুর পর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কি নিয়মিত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে?	হ্যাঁ	১	
অংশ: ৩ রেগুলেটর পুনর্বাসন সংক্রান্ত তথ্যাদি				
৫.১	২০১৪ সালের আগে রেগুলেটরের অবস্থা কেমন দেখেছেন?	ভালো	১	
		প্রায় অকেজো	২	
		একেবারেই অচল	৩	
৫.২	রেগুলেটরের ব্যবহার করা উপাদানের গুণগত মান কেমন ছিল?	ভালো	১	
		মোটামুটি	২	
		ভালো নয়	৩	
		না হলে কারণ......................	৪	
৫.৩	রেগুলেটরের পুনর্বাসনের কাজে আপনি কি সন্তুষ্ট?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
		না হলে কারণ......................	৪	
৫.৪	রেগুলেটরের পুনর্বাসন কাজটি কি সঠিক উপায়ে ঘটছে?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
		না হলে কারণ......................	৪	
৫.৫	আপনি কি মনে করেন বাঁধটির পুনর্বাসনের ফলে আপনার কোনো উপকার হবে?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
		না হলে কারণ......................	৪	
৫.৬	আপনি কি মনে করেন রেগুলেটরের পুনর্বাসন নির্দিষ্ট সময়েই সম্পন্ন হয়েছে/হবে?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
		না হলে কারণ......................	৪	
৫.৭	রেগুলেটর পুনর্বাসনের কাজ শুরুর পর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কি নিয়মিত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
		না হলে কারণ......................	৪	
অংশ: ৪ রেগুলেটর নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি				
৬.১	রেগুলেটরের ঠিকাদারি কাজে আপনি কি সন্তুষ্ট?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
৬.২	রেগুলেটরের নির্মাণে ব্যবহার করা উপাদানের গুণগত মান কেমন?	ভালো	১	
		মোটামুটি	২	
		ভালো নয়	৩	
		না হলে কারণ......................	৪	
৬.৩	রেগুলেটরগুলো নির্মাণের ফলে পানির ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে করা সম্ভব হবে বলে কি আপনি মনে করেন?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
৬.৪	আপনি কি মনে করেন রেগুলেটরের নির্মাণ নির্দিষ্ট সময়েই সম্পন্ন হয়েছে/হবে?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
		না হলে কারণ......................	৪	

৬.৫	প্রকল্পের এই কাজটি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাগণ তদারকি কীভাবে করছেন?	নিয়মিত আসেন	১	
		অনেক কম আসেন	২	
		একেবারেই আসেন না	৩	
৬.৬	রেগুলেটর নির্মাণ কাজ শুরুর পর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কি নিয়মিত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
		না হলে কারণ…………………	৪	
অঙ্গ: ৫ খাল পুনঃখনন সংক্রান্ত তথ্যাদি				
৭.১	খাল পুনঃখননের পূর্বে অবস্থা কেমন ছিল?	ভরাট হয়ে গিয়েছিল	১	
		অধিক ভরাট ছিল না	২	
		পানির প্রবাহ সচল ছিল	৩	
৭.২	খালটি কি সঠিক উপায়ে পুনঃখনন হচ্ছে?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
		না হলে কারণ…………………	৪	
৭.৩	খাল পুনঃখননের ফলে উদ্ভূত মাটি কি সঠিক উপায়ে পাড়ে ফেলা হচ্ছে?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
		না হলে কারণ…………………	৪	
৭.৪	আপনার কি মনে হয় খালের পাড়গুলো টেকসই হবে?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
		হ্যাঁ হলে কারণ…………………	৪	
৭.৫	খাল পুনঃখননের কাজের গুণগত মান নিয়ে আপনি কি সন্তুষ্ট	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
		না হলে কারণ…………………	৪	
৭.৬	খাল পুনঃখননের ফলে সেখানে পানির অবস্থা কেমন?	পর্যাপ্ত পানি থাকে	১	
		মোটামুটি পানি থাকে	২	
		খুবই কম পানি থাকে	৩	
৭.৭	খালগুলো কি নিয়মিত তদারকি করা হয়?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
৭.৮	প্রকল্পের এই কাজটি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাগণ তদারকি কীভাবে করছেন?	নিয়মিত আসেন	১	
		অনেক কম আসেন	২	
		একেবারেই আসেন না	৩	
৭.৯	খাল পুনঃখননের ফলে খালে পানির প্রবাহ ২০১৫ সালের পূর্বের তুলনায় বেড়েছে কি না?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
৭.১০	খালের তলদেশ ভরাট হওয়ার কারণগুলো কী বলে আপনি মনে করেন?		১	
			২	
			৩	
৭.১১	খাল পুনঃখননের বর্তমান অবস্থা কী?	খনন সঠিক উপায়ে হচ্ছে	১	
		আগের মতই আছে	২	
		খননকৃত মাটি পুনরায় খালে গিয়ে ভরাট হয়ে যাচ্ছে	৩	
		খালের গভীরতা ঠিক নেই	৪	
		অন্যান্য নির্দিষ্ট করুন……………..	৫	
৭.১২	খাল পুনঃখননের কাজ শুরুর পর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কি নিয়মিত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
		না হলে কারণ…………………	৪	

অঙ্গা: ৬ স্কিম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি				
৮.১	আপনি কি মনে করেন স্কিম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ জন্য দক্ষ জনবল তৈরিতে প্রশিক্ষণ দরকার?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
		হ্যাঁ হলে কারণ....................	৪	
৮.২	আপনি কি মনে করেন স্কিম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সঠিকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
		না হলে কারণ....................	৪	
		না	২	
		হ্যাঁ হলে কারণ....................	৩	
ঘ. প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক ভূমিকা সংক্রান্ত তথ্যাদি				
শাখা-১ সংশ্লিষ্ট এলাকায় পরিবেশগত অবস্থার তথ্যাদি				
৯.১	চলমান এই প্রকল্পের ফলে আপনি কি মনে করেন পরিবেশ ও প্রতিবেশের কোনোভাবে ক্ষতি হচ্ছে?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
		হলে কীভাবে....................	৪	
৯.২	স্লুইস নির্মাণ/পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণের ফলে পরিবেশের ভারসাম্যের কোন ক্ষতি হয়েছে বলে কি আপনি মনে করেন?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
		হলে কী কী....................	৪	
		না	২	
শাখা-২ ফসল উৎপাদন, মৎস্য চাষ ও উৎপাদনশীলতা সংক্রান্ত তথ্যাদি				
১০.১	প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে ফসল উৎপাদনে ভিন্নতা এসেছে কি?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
১০.২	যদি ভিন্নতা এসে থাকে তাহলে কি ধরনের ভিন্নতা এসেছে?	রবি শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে	১	
		উচ্চফলনশীল জাতের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে	২	
		শাক-সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে	৩	
		গমের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে	৪	
		ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে	৫	
		অন্য কোন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে	৬	
১০.৩	প্রকল্পের সংস্কারের কারণে আপনার এলাকায় কি কি সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে?	সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে	১	
		ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়েছে	২	
		ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে	৩	
		ফসল উৎপাদন সহজ হয়েছে	৪	
		অন্য কোন সুবিধা	৫	
১০.৪	প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে পানি প্রাপ্যতায় ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়েছে কি না?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
১০.৫	আপনি সাধারণত কি ধরনের কৃষি ফসল চাষ করেন? (একাধিক উত্তর করা যাবে)	ধান	১	
		পাট	২	
		গম	৩	
		ভুট্টা	৪	
		সবজি	৫	
		ডাল জাতীয় শস্য	৬	
		তৈল জাতীয় শস্য	৭	
		ফল	৮	
		পান	৯	
		অন্যান্য (নাম বলুন)................	১০	
১০.৬	চলমান প্রকল্পের নদী বা খালগুলোতে মাছ পাওয়া যায় কি	হ্যাঁ	১	

	না?	না	২	
		জানি না	৩	
১০.৭	বর্তমানে পূর্বের চেয়ে মাছ বেশি পাওয়া যায় কি না?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
১০.৮	সংস্কারের ফলে প্রকল্প এলাকায় মাছের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করেন কী?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
WMG অফিস নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি				
১১.১	WMG অফিস নির্মাণের ঠিকাদারি কাজে আপনি কি সন্তুষ্ট?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
১১.২	WMG অফিস নির্মাণে ব্যবহার করা উপাদানের গুণগত মান কেমন?	ভালো	১	
		মোটামুটি	২	
		ভালো নয়	৩	
		না হলে কারণ.....................	৪	
১১.৩	WMG অফিস নির্মাণের ফলে হাওর ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে করা সম্ভব হবে বলে কি আপনি মনে করেন?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
১১.৪	আপনি কি মনে করেন WMG অফিস নির্মাণ নির্দিষ্ট সময়েই সম্পন্ন হয়েছে/হবে?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানি না	৩	
		না হলে কারণ.....................	৪	
শাখা-৪ সবল ও দুর্বল দিক সংক্রান্ত তথ্যাদি				
১২.১	প্রকল্পের নির্মাণ ও পুনর্বাসন কাজের তিনটি সবল/ভালো দিক উল্লেখ করুন; ১) .... ২) .... ৩)..			
১২.২	প্রকল্পের নির্মাণ ও পুনর্বাসন কাজের তিনটি দুর্বল/ত্রুটি উল্লেখ করুন; ১) .... ২) .... ৩)..			
১২.৩	প্রকল্পের কোন ধরনের ঝুঁকি থাকলে তা উল্লেখ করুন;			
১২.৪	প্রকল্পের ফলে কী কী ধরনের সুযোগ পাওয়া যেতে পারে?			
১২.৫	প্রকল্পটিকে টেকসই ও অধিক কার্যকরী করতে আপনার মতামত আছে কি না?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		হ্যাঁ হলে	৩	

তথ্য সংগ্রহকারীর নামঃ .... স্বাক্ষর ....

সুপারভাইজারের নামঃ .... স্বাক্ষর ....

তারিখঃ...........................

পরিশিষ্ট-২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

"হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বিডব্লিউডিবি অংশ) (১ম সংশোধিত)"-এর নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

চেকলিস্ট-১:
কেআইআই (পরিকল্পনা কমিশন এবং আইএমইডি)

আমার নাম --।

আমি এসেছি প্রজেক্ট প্রমোশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্টস উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে।

আপনাদের এলাকায় "হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে ২০১৪-১৫ সালে। এটি সমাপ্ত হবে ২০২১-২২ সালে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯৭,৮৬৫ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের ভৌত কাজগুলো হলো: (১) নতুন রেগুলেটর নির্মাণ ৫৭ টি, (২) খাল/নদী পুনঃখনন ১১৯.৮০ কিঃমিঃ, (৩) ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণ ১৩১টি, (৪) কজওয়ে নির্মাণ ৩৫টি, (৫) ব্রিজ নির্মাণ ১টি, (৬) পাইপ/বক্স স্লুইস/আউটলেট নির্মাণ ৪৪টি, (৭) রেগুলেটর পুনর্বাসন ৮ টি, (৮) ডব্লিউএমজি অফিস নির্মাণ ৬০টি।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এ এলাকায় বন্যার প্রকোপ কমিয়ে আনা এবং জনগণের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন করা উদ্দেশ্যে।

প্রকল্পটি যথাযথভাবে এবং যথা সময়ে বাস্তবায়িত হলে জনগণ তাড়াতাড়ি সুফল পাবে। বাস্তবায়ন যে যথাযথ ভাবে হয় এবং যথা সময়ে হয় সে জন্য সরকারের পক্ষ হতে পরিবীক্ষণ করা হয়। এ ছাড়াও নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করার জন্য আমাদের সংস্থাকে আইএমইডি কর্তৃক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণের সমীক্ষার জন্য প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্বন্ধে আপনাদের মতামত জানা প্রয়োজন। প্রকল্পটির কিছু পরিমাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ এখনও চলমান আছে। যে কাজগুলো সম্পন্ন হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনারা সন্তুষ্ট আছেন কি না এবং আপনারা ইতোমধ্যে কোন সুফল পেয়েছেন কি না সে সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। বাকি কাজগুলো যাতে যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হয় এবং আপনারা যাতে ইপ্সিত সুফল পেতে পারেন এস ব্যাপারে আপনাদের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক। এ সব কারণে আপনাদের মতামত সংগ্রহ করার জন্য আমি এসেছি। আপনার দেওয়া তথ্য/মতামত কেবল সমীক্ষার প্রতিবেদন তৈরির কাজে ব্যবহার করা হবে। আপনার নাম/পরিচয় গোপন রাখা হবে। এ সমীক্ষা হতে কেহ ব্যক্তিগত ভাবে উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। এ দ্বারা সার্বিকভাবে সকলের কল্যাণ হবে।

সমীক্ষার প্রয়োজনে তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে একান্তভাবে অনুরোধ করা হলো।

	ক. উত্তরদাতার পরিচয়	
১.১	উত্তরদাতার নাম	
১.২	মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	
১.৩	পদবী	
১.৪	মোবাইল নম্বর	
	খ. প্রকল্প প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে ভূমিকা	
২.১	প্রকল্পের জন্য পরিচালিত ফিজিবিলিটি রিপোর্ট প্রণয়ন/পর্যালোচনায় ভূমিকা লিখুন।	
২.২	প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন সংক্রান্ত...	
২.৩	ডিপিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত ...	

২.৪	প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ...
২.৫	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ এ পর্যন্ত কতটুকু অর্জিত হয়েছে?
২.৬	প্রকল্প এলাকার বসবাসরত জনগণ এই প্রকল্পের ফলে কীভাবে উপকৃত হবে?
গ. প্রকল্প পরিবীক্ষণ	
৩.১	প্রকল্প সংশোধন সম্পর্কে লিখুন।
৩.২	প্রকল্প সংশোধনের কারণ উল্লেখ করুন।
৩.৩	প্রকল্প সংশোধনের কারণে প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো কাজের কোন ক্ষতি হয়েছে কী? হলে কী কী ক্ষতি হয়েছে বলে আপনি মনে করেন? ভৌত অবকাঠামোঃ
৩.৪	প্রকল্পের ফিজিবিলিটি রিপোর্টে কি ধরনের অসঙ্গতি ছিল যার ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব/বিঘ্নিত হয়েছে?
৩.৫	এ প্রকল্পের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের ডিপিপি প্রণয়ন, পিপিআর-২০০৮, প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ছিল কি না? ইতিপূর্বে প্রকল্প বাস্তবায়নে তাঁদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল কি? প্রশিক্ষণঃ................................. অভিজ্ঞতাঃ ....
৩.৬	প্রকল্পের মালামাল, ইকুইপমেন্ট, জনবল ও সেবা সংগ্রহে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কী? যদি হয় তবে এ সংক্রান্ত যে সকল দলিলাদি সংরক্ষণ করেছেন অনুগ্রহ করে সেই দলিলাদি দেখান? (চেকলিস্টের সাথে মিলিয়ে নিন) (ক) (খ) (গ) (ঘ)
৩.৭	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ডিপিপি/আরডিপিপির কোন সমস্যা/ঘাটতি আছে বলে আপনার মনে হয়েছে কি? হ্যাঁ হলে কী কী ঘাটতি আছে বলে আপনার মনে হয়। (ক) নকশাঃ (খ) পরিকল্পনাঃ (গ) সম্ভাব্যতাঃ (ঘ) নদী পুনঃখননঃ (ঙ) খাল পুনঃখননঃ (চ) খালের গভীরতাঃ (ছ) ভূমি অধিগ্রহণঃ
৩.৮	ডিপিপি প্রস্তুতির পূর্বে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা নিয়ে কোন সমীক্ষা করা হয়েছিল কি না এবং তাতে Sensitivity Analysis

	এবং Log-frame Analysis ছিল কি?
৩.৯	প্রকল্প এলাকার নির্মাণ অবকাঠামোগুলোর নকশা সঠিক ছিল কি না? না হলে কারণ বলুন। (আলাদা আলাদা করে)
৩.১০	প্রকল্পে কতটুকু ভূমি অধিগ্রহণ করতে হয়েছিল? এই জমি অধিগ্রহণ জনিত জটিলতার কারণে কতটুকু প্রকল্প ব্যয় ও সময়ক্ষেপণ হয়েছিল?
৩.১১	প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য একজন প্রকল্প পরিচালক (পিডি) নিয়োগ করা হয়ে থাকে, এই প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কে সংক্ষেপে বলুনঃ (ক) এ পর্যন্ত নাকি একের অধিক প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ পেয়েছেন এই প্রকল্পে? তাদের নাম ও মেয়াদ উল্লেখ করুন। …………………………………………………………………………… (খ) পূর্ণকালীন বা খন্ডকালীন নিয়োগ দেয়া হয়েছেঃ………………………………………… খন্ডকালীন নিয়োগ দেয়া হলে প্রকল্পের কী কী লাভ/ক্ষতি হয় বলে আপনি মনে করেন? …………………………………………………………………………… পূর্ণকালীন নিয়োগ দেওয়া হলে প্রকল্পের কী কী উপকরা/ক্ষতি হবে বলে আপনি মনে করেন? …………………………………………………………………………… এক্ষেত্রে আপনার মতামত ও সুপারিশ কি হতে পারে? ……………………………………………………………………………
৩.১২	প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনটি সবল দিক সম্পর্ক লিখুন। (১) (২) (৩)
৩.১৩	প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনটি দুর্বল দিক সম্পর্ক লিখুন। (১) (২) (৩)
৩.১৪	প্রকল্পের ঝুঁকি সম্পর্কে লিখুন।
৩.১৫	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট সুযোগগুলো উল্লেখ করুন।
৩.১৬	প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কী কী কৌশলগত ভুল ছিল এবং এগুলো এড়িয়ে যাওয়ার উপায় কী?
৩.১৭	আপনি প্রকল্পটি সমাপ্ত ও টেকসই করতে কীভাবে পরিকল্পনা করছেন? (Exit Plan)
৩.১৮	প্রকল্পের যে কাজগুলো এখনও অসমাপ্ত বা চলমান সে সম্পর্কে আপনার সুপারিশ কী?

তথ্য সংগ্রহকারীর নামঃ…………………………………………………

স্বাক্ষরঃ……………………………………………………………

মোবাইল নম্বরঃ …………………………………………………

পরিশিষ্ট-৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

"হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বিডব্লিউডিবি অংশ) (১ম সংশোধিত)"-এর নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

চেকলিস্ট-২:
কেআইআই (প্রকল্প সাইটে কর্মরত বাপাউবো কর্মকর্তা)

আমার নাম ---।

আমি এসেছি প্রজেক্ট প্রমোশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্টস উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে।

আপনাদের এলাকায় "হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে ২০১৪-১৫ সালে। এটি সমাপ্ত হবে ২০২১-২২ সালে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯৭,৮৬৫ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের ভৌত কাজগুলো হলো: (১) নতুন রেগুলেটর নির্মাণ ৫৭ টি, (২) খাল/নদী পুনঃখনন ১১৯.৮০ কিঃমিঃ, (৩) ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণ ১৩১টি, (৪) কজওয়ে নির্মাণ ৩৫টি, (৫) ব্রিজ নির্মাণ ১টি, (৬) পাইপ/বক্স স্লুইস/আউটলেট নির্মাণ ৪৪টি, (৭) রেগুলেটর পুনর্বাসন ৮ টি, (৮) ডব্লিউএমজি অফিস নির্মাণ ৬০টি।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এ এলাকায় বন্যার প্রকোপ কমিয়ে আনা এবং জনগণের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন করা উদ্দেশ্যে।

প্রকল্পটি যথাযথভাবে এবং যথা সময়ে বাস্তবায়িত হলে জনগণ তাড়াতাড়ি সুফল পাবে। বাস্তবায়ন যে যথাযথ ভাবে হয় এবং যথা সময়ে হয় সে জন্য সরকারের পক্ষ হতে পরিবীক্ষণ করা হয়। এ ছাড়াও নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করার জন্য আমাদের সংস্থাকে আইএমইডি কর্তৃক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণের সমীক্ষার জন্য প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্বন্ধে আপনাদের মতামত জানা প্রয়োজন। প্রকল্পটির কিছু পরিমাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ এখনও চলমান আছে। যে কাজগুলো সম্পন্ন হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনারা সন্তুষ্ট আছেন কি না এবং আপনারা ইতোমধ্যে কোন সুফল পেয়েছেন কি না সে সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। বাকি কাজগুলো যাতে যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হয় এবং আপনারা যাতে ইপ্সিত সুফল পেতে পারেন এস ব্যাপারে আপনাদের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক। এ সব কারণে আপনাদের মতামত সংগ্রহ করার জন্য আমি এসেছি। আপনার দেওয়া তথ্য/মতামত কেবল সমীক্ষার প্রতিবেদন তৈরির কাজে ব্যবহার করা হবে। আপনার নাম/পরিচয় গোপন রাখা হবে। এ সমীক্ষা হতে কেহ ব্যক্তিগত ভাবে উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। এ দ্বারা সার্বিকভাবে সকলের কল্যাণ হবে।

সমীক্ষার প্রয়োজনে তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে একান্তভাবে অনুরোধ করা হলো।

ক. উত্তরদাতার পরিচয়		
১.১	উত্তরদাতার নাম	
১.২	মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	
১.৩	পদবী	
১.৪	মোবাইল নম্বর	
খ. প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ		
২.১	প্রকল্পের জন্য পরিচালিত ফিজিবিলিটি রিপোর্ট প্রণয়ন/পর্যালোচনায় ভূমিকা লিখুন।	
২.২	প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন সংক্রান্ত	
২.৩	ডিপিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত	
২.৪	প্রকল্প বাস্তবায়নে	

২.৫	প্রকল্প কাজের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি সম্পর্কে বলুন। (১) আর্থিকঃ... (২) ভৌত অবকাঠামোঃ... আপনি কি মনে করেন বাকি মেয়াদে প্রকল্পটি যথাযথভাবে সমাপ্ত হবে? যদি জবাব হ্যাঁ হয় তবে কেন মনে হয়ঃ (১) (২) (৩) যদি না হয় তবে তার কারণ কী? ১) (২) (৩)
২.৬	কী কী কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হচ্ছে?
২.৭	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ডিপিপি/আরডিপিপির কোন সমস্যা/ঘাটতি আছে বলে আপনার মনে হয়েছে কি? হ্যাঁ হলে কী কী ঘাটতি আছে বলে আপনার মনে হয়? (ক) নকশাঃ (খ) পরিকল্পনাঃ (গ) সম্ভাব্যতাঃ (ঘ) নদী পুনঃখননঃ (ঙ) খাল পুনঃখননঃ (চ) খালের গভীরতাঃ (ছ) ভূমি অধিগ্রহণঃ
২.৮	প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।
২.৯	প্রকল্প বাস্তবায়নে সময় বেশি নেওয়ার কারণ কী? যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হলে কী কী করতে হবে? ১) (২) (৩)
২.১০	প্রকল্পের গুণগত মান ঠিক রাখতে কী কী ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন?
২.১১	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গুণগত মানের ব্যত্যয় ঘটলে কী কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন?

২.১২	প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কৌশলগত ভুল ছিল কি না? থাকলে সেগুলো এড়িয়ে যাওয়ার উপায় কী?
২.১৩	প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান বাধাগুলো কী কী ? আপনারা সেগুলো কীভাবে সমাধান করছেন?
২.১৪	প্রকল্পের চলমান ও সমাপ্ত অঙ্গসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ কীভাবে করা হচ্ছে?
২.১৫	রক্ষণাবেক্ষণে জনবলের সংকট রয়েছে কি না? থাকলে সেটি কীভাবে সমাধান করছেন?
২.১৬	প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনটি সবল দিক সম্পর্কে লিখুন। ১) (২) (৩)
২.১৭	প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনটি দুর্বল দিক সম্পর্কে লিখুন। ১) (২) (৩)
২.১৮	প্রকল্পের কোনরূপ ঝুঁকি রয়েছে কি না সে সম্পর্কে লিখুন।
২.১৯	প্রকল্প থেকে কী কী ধরনের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আপনি মনে করেন?
২.২০	কাজের সাইটে ঠিকাদারের অফিস ছিল কি?
২.২১	কাঠামো নির্মাণ কাজে কিসের সাটার ব্যবহার করা হয়েছে/হচ্ছে (ক) স্টীল সাটার [ ]; (খ) কাঠের সাটার [ ]
২.২২	কাঠামোর কাজ বাস্তবায়নের সময়ে এই মেশিনগুলো ব্যবহার করা হয়েছে কি? (ক) মিক্সার মেশিন [ ]; (খ) ভাইব্রেটর মেশিন [ ]
২.২৩	কাজ বাস্তবায়নের সময়ে কংক্রিটের Slump Test করা হয়েছে কি?
২.২৪	কাজ বাস্তবায়নের সময়ে কংক্রিটের compressive strength পরীক্ষা করার জন্য কংক্রিটের সিলিন্ডার স্যাম্পল রাখা হয়েছিল কি? হলে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করুন।
২.২৫	কংক্রিট ঢালাই করার কতদিন পর সাটার খোলা হয়েছে?
২.২৬	কংক্রিট ঢালাই করার পরে কতদিন যাবৎ পানি দ্বারা পরিচর্যা (curing) করা হয়েছে?
২.২৭	নির্মাণ কাজের সাইটে "সাইট অর্ডার" বহি ছিল কি?

২.২৮	রেগুলেটরে গেইট সংযোজন করা হয়েছে কি না?			
২.২৯	সংযোজন করা গেইট মসৃণভাবে পরিচালন (operate) করা যায় কি?			
২.৩০	রেগুলেটর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকলে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য WMG-কে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে কি না?			
২.৩১	রেগুলেটরের গেইট WMG-এর নিয়োজিত ব্যক্তি সঠিকভাবে পরিচালন (operate) করতে পারবে কি?			
২.৩২	নির্মাণ কাজের সাইটে পানীয়জলের জন্য নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে কি?			
২.৩৩	নির্মাণ শ্রমিকগণ Hand Gloves ব্যবহার করেন কি?			
২.৩৪	নির্মাণ শ্রমিকগণ হেলমেট ব্যবহার করেন কি?			
২.৩৫	সাইটে ফাস্ট এইড (First Aid) বাক্স আছে/ছিল কি?			
নিম্নের ছক অনুসারে প্রকল্পের প্রধানতম অঙ্গসমূহের উপর আপনার মন্তব্য প্রদান করুন				
ক্রমিক নং	প্রকল্পের অঙ্গসমূহ	বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতি	আশানুরূপ অগ্রগতি না হলে তার কারণ	করণীয়
৩.১	ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ			
৩.২	খাল/নদী পুনঃখনন			
৩.৩	রেগুলেটর নির্মাণ			
৩.৪	রেগুলেটর পুনর্বাসন			
৩.৫	বাঁধ পুনর্বাসন (পুরাতন হাওরে)			
৩.৬	রেগুলেটর/কজওয়ে পুনঃস্থাপন			
৩.৭	পানি ব্যবস্থাপনা দলের অফিস			

তথ্য সংগ্রহকারীর নামঃ..

স্বাক্ষরঃ..

মোবাইল নম্বরঃ ....

<u>পরিশিষ্ট-৪</u>

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

“হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বিডব্লিউডিবি অংশ) (১ম সংশোধিত)”-এর নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

<u>চেকলিস্ট-৩</u>
<u>কেআইআই (প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা)</u>

আমার নাম --।

আমি এসেছি প্রজেক্ট প্রমোশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্টস উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে।

আপনাদের এলাকায় "হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে ২০১৪-১৫ সালে। এটি সমাপ্ত হবে ২০২১-২২ সালে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯৭,৮৬৫ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের ভৌত কাজগুলো হলো: (১) নতুন রেগুলেটর নির্মাণ ৫৭ টি, (২) খাল/নদী পুনঃখনন ১১৯.৮০ কিঃমিঃ, (৩) ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণ ১৩১টি, (৪) কজওয়ে নির্মাণ ৩৫টি, (৫) ব্রিজ নির্মাণ ১টি, (৬) পাইপ/বক্স স্লুইস/আউটলেট নির্মাণ ৪৪টি, (৭) রেগুলেটর পুনর্বাসন ৮ টি, (৮) ডব্লিউএমজি অফিস নির্মাণ ৬০টি।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এ এলাকায় বন্যার প্রকোপ কমিয়ে আনা এবং জনগণের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন করা উদ্দেশ্যে।

প্রকল্পটি যথাযথভাবে এবং যথা সময়ে বাস্তবায়িত হলে জনগণ তাড়াতাড়ি সুফল পাবে। বাস্তবায়ন যে যথাযথ ভাবে হয় এবং যথা সময়ে হয় সে জন্য সরকারের পক্ষ হতে পরিবীক্ষণ করা হয়। এ ছাড়াও নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করার জন্য আমাদের সংস্থাকে আইএমইডি কর্তৃক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণের সমীক্ষার জন্য প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্বন্ধে আপনাদের মতামত জানা প্রয়োজন। প্রকল্পটির কিছু পরিমাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ এখনও চলমান আছে। যে কাজগুলো সম্পন্ন হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনারা সন্তুষ্ট আছেন কি না এবং আপনারা ইতোমধ্যে কোন সুফল পেয়েছেন কি না সে সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। বাকি কাজগুলো যাতে যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হয় এবং আপনারা যাতে ইপ্সিত সুফল পেতে পারেন এস ব্যাপারে আপনাদের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক। এ সব কারণে আপনাদের মতামত সংগ্রহ করার জন্য আমি এসেছি। আপনার দেওয়া তথ্য/মতামত কেবল সমীক্ষার প্রতিবেদন তৈরির কাজে ব্যবহার করা হবে। আপনার নাম/পরিচয় গোপন রাখা হবে। এ সমীক্ষা হতে কেহ ব্যক্তিগত ভাবে উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। এ দ্বারা সার্বিকভাবে সকলের কল্যাণ হবে।

সমীক্ষার প্রয়োজনে তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে একান্তভাবে অনুরোধ করা হলো।

(সমীক্ষা কাজে ব্যবহৃত সকল প্রশ্নমালা ও চেকলিস্ট)

উত্তরদাতার নামঃ

পদবীঃ

প্রতিষ্ঠানের নামঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

ঠিকানাঃ

মোবাইল নম্বর ও ই-মেইলঃ

১: প্রকল্পের নিমোক্ত তথ্য সংগ্রহ করুনঃ

১.১	প্রকল্পের পদবী	
১.২	প্রকল্পে যোগদানের তারিখ	

১.৩	শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্বোচ্চ)				
১.৪	এ প্রকল্প প্রণয়নে জড়িত ছিলেন কি? (টিক চিহ্ন দিন)	পুরোপুরি		১	
		আংশিক		২	
		জড়িত ছিলাম না		৩	
১.৫	অন্য প্রকল্প পরিচালকের বিবরণ	নাম	সংস্থা	সময়ের ব্যাপ্তি	
	১				
	২				
	৩				
১.৬	প্রকল্পে মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংখ্যা কত?				
১.৭	বর্তমানে সব পদে জনবল আছে কি না?				
১.৮	যদি না থাকে তবে কেন নেই?				
১.৯	বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কি না?				
১.১০	যদি অভিজ্ঞতা না থাকে তবে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে?				
১.১১	প্রকল্পের মনিটরিং কার্যক্রম কীভাবে চলছে তা উল্লেখ করুন?				
১.১২	প্রকল্পটির বেইজলাইন জরিপ আছে কি না? হ্যাঁ হলে বিস্তারিত বিবরণ দিন।	হ্যাঁ		১	
		না		২	
১.১৩	প্রকল্পের ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হচ্ছে কি না? না থাকলে কেন?	হ্যাঁ		১	
		না		২	
১.১৪	যদি না থাকে তবে কেন নেই?				
১.১৫	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী অর্জন সঠিকভাবে হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ		১	
		না		২	
১.১৬	যদি না হয়ে থাকে কেন হয়নি উল্লেখ করুন…………………..				
১.১৭	কম্পোনেন্ট অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ ঠিকমত করা হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ		১	
		না		২	
১.১৮	যদি না হয়ে থাকে কেন হয়নি উল্লেখ করুন…………………..				
১.১৯	যদি না হয়ে থাকে গ্যাপ কোথায় উল্লেখ করুন…………………..				
১.২০	প্রকল্পের দরপত্রের জন্য টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন তৈরীর দায়িত্ব কাদের উপর ন্যাস্ত ছিল এবং তা সঠিকভাবে হয়েছিল কিনা?				
১.২১	মালামাল, নির্মাণ সামগ্রী ও সেবাসমুহ ক্রয় প্রক্রিয়ার জন্য ডিপিপিতে বর্ণিত টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	হ্যাঁ		১	
		না		২	
১.২২	যদি না হয়ে থাকে কেন হয়নি উল্লেখ করুন…………………..				
১.২৩	প্রকল্পটির এক্সিট প্লান আছে কি না? থাকলে উল্লেখ	হ্যাঁ		১	

	করুন।	না	২	
		উল্লেখ করুন…………………..		
১.২৪	যদি এক্সিট প্লান না থাকে তবে কেন নেই?			
১.২৫	প্রকল্পটির নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হবে কি না? যদি সম্পন্ন না হয় তবে কেন হবে না এবং কত দিন সময় বৃদ্ধির পরিকল্পনা আছে?			
১.২৬	প্রকল্পের বরাদ্দ সঠিকভাবে পাওয়া যাচ্ছে কি না? যদি না পাওয়া যায় তবে তার কারণ কি?			
১.২৭	আপনার প্রকল্পটি বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং হয় কি না? হ্যাঁ/না মনিটরিং হয়ে থাকলে প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম ও পরিদর্শনের তারিখ বলুন। ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………			
১.২৮	প্রকল্পের বরাদ্দ যথাযথ আছে কি না?			
১.২৯	প্রকল্প অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নে সমস্যা (যদি থাকে) উল্লেখ করুন			
১.৩০	সমস্যা সমাধানে কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন বা করণীয় কি বলে মনে করেন?			
১.৩১	ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করেছে কি না? হ্যাঁ/না উত্তর না হলে এক্ষেত্রে আপনার পর্যবেক্ষণ জানান			
১.৩২	এই প্রকল্পে ব্যবহৃত মেশিন ও পণ্যের এর গুণগত মান কেমন ছিল? কিছু মেশিন/পণ্যের টেস্ট রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করে দেখা হবে)।			
১.৩৩	আলোচ্য প্রকল্পের জন্য বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত আছে কি না? থাকলে বিস্তারিত লিখুন। (পরামর্শক কর্তৃক প্রকল্পের শুরু থেকে সবগুলো কর্ম পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ করা হবে)।	হ্যাঁ/না		
১.৩৪	বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতি হচ্ছে কি না? হ্যাঁ/না না হয়ে থাকলে কারণসহ বিস্তারিত বলুন ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………			
১.৪৫	আপনার দৃষ্টিতে প্রকল্পের সবল দিকগুলো কী কী?			
১.৩৬	আপনার দৃষ্টিতে প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলো কী কী?			
১.৩৭	আপনার দৃষ্টিতে প্রকল্পের ঝুঁকি আছে কী? থাকলে উল্লেখ করুন ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………			
১.৩৮	আপনার দৃষ্টিতে প্রকল্পের সুযোগ আছে কী? থাকলে উল্লেখ করুন ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………			
১.৩৯	প্রকল্পের সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই করার লক্ষ্যে কোনো পদক্ষেপ আছে কি না? হ্যাঁ/না যদি থাকে তবে সংযুক্তি হিসাবে প্রদান করুন ………………………………………………………………………………			

	…………………………………………………………………………………………
১.৪০	কোনো সুপারিশ বা মতামত থাকলে লিখুন
১.৪১	ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এ ধরনের আরো প্রকল্প হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে কি না? হ্যাঁ/না উত্তর হ্যাঁ হলে বিস্তারিত বলুন ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
১.৪২	কাজের সাইটে ঠিকাদারের অফিস ছিল কি?
১.৪৩	কাঠামো নির্মাণ কাজে কিসের সাটার ব্যবহার করা হয়েছে/হচ্ছে (ক) স্টীল সাটার [ ]; (খ) কাঠের সাটার [ ]
১.৪৪	কাঠামোর কাজ বাস্তবায়নের সময়ে এই মেশিনগুলো ব্যবহার করা হয়েছে কি? (ক) মিক্সার মেশিন [ ]; (খ) ভাইব্রেটর মেশিন [ ]
১.৪৫	কাজ বাস্তবায়নের সময়ে কংক্রিটের Slump Test করা হয়েছে কি?
১.৪৬	কাজ বাস্তবায়নের সময়ে কংক্রিটের compressive strength পরীক্ষা করার জন্য কংক্রিটের সিলিন্ডার স্যাম্পল রাখা হয়েছিল কি? হলে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করুন।
১.৪৭	কংক্রিট ঢালাই করার কতদিন পর সাটার খোলা হয়েছে?
১.৪৮	কংক্রিট ঢালাই করার পরে কতদিন যাবৎ পানি দ্বারা পরিচর্যা (curing) করা হয়েছে?
১.৪৯	নির্মাণ কাজের সাইটে “সাইট অর্ডার” বহি ছিল কি?
১.৫০	রেগুলেটরে গেইট সংযোজন করা হয়েছে কি না?
১.৫১	সংযোজন করা গেইট মসৃণভাবে পরিচালন (operate) করা যায় কি?
১.৫২	রেগুলেটর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকলে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য WMG-কে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে কি না?
১.৫৩	রেগুলেটরের গেইট WMG-এর নিয়োজিত ব্যক্তি সঠিকভাবে পরিচালন (operate) করতে পারবে কি?
১.৫৪	নির্মাণ কাজের সাইটে পানীয়জলের জন্য নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে কি?
১.৫৫	নির্মাণ শ্রমিকগণ Hand Gloves ব্যবহার করেন কি?
১.৫৬	নির্মাণ শ্রমিকগণ হেলমেট ব্যবহার করেন কি?
১.৫৭	সাইটে ফাস্ট এইড (First Aid) বাক্স আছে/ছিল কি?

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষরঃ

সুপারভাইজারের নাম ও স্বাক্ষর

মোবাইল নম্বরঃ

মোবাইল নম্বরঃ

পরিশিষ্ট-৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

"হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বিডব্লিউডিবি অংশ) (১ম সংশোধিত)"-এর নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

উপকারভোগীদের জন্য কেস স্টাডির প্রশ্নমালা

আমার নাম --।

আমি এসেছি প্রজেক্ট প্রমোশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্টস উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে।

আপনাদের এলাকায় "হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে ২০১৪-১৫ সালে। এটি সমাপ্ত হবে ২০২১-২২ সালে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯৭,৮৬৫ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের ভৌত কাজগুলো হলো: (১) নতুন রেগুলেটর নির্মাণ ৫৭ টি, (২) খাল/নদী পুনঃখনন ১১৯.৮০ কিঃমিঃ, (৩) ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণ ১৩১টি, (৪) কজওয়ে নির্মাণ ৩৫টি, (৫) ব্রিজ নির্মাণ ১টি, (৬) পাইপ/বক্স স্লুইস/আউটলেট নির্মাণ ৪৪টি, (৭) রেগুলেটর পুনর্বাসন ৮ টি, (৮) ডব্লিউএমজি অফিস নির্মাণ ৬০টি।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এ এলাকায় বন্যার প্রকোপ কমিয়ে আনা এবং জনগণের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন করা উদ্দেশ্যে।

প্রকল্পটি যথাযথভাবে এবং যথা সময়ে বাস্তবায়িত হলে জনগণ তাড়াতাড়ি সুফল পাবে। বাস্তবায়ন যে যথাযথ ভাবে হয় এবং যথা সময়ে হয় সে জন্য সরকারের পক্ষ হতে পরিবীক্ষণ করা হয়। এ ছাড়াও নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করার জন্য আমাদের সংস্থাকে আইএমইডি কর্তৃক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণের সমীক্ষার জন্য প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্বন্ধে আপনাদের মতামত জানা প্রয়োজন। প্রকল্পটির কিছু পরিমাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ এখনও চলমান আছে। যে কাজগুলো সম্পন্ন হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনারা সন্তুষ্ট আছেন কি না এবং আপনারা ইতোমধ্যে কোন সুফল পেয়েছেন কি না সে সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। বাকি কাজগুলো যাতে যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হয় এবং আপনারা যাতে ইপ্সিত সুফল পেতে পারেন এস ব্যাপারে আপনাদের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক। এ সব কারণে আপনাদের মতামত সংগ্রহ করার জন্য আমি এসেছি। আপনার দেওয়া তথ্য/মতামত কেবল সমীক্ষার প্রতিবেদন তৈরির কাজে ব্যবহার করা হবে। আপনার নাম/পরিচয় গোপন রাখা হবে। এ সমীক্ষা হতে কেহ ব্যক্তিগত ভাবে উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। এ দ্বারা সার্বিকভাবে সকলের কল্যাণ হবে।

সমীক্ষার প্রয়োজনে তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে একান্তভাবে অনুরোধ করা হলো।

ক. উত্তরদাতার ব্যক্তিগত ও পেশাগত তথ্যাদি				
১.১	উত্তরদারতার নাম			
১.২	পিতার নাম			
১.৩	মাতার নাম			
১.৪	স্বামী/স্ত্রীর নাম			
১.৫	গ্রামের নাম			
১.৬	ইউনিয়নের নাম			
১.৭	উপজেলা			
১.৮	জেলা			
১.৯	বয়স			
১.১০	উত্তরদাতার মোবাইল নং			
১.১১	উত্তরদাতার লিঙ্গ	মহিলা	১	
		পুরুষ	২	
১.১২	উত্তরদাতার পেশা	কৃষি	১	
		চাকুরি	২	

		ব্যবসা	৩	
		রিক্সা/ভ্যান/ঠেলাগাড়ি	৪	
		লঞ্চ/নৌকা/অটোরিক্সা/ট্রাক/বাস/ড্রাইভার	৫	
		কুটির শিল্প/কামার/কুমার/তাঁতি	৬	
		ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (পোল্টি/রাইস মিল/স'মিল/ইটভাটা;	৭	
		অন্যান্য নির্দিষ্ট করুন …………	৮	
১.১৩	আপনি অত্র এলাকায় কত বছর যাবত বসবাস করছেন?	(ক) স্থায়ী বাসিন্দা (খ) স্থানান্তরিত……………… বছর (পূর্ণ বছর উল্লেখ করুন)		
খ. প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত				
২.১	আপনি "হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন" (১ম সংশোধিত) সম্পর্কে কী জানেন?			
২.২	প্রকল্পে ব্যবহার করা নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান ও সার্বিক কাজের মান নিয়ে কি আপনি সন্তুষ্ট? হ্যাঁ হলে, কেন? ……………………………………………………………………………… না হলে, কেন? ………………………………………………………………………………			
২.৩	এই প্রকল্পের ফলে আপনি কি ধরনের উপকার পাবেন বলে আশা করেন?			
গ. প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ				
৩.১	আপনার মতে এই প্রকল্পের সবল দিকগুলো কী কী?			
৩.২	আপনার মতে এই প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলো কী কী?			
৩.৩	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে আপনারা কি কোন সমস্যার মুখে পড়েছেন কখনও? কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন? কীভাবে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করেছেন?			
৩.৪	এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনার মতামত ও সুপারিশসমূহ কী কী? বিস্তারিত বলুন দয়া করে।			

অংশগ্রহণের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম

সুপারভাইজারের নাম ও স্বাক্ষর

মোবাইল নম্বরঃ

তারিখঃ

পরিশিষ্ট-৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

"হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বিডব্লিউডিবি অংশ) (১ম সংশোধিত)"-এর নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট-৪

আমার নাম --।

আমি এসেছি প্রজেক্ট প্রমোশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্টস উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে।

আপনাদের এলাকায় "হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে ২০১৪-১৫ সালে। এটি সমাপ্ত হবে ২০২১-২২ সালে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯৭,৮৬৫ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের ভৌত কাজগুলো হলো: (১) নতুন রেগুলেটর নির্মাণ ৫৭ টি, (২) খাল/নদী পুনঃখনন ১১৯.৮০ কিঃমিঃ, (৩) ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণ ১৩১টি, (৪) কজওয়ে নির্মাণ ৩৫টি, (৫) ব্রিজ নির্মাণ ১টি, (৬) পাইপ/বক্স স্লুইস/আউটলেট নির্মাণ ৪৪টি, (৭) রেগুলেটর পুনর্বাসন ৮ টি, (৮) ডব্লিউএমজি অফিস নির্মাণ ৬০টি।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এ এলাকায় বন্যার প্রকোপ কমিয়ে আনা এবং জনগণের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন করা উদ্দেশ্যে।

প্রকল্পটি যথাযথভাবে এবং যথা সময়ে বাস্তবায়িত হলে জনগণ তাড়াতাড়ি সুফল পাবে। বাস্তবায়ন যে যথাযথ ভাবে হয় এবং যথা সময়ে হয় সে জন্য সরকারের পক্ষ হতে পরিবীক্ষণ করা হয়। এ ছাড়াও নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করার জন্য আমাদের সংস্থাকে আইএমইডি কর্তৃক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণের সমীক্ষার জন্য প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্বন্ধে আপনাদের মতামত জানা প্রয়োজন। প্রকল্পটির কিছু পরিমাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ এখনও চলমান আছে। যে কাজগুলো সম্পন্ন হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনারা সন্তুষ্ট আছেন কি না এবং আপনারা ইতোমধ্যে কোন সুফল পেয়েছেন কি না সে সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। বাকি কাজগুলো যাতে যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হয় এবং আপনারা যাতে ইপ্সিত সুফল পেতে পারেন এস ব্যাপারে আপনাদের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক। এ সব কারণে আপনাদের মতামত সংগ্রহ করার জন্য আমি এসেছি। আপনার দেওয়া তথ্য/মতামত কেবল সমীক্ষার প্রতিবেদন তৈরির কাজে ব্যবহার করা হবে। আপনার নাম/পরিচয় গোপন রাখা হবে। এ সমীক্ষা হতে কেহ ব্যক্তিগত ভাবে উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। এ দ্বারা সার্বিকভাবে সকলের কল্যাণ হবে।

সমীক্ষার প্রয়োজনে তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে একান্তভাবে অনুরোধ করা হলো।

(প্রতিটি ক্রয় প্যাকেজের জন্য আলাদা চেকলিস্ট ব্যবহার করা হবে)

পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলি

প্যাকেজের নামঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	নির্ধারিত সময়	প্রকৃত	বিলম্ব	কারণ
ক. দরপত্র আহবান সংক্রান্ত					
১.১	মন্ত্রণালয়/বিভাগ				
১.২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা				
১.৩	প্রকল্পের নাম				
১.৪	প্যাকেজ/দরপত্র নং				
১.৫	কাজের ধরনঃ পণ্য/কার্য/সেবা				

ক্রমিক নং	বিবরণ	নির্ধারিত সময়	প্রকৃত	বিলম্ব	কারণ
১.৬	দরপত্র অনুযায়ী প্যাকেজের নাম				
১.৭	প্রতিটি প্যাকেজে কতটি করে লট আছে?				
১.৮	ক্রয়-পদ্ধতি				
১.৯	দরপত্র পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে কি না? প্রকাশের তারিখ ও পত্রিকার না?				
১.১০	দরপত্র (১ কোটি টাকার বেশি সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে কি না?				
খ. দরপত্র দাখিল সংক্রান্ত					
২.১	দরপত্র দাখিলের তারিখ কত ছিল?				
২.২	কতগুলো দরপত্র বিক্রয় করা হয়েছে?				
২.৩	কতগুলো দরপত্র জমা পড়েছে?				
২.৪	পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়েছিল কি না?				
গ. দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত					
৩.১	দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি কত জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল?				
৩.২	দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি’র কতজন সদস্য দরপত্র উন্মুক্তকরণের সময় উপস্থিত ছিলেন?				
৩.৩	দরপত্র মূল্যায়নে কমিটি হতে ০১ (এক) জন সদস্য ‘দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি’-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল কি না?				
৩.৪	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে দপ্তরের বাইরের দপ্তর হতে ০২ (দুই) জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কি না?				
৩.৫	কত তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন সমাপ্ত করা হয়েছে?				
৩.৬	উপযুক্ত (রেসপনসিভ) দরদাতার সংখ্যা কত ছিল?				
৩.৭	দরপত্র মূল্যায়ন রিপোর্ট কত তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়া হয়েছিল?				
৩.৮	কত তারিখে দরপত্র চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে?				
৩.৯	দরপত্র Delegation of Financial Power অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে কি না?				
ঘ. কার্যাদেশ প্রদান সংক্রান্ত					

ক্রমিক নং	বিবরণ	নির্ধারিত সময়	প্রকৃত	বিলম্ব	কারণ
৪.১	কত তারিখে Notification of Award জারি করা হয়েছিল?				
৪.২	Initial Tender Validity Period এর মধ্যে Contract Award করা হয়েছে কি না?				
৪.৩	Contract Award CPTU-এর Website-এ প্রকাশ করা হয়েছিল কি না?				
৪.৪	প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)				
৪.৫	উদ্ধৃত দর (টাকা)				
৪.৬	চুক্তি মূল্য (টাকা)				
৪.৭	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ কত ছিল?				
৪.৮	বাস্তবে কাজ সমাপ্তির তারিখ উল্লেখ করুন?				
৪.৯	কাজ সমাপ্তিতে বিলম্ব হয়ে থাকলে Liquidated Damage আরোপ করা হয়েছিল কি না?				
৪.১০	কাজটি মূল ঠিকাদার (প্রথম কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদার) কর্তৃক সমাপ্ত হয়েছিল কি না?				
ঙ. বিল প্রদান সংক্রান্ত					
৫.১	প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজটি সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত মর্মে প্রত্যায়নের তারিখ কত?				
৫.২	ঠিকাদারের চূড়ান্ত বিলের পরিমাণ ও দাখিলের তারিখ কত?				
৫.৩	কর্তনকৃত আয়কর+ভ্যাট-এর পরিমাণ (টাকা)				
৫.৪	বিলম্বে কোন বিল পরিশোধ করা হয়েছে কি না?				
৫.৫	বিলম্বে বিল পরিশোধের জন্য সুদ পরিশোধ করা হয়েছে কি না?				
চ. দরপত্র গ্রহণ যোগ্যতা ও স্বচ্ছতা সংক্রান্ত					
৬.১	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের কোন পর্যায়ে কোন ধরনের অনিয়ম হয়েছে এ বিষয়ে আপনি কিছু জানেন কি না?				
৬.২	কোন অনিয়ম হয়ে থাকলে তা কোন পর্যায়ে এবং কি ধরনের অনিয়ম হয়েছে সে বিষয়ে কিছু জানেন কি না?				
৬.৩	ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয়নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছিল কি না?				

ক্রমিক নং	বিবরণ	নির্ধারিত সময়	প্রকৃত	বিলম্ব	কারণ
৬.৪	ক্রয়কৃত পণ্য বা মালের কোন ওয়ারেন্টি ছিল কি না? থাকলে কত দিনের?				
৬.৫	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ/কার্যাদেশ প্রদান বিষয়ে কোন ধরনের অভিযোগ ছিল কি না?				
৬.৬	অভিযোগের কারণে কোন দরপত্রের Award Modification করতে হয়েছে কি না?				
৬.৭	দরপত্রে উল্লিখিত মূল্য অপেক্ষা অধিক ব্যয় হয়েছিল কি না?				
৬.৮	পণ্যগুলোর গুণগত মানের ক্ষেত্রে কোন বিচ্যুতি ঘটেছিল কি না? হয়ে থাকলে কেন?				
৬.৯	কোন অভিযোগ থাকলে উহা নিষ্পত্তি হয়েছে কি না?				

তথ্য প্রদানকারীর নাম ও স্বাক্ষরঃ ....

তারিখঃ ....

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

"হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বিডব্লিউডিবি অংশ) (১ম সংশোধিত)"-এর নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

<u>সরেজমিন পরিদর্শন চেকলিস্ট-৫</u>

আমার নাম ---।

আমি এসেছি প্রজেক্ট প্রমোশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্টস উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে।

আপনাদের এলাকায় "হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে ২০১৪-১৫ সালে। এটি সমাপ্ত হবে ২০২১-২২ সালে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯৭,৮৬৫ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের ভৌত কাজগুলো হলো: (১) নতুন রেগুলেটর নির্মাণ ৫৭ টি, (২) খাল/নদী পুনঃখনন ১১৯.৮০ কিঃমিঃ, (৩) ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণ ১৩১টি, (৪) কজওয়ে নির্মাণ ৩৫টি, (৫) ব্রিজ নির্মাণ ১টি, (৬) পাইপ/বক্স স্লুইস/আউটলেট নির্মাণ ৪৪টি, (৭) রেগুলেটর পুনর্বাসন ৮ টি, (৮) ডব্লিউএমজি অফিস নির্মাণ ৬০টি।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এ এলাকায় বন্যার প্রকোপ কমিয়ে আনা এবং জনগণের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন করা উদ্দেশ্যে।

প্রকল্পটি যথাযথভাবে এবং যথা সময়ে বাস্তবায়িত হলে জনগণ তাড়াতাড়ি সুফল পাবে। বাস্তবায়ন যে যথাযথ ভাবে হয় এবং যথা সময়ে হয় সে জন্য সরকারের পক্ষ হতে পরিবীক্ষণ করা হয়। এ ছাড়াও নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করার জন্য আমাদের সংস্থাকে আইএমইডি কর্তৃক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণের সমীক্ষার জন্য প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্বন্ধে আপনাদের মতামত জানা প্রয়োজন। প্রকল্পটির কিছু পরিমাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ এখনও চলমান আছে। যে কাজগুলো সম্পন্ন হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনারা সন্তুষ্ট আছেন কি না এবং আপনারা ইতোমধ্যে কোন সুফল পেয়েছেন কি না সে সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। বাকি কাজগুলো যাতে যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হয় এবং আপনারা যাতে ইপ্সিত সুফল পেতে পারেন এস ব্যাপারে আপনাদের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক। এ সব কারণে আপনাদের মতামত সংগ্রহ করার জন্য আমি এসেছি। আপনার দেওয়া তথ্য/মতামত কেবল সমীক্ষার প্রতিবেদন তৈরির কাজে ব্যবহার করা হবে। আপনার নাম/পরিচয় গোপন রাখা হবে। এ সমীক্ষা হতে কেহ ব্যক্তিগত ভাবে উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। এ দ্বারা সার্বিকভাবে সকলের কল্যাণ হবে।

সমীক্ষার প্রয়োজনে তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে একান্তভাবে অনুরোধ করা হলো।

সাইটের নাম	
উপজেলার নাম	
জেলার নাম	
অঙ্গাভিত্তিক কাজের নাম	

ক্রমিক	সরেজমিন পরিদর্শন	বর্তমান অবস্থা
১.১	কাজের বর্তমান অবস্থাঃ সমাপ্ত/চলমান	
১.২	কাজের গুণগত মানঃ ভালো/গ্রহণযোগ্য/ভালো নয়	
১.৩	কাজের BOQ সমূহঃ (প্রতিটি সাইট)	
১.৪	নির্মাণ কাজ সংক্রান্ত ড্রইংসমূহ (ক) আর্কিটেকচারাল (খ) স্ট্রাকচারাল	

	(গ) অন্যান্য (যদি থাকে)	
১.৫	সাইট অর্ডার বই	
১.৬	নির্মাণ কাজ সম্পাদনের সময় অনুমোদিত ড্রইং এর কোন ব্যত্যয় ঘটেছে কি না?	
১.৭	নির্মান সামগ্রী টেস্ট করা হয়েছে কি না? (ক) এমএস রড (খ) কংক্রিট (গ) সিমেন্ট (ঘ) বালু	
১.৮	সার্ভে করা হয়েছে কি না? (ক) প্রি-ওয়ার্ক সার্ভে (খ) পোস্ট-ওয়ার্ক সার্ভে	
১.৯	পরামর্শক সংস্থার নাম ও ঠিকানা (ক) প্রকৌশলীর নাম (খ) মোবাইল নাম্বার	

নিম্নের ছক অনুসারে প্রকল্পের প্রধানতম অঙ্গসমূহের উপর আপনার মন্তব্য প্রদান করুন

প্রকল্পের অঙ্গসমূহ:	**বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতি**	**আশানুরূপ অগ্রগতি না হলে তার কারণ**	**করণীয়**
বাঁধ পুনর্বাসন			
রেগুলেটর পুনর্বাসন			
বাঁধ নির্মাণ			
ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ			
রেগুলেটর নির্মাণ			
খাল পুনঃখনন			
নদী পুনঃখনন			
কজওয়ে নির্মাণ			

পরিশিষ্ট-৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

"হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বিডব্লিউডিবি অংশ) (১ম সংশোধিত)"-এর নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

উপকারভোগীদের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) গাইডলাইন

আমার নাম --।

আমি এসেছি প্রজেক্ট প্রমোশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্টস উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে।

আপনাদের এলাকায় "হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে ২০১৪-১৫ সালে। এটি সমাপ্ত হবে ২০২১-২২ সালে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯৭,৮৬৫ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের ভৌত কাজগুলো হলো: (১) নতুন রেগুলেটর নির্মাণ ৫৭ টি, (২) খাল/নদী পুনঃখনন ১১৯.৮০ কিঃমিঃ, (৩) ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণ ১৩১টি, (৪) কজওয়ে নির্মাণ ৩৫টি, (৫) ব্রিজ নির্মাণ ১টি, (৬) পাইপ/বক্স স্লুইস/আউটলেট নির্মাণ ৪৪টি, (৭) রেগুলেটর পুনর্বাসন ৮ টি, (৮) ডব্লিউএমজি অফিস নির্মাণ ৬০টি।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এ এলাকায় বন্যার প্রকোপ কমিয়ে আনা এবং জনগণের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন করা উদ্দেশ্যে।

প্রকল্পটি যথাযথভাবে এবং যথা সময়ে বাস্তবায়িত হলে জনগণ তাড়াতাড়ি সুফল পাবে। বাস্তবায়ন যে যথাযথ ভাবে হয় এবং যথা সময়ে হয় সে জন্য সরকারের পক্ষ হতে পরিবীক্ষণ করা হয়। এ ছাড়াও নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করার জন্য আমাদের সংস্থাকে আইএমইডি কর্তৃক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণের সমীক্ষার জন্য প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্বন্ধে আপনাদের মতামত জানা প্রয়োজন। প্রকল্পটির কিছু পরিমাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ এখনও চলমান আছে। যে কাজগুলো সম্পন্ন হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনারা সন্তুষ্ট আছেন কি না এবং আপনারা ইতোমধ্যে কোন সুফল পেয়েছেন কি না সে সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। বাকি কাজগুলো যাতে যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হয় এবং আপনারা যাতে ইপ্সিত সুফল পেতে পারেন এস ব্যাপারে আপনাদের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক। এ সব কারণে আপনাদের মতামত সংগ্রহ করার জন্য আমি এসেছি। আপনার দেওয়া তথ্য/মতামত কেবল সমীক্ষার প্রতিবেদন তৈরির কাজে ব্যবহার করা হবে। আপনার নাম/পরিচয় গোপন রাখা হবে। এ সমীক্ষা হতে কেহ ব্যক্তিগত ভাবে উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। এ দ্বারা সার্বিকভাবে সকলের কল্যাণ হবে।

সমীক্ষার প্রয়োজনে তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে একান্তভাবে অনুরোধ করা হলো।

ফোকাস গ্রুপ আলোচনার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহের নির্দেশিকা	
তারিখ	
আলোচনার স্থান	
গ্রাম	
ইউনিয়ন	
উপজেলা	
জেলা	
সংগঠকের নাম	

সহায়তাকারীর নাম		
তথ্য সংগ্রহকারীর নাম		
অংশগ্রহণকারীর নাম		
ক.	**বর্তমান কার্যক্রম বিষয়ক তথ্যাদিঃ**	
১.১	“হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বিডব্লিউডিবি পার্ট)” শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করার পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে বলুন।	
১.২	প্রকল্পটি সম্পর্কে আপনারা কী জানেন?	
১.৩	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ কীভাবে চলমান এ প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়েছে? এ প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কীভাবে চলছে?	
১.৪	চলমান এ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ও কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে কী জানেন বলুন?	
১.৫	প্রকল্পটির বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতি আশানুরূপ না হয়ে থাকলে তার কারণ কী বলে আপনি মনে করেন?	
১.৬	সময়সীমার মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করতে চাইলে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আপনার মনে হয়?	
১.৭	প্রকল্পের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার শস্য উৎপাদন সুবিধা কেমন উন্নতি হবে বলে আশা করেন?	
১.৮	আপনাদের কি মনে হয় এ প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপকভিত্তিক ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে?	
১.৯	প্রকল্পের এ পর্যন্ত যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তাতে সেচ কাজে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে কি? প্রকল্প সমাপ্তের পরে এ থেকে কতটুকু সাফল্য আশা করেন?	
১.১০	প্রকল্প এলাকায় মাটির অপসারণের কাজে আপনারা কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন/হচ্ছেন/হবেন? হলে বিস্তারিত উল্লেখ করুন?	
১.১১	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশগত অবস্থা তুলে ধরুন।	
১.১২	প্রকল্পের প্রধান খালগুলো কবে পুনঃসংস্কার করা হয়?	
১.১৩	পুনঃসংস্কারকৃত খাল ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোগুলো সংস্কার কাজের গুণগত মান কেমন বলে মনে করেন?	
১.১৪	প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট থেকে সময়মত প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাওয়া যায় কি?	
১.১৫	এই প্রকল্পের সমাপ্ত হলে সংলগ্ন এলাকায় কি ধরনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে বলে আপনার মনে হয়?	
১.১৬	নির্মাণ ও পুনর্বাসন কাজের ভালো/সবল দিকগুলো সম্পর্কে বলুন।	
১.১৭	নির্মাণ ও পুনর্বাসন কাজের দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে বলুন।	
১.১৮	নির্মাণ ও পুনর্বাসন কাজের ঝুঁকির দিক থাকলে সেগুলো সম্পর্কে বলুন।	
১.১৯	প্রকল্পের কার্যক্রমকে সমুন্নত রাখার উপায়গুলো সম্পর্কে পরামর্শ দিন।	

এফজিডি-তে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

স্থান ....   তারিখ....................

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারী নাম	পেশা	মোবাইল নম্বর	শিক্ষাগত যোগ্যতা	স্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫	৬
১					
২					
৩					
৪					
৫					
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					

(১) আলোচনা পরিচালনাকারী...স্বাক্ষর..................

মোবাইল নম্বর.............................

(২) সঞ্চালনকারী..   স্বাক্ষর..................

মোবাইল নম্বর.............................

প্রণয়নকারী

প্রজেক্ট প্রমোশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্টস (পিপিএমসি)
ফ্ল্যাট নং: ৩ এ, বাড়ি নং ৬, সড়ক নং ০৮
বস্নক-এফ, নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।